

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER



মরক্কায় প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ফাতিমা

পোস্ট ডেস্ক :

উত্তর আফ্রিকার দেশ মরক্কোর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নারী প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ পেয়েছেন। দেশটির রাজা ষষ্ঠ মোহাম্মদ মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ৫০ বছর বয়সী আইনজীবী ও নগর পরিকল্পনামন্ত্রী ফাতিমা জাহরা এল মানসুরিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। একই সঙ্গে তাকে নতুন সরকার গঠনের দায়িত্ব দেন। ২৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে তার দল অথেনটিসিটি অ্যান্ড মডার্নিটি পার্টি (পিএএম) সবচেয়ে বেশি আসন পাওয়ার চার দিন পর --১৬ পৃষ্ঠায়

নারী প্রধানমন্ত্রী হলেন। এর আগে তিউনিসিয়ার নাজলা বাউডেন এ পদে দায়িত্ব পালন করেন। রাজপ্রাসাদের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাজা ষষ্ঠ মোহাম্মদ রাজধানী রাবাতের রাজপ্রাসাদে ফাতিমা জাহরা মানসুরিকে স্বাগত জানান এবং তাকে নতুন সরকার গঠনের দায়িত্ব দেন। ২৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে তার দল অথেনটিসিটি অ্যান্ড মডার্নিটি পার্টি (পিএএম) সবচেয়ে বেশি আসন পাওয়ার চার দিন পর --১৬ পৃষ্ঠায়

অভিবাসন আইনে ব্যাপক পরিবর্তন খুলছে ভাগ্যের দুয়ার

বিশেষ সংবাদদাতা :

অনেক জল্পনা-কল্পনার পর এবার ব্রিটিশ সরকার অভিবাসন আইনে নিয়ে এসেছে বড় ধরনের পরিবর্তন। হোম অফিস ইমিগ্রেশন আইনে বড় ধরনের পরিবর্তন এনে 'স্টেটমেন্ট অব চেন্সেস এইচসি ৫৮৪' প্রকাশ করেছে। ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ প্রকাশিত এই নথিতে শিক্ষার্থী, ভিজিটর, স্কিলড ওয়ার্কার, আধুনিক দাসত্বের শিকার কর্মী, পারিবারিক নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সেটেলমেন্ট স্কিম এবং হংকং ব্রিটিশ ন্যাশনাল ওভারসিজ বা বিএনও রুটসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন বিধান যুক্ত ও পুরোনো কিছু নিয়ম সংশোধন করা হয়েছে। নতুন পরিবর্তনগুলোর বেশিরভাগ ৮ অক্টোবর ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে। তবে সব নিয়ম একই দিনে কার্যকর হচ্ছে না। ধর্মীয় কর্মীসংক্রান্ত কিছু পরিবর্তন ২৯ অক্টোবর, শিক্ষার্থীদের আর্থিক সক্ষমতার নতুন নিয়ম ৩০ নভেম্বর এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সেটেলমেন্ট স্কিমের একটি পরিবর্তন ৯ ডিসেম্বর ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে। ফলে কোন তারিখে আবেদন করা হচ্ছে

এবং সেই সময় কোন নিয়ম কার্যকর রয়েছে, তা ভিসা আবেদনকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোচিত পরিবর্তন হলো জীবনযাত্রার ব্যয় দেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাংক ব্যালেন্সের পরিমাণ বৃদ্ধি। ৩০ নভেম্বর

হার ছিল যথাক্রমে ১ হাজার ৫২৯ এবং ১ হাজার ১৭১ পাউন্ড। সর্বোচ্চ নয় মাসের হিসাব ধরলে লন্ডনে পড়তে যাওয়া একজন শিক্ষার্থীর জীবনযাত্রার ব্যয়ের জন্য সর্বোচ্চ ১৪ হাজার ১৩০ পাউন্ড এবং লন্ডনের বাইরে ১০ হাজার ৮২৭ পাউন্ড পর্যন্ত



২০২৬ থেকে লন্ডনে পড়াশোনা করতে যাওয়া শিক্ষার্থীদের প্রতি মাসের জন্য ১ হাজার ৫৭০ পাউন্ড এবং লন্ডনের বাইরে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের প্রতি মাসে ১ হাজার ২০৩ পাউন্ড অর্থের প্রমাণ দেখাতে হবে। আগের

অর্থ দেখানোর প্রয়োজন হতে পারে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোর্সের টিউশন ফিও নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী বিবেচনায় থাকবে। তবে যুক্তরাজ্যে বৈধ ভিসায় অন্তত ১২ মাস ধরে অবস্থানরত কিছু আবেদনকারী এই আর্থিক প্রমাণের শর্ত

থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। ভিজিটর ভিসার ক্ষেত্রেও কিছু বিধান সহজ করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের এরাসমাস প্লাস কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, জব শ্যাডোয়িং, দক্ষতা প্রতিযোগিতা এবং স্বল্পমেয়াদি ট্রেইনিশিপে অংশ নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলে এরাসমাস প্লাসের আওতায় যুক্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা বা প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। নতুন নিয়মে নির্দিষ্ট শিক্ষামূলক কর্মসূচির অংশগ্রহণকারীরা সর্বোচ্চ ৩০ দিনের ট্রেইনিশিপ এবং কর্মক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ বা জব শ্যাডোয়িংয়ে অংশ নিতে পারবেন। ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোচিং ও প্রশিক্ষণমূলক কিছু কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে যুক্তরাজ্যের স্কুল ও একাডেমিগুলো এরাসমাস প্লাসের আওতায় সর্বোচ্চ ছয় মাসের নির্দিষ্ট স্টাডি প্রেসমেন্টে অংশগ্রহণকারীদের গ্রহণ করতে পারবে। স্কিলড ওয়ার্কার রুটে আধুনিক দাসত্ব বা মানবপাচারের --১৩ পৃষ্ঠায়

ইইউতে ফেরার সম্ভাবনা বিবেচনায় যুক্তরাজ্য

পোস্ট ডেস্ক :

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে যুক্তরাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে বিভিন্ন বিকল্প বিবেচনার কথা বলেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহ্যাম। এসব বিকল্পের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ইইউতে পুনরায় যোগ দেওয়ার সম্ভাবনাও রাখা যেতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি। বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বার্নহ্যাম বলেন, ইউরোপের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের জন্য বিভিন্ন পথ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কোনটি বাস্তবসম্মত এবং প্রতিটি বিকল্পের সুবিধা ও অসুবিধা কী, তা বিবেচনা করেই ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। বার্নহ্যাম বলেন, যুক্তরাজ্য বর্তমান অবস্থানেই থাকতে পারে। পাশাপাশি



সাবেক কনজারভেটিভ অর্থমন্ত্রী জর্জ অসবর্নের প্রস্তাবিত ইইউর সঙ্গে কাস্টমস ইউনিয়ন গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। লিবারেল ডেমোক্র্যাটদের প্রস্তাব অনুযায়ী ইইউর একক বাজারে ফেরার বিষয়টিও দেখা যেতে পারে। অথবা চাইলে পুরোপুরি ইইউতে ফিরে যাওয়ার পথও বিবেচনা করা যেতে পারে বলে জানান তিনি। বার্নহ্যাম বলেন, --১৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে তৈরি পোশাকে ক্রুথ স্টুডিওর বিশ্বজয়



বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :

বিশ্বমানের লাক্সারি আতিথেয়তা (হসপিটালিটি) খাতে 'মেড ইন বাংলাদেশ' ট্যাগটি এখন আর কেবল সস্তা দামে গণ-উৎপাদনের প্রতীক নয়; এটি স্থান করে নিয়েছে নকশাশৈলী, আভিজাত্য এবং আধুনিকতার অনন্য উচ্চতায়। টরেন্টোতে সদর দফতর

অবস্থিত আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড 'ক্রুথ স্টুডিও' (ক্ৰাফ্টওয়র্কস) বিশ্বজুড়ে ফোর সিজনস, রিৎজ-কার্লটন, রোজউড, ফেয়ারমন্ট এবং হার্ড রক ক্যাসিনোর মতো ৪০০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের জন্য কাস্টমাইজড ইউনিফর্ম ডিজাইন ও সরবরাহ করছে। তবে বিলাসবহুল এসব হোটেলের চোখধাঁধানো --১৬ পৃষ্ঠায়



তুরস্কে 'নূহের নৌকা'র খোঁজে ফের পাহাড় খনন

পোস্ট ডেস্ক :

তুরস্কের পূর্বাঞ্চলীয় আগরি প্রদেশের দোণ্ডুবায়াজিত এলাকায় ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ 'নূহের নৌকা'র সন্ধানে নতুন করে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। 'দুরূপিনার ফরমেশন' নামে পরিচিত নৌকার আকৃতির ভূতাত্ত্বিক গঠনটিকে

ঘিরে কয়েক দশকের রহস্যের মধ্যে এবার ভূগর্ভস্থ কাঠামো শনাক্ত করতে রাডার স্ক্যান, মাটির নমুনা সংগ্রহ ও কোর ড্রিলিংয়ের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করছেন গবেষকেরা। তুরস্কের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আনাদোলু ও দেশটির সংবাদমাধ্যম ডেইলি সাবাহর

প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। গবেষণায় তুরস্কের সিভাস জুমহুরিয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. জানকার আতিলার নেতৃত্বে একটি দল কাজ করছে। তাদের সঙ্গে রয়েছেন মার্কিন গবেষক --১৬ পৃষ্ঠায়

একজন গর্বিত মুসলিম হিসেবে গর্বিত শাবানা মাহমুদ

পোস্ট ডেস্ক :

যুক্তরাজ্যের লেবার পার্টির বার্ষিক সম্মেলনে এক আবেগঘন ও তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছেন দেশটির মুসলিম বংশোদ্ভূত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঝাফথনধর্দ গধযসডুডফ (শাবানা মাহমুদ)। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, তার ইসলাম ধর্মীয় বিশ্বাস ও পারিবারিক অভিবাসী প্রেক্ষাপট যুক্তরাজ্যের সমাজে নীতি, ন্যায়বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। --১৬ পৃষ্ঠায়



ভারতে '৬৫০ বছরের পুরোনো' শাহী মসজিদের অংশ ভাঙার নেপথ্যে কী?

পোস্ট ডেস্ক :

ভারতের মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে পাথর ছোড়া ও সংঘর্ষের ঘটনার পর কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনের মতো ছত্রি চকে অবস্থিত

শাহী মসজিদের একটি অংশ অপসারণের কাজ চলছে। ভারতীয় একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘটনাস্থল ঘিরে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে।

অঞ্চলটির জ্যেষ্ঠ প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও পুরো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছেন। আশপাশের বাজারগুলো বন্ধ রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ এলাকায় পতাকা মিছিলও

করেছে। উজ্জয়িনীর জেলা প্রশাসক রওশন কুমার সিং জানান, পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ এবং নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের শান্তি বজায়

রাখার পাশাপাশি গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। ২০২৮ সালের সিংহস্থ মেলায় আগে সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পের অংশ হিসেবে সোমবার --১৬ পৃষ্ঠায়

আল ইসলাহ- ব্রমলী বাই বো এর উদ্যোগে - গ্রেইটার লন্ডন ডিভিশনের নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যবৃন্দের সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত



গত ২৮/০৯/২৬ ইং তারিখ সোমবার পূর্ব লন্ডনের ব্রমলী বাই বো মসজিদে আনজুমায়ে আল ইসলাহ ইউকে, ব্রমলী বাই বো উদ্যোগে- গ্রেইটার লন্ডন ডিভিশনের নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যবৃন্দের সংবর্ধনা উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সংগঠনের প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুক্তার মিয়া সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারী আলহাজ্ব আব্দুল মান্নানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন গ্রেইটার লন্ডন ডিভিশনের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মাওলানা আব্দুল কাহহার। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন নবনির্বাচিত সহ সভাপতি মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও বক্তব্য রাখেন টাওয়ার

হ্যামলেটস এর সাবেক স্পিকার খালেস উদ্দিন আহমে ও কাউন্সিলর এ কে এম হেলাল। উপস্থিত ছিলেন বো ওয়েস্ট অর্গানাইজেশন মসজিদের খতীব মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সাদ, ব্রমলী বাই বো মসজিদের ইমাম হাফিজ মাওঃ লুৎফুর রহমান, টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার অর্গানাইজেশন এর সেক্রেটারী আমীর উদ্দিন, টাওয়ার হ্যামলেটস ব্রান্চের সহ সভাপতি মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ, সেক্রেটারি ক্বারী আব্দুল মুহিত, কমিউনিটি নেতা মনির আহমেদ, মশাহিদ আহমেদ, আক্তার হোসেন, মফিজ মিয়া, আং রউফ, ইমরুল প্রমুখ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- ক্বারী সজ্জাদ মিয়া, আবুল হাসান, ইছন মিয়া,

হাজী ইলিয়াছ সাজু, সাঈদ, আং কাদির, আং আজিজ, রাজু আহমেদ, আং রহমান, নাজিম উদ্দিন সহ এলাকার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। আল ইসলাহ ব্রমলী বাই বো এর পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হয় নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মাওলানা আব্দুল কাহহার, সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস, ট্রেনিং সেক্রেটারি কাউন্সিলর মাওলানা ফয়ছল আহমেদ, এডুকেশন সেক্রেটারি মাওলানা আবুল হাসান, ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি দেলওয়ার হোসেন, মেম্বারসীপ সেক্রেটারি মাওলানা সুফিয়ান বিল্লাহ, মেম্বার ক্বারী আং শহীদ। পরিশেষে দোয়া ও নৈশভোজের মাধ্যমে সভার কাজ সমাপ্ত করা হয়।

আনজুমায়ে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত : নতুন উদ্যমে কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার



আনজুমায়ে আল ইসলাহ ইউকে, মিডল্যান্ডস ডিভিশনের নবনির্বাচিত এক্সিকিউটিভ কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ইংরেজি, রবিবার সকাল ১১টায় বার্মিংহামের লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিডল্যান্ডস ডিভিশনের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খুরশিদ-উল হকের সভাপতিত্বে এবং জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দির পরিচালনায় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মিডল্যান্ডস ডিভিশনের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে দুইমাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়।

দায়িত্বশীলগণ নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্রের আলোকে বিভিন্ন প্রস্তাব, মতামত ও পরামর্শ তুলে ধরেন। সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও সম্প্রসারিত করা, নতুন সদস্য সংগ্রহ এবং বিভিন্ন এলাকায় সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার বিষয়েও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় বক্তারা আনজুমায়ে আল ইসলাহর আদর্শ ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঐক্য, আন্তরিকতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করার ওপর গুরুত্ব দেন এবং মিডল্যান্ডস অঞ্চলে সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল করতে সবাই নতুন উদ্যমে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা রফিক আহমেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা গুলজার

আহমেদ, জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা আখতার হোসাইন জাহেদ, ট্রেজারার নাজিমুর রহমান, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মাওলানা দুলাল আহমেদ, প্রেস অ্যান্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি হাফিজ শামিম আল মামুন রুমেল, এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল সেক্রেটারি মাওলানা নুরুল আমীন, ট্রেনিং অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট সেক্রেটারি মাওলানা বদরুল হক খান, ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি জয়নাল আবেদীন, মেম্বারশিপ সেক্রেটারি মাওলানা মোঃ আব্দুল মুনিম, এক্সিকিউটিভ মেম্বার মোহাম্মদ ওয়াহিদুল কবির, কারি আবুল খায়ের এবং মাওলানা মোস্তফা কামাল। সভার শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল সেক্রেটারি মাওলানা নুরুল আমীন।

বাংলাদেশ সেন্টারের উদ্যোগে পূর্ব লন্ডনে প্রবীণদের মিলনমেলা স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে সময়মতো ঘুম, হেলদি খাবার, ফাস্টিং ও ব্যায়ামের পরামর্শ

নিউজ প্রতিবেদন: যুক্তরাজ্যের ব্রিটিশ-বাংলাদেশ প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে পূর্ব লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ এভারগ্রীন কমিউনিটি- সিনিয়র সিটিজেন কর্মসূচি। বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডনের উদ্যোগে আয়োজিত এ বিশেষ আউটরিচ ইভেন্টে প্রবীণ নাগরিকরা পারস্পরিক গল্প ও অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি, সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপচারিতা, আড্ডা এবং মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন। ২৭ সেপ্টেম্বর রোববার পূর্ব লন্ডনের হারব্লেনস চিলড্রেন সেন্টারে দুপুরে

ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিকভাবে ফাস্টিং করার বিষয়েও তিনি গুরুত্ব দেন। চতুর্থত, নিয়মিত ব্যায়াম-বয়স বাড়লেও শারীরিক সক্ষমতা, চলাফেরার স্বাভাবিকতা ও স্বাধীনতা ধরে রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম ও শারীরিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন তিনি। বাংলাদেশ সেন্টারের ফার্স্ট ভাইস-চেয়ারম্যান দেলওয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম সম্পাদক

ব্যক্তির অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সেন্টারের হেলথ অ্যান্ড এন্ডারলি কেয়ার উপকমিটির আহ্বায়ক জামাল মিয়া এবং যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আব্দুল হাই অনুষ্ঠানে প্রবীণ নাগরিকদের স্বাগত জানান। আয়োজকরা বলেন, প্রবীণরা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত অংশ। তাদের জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, অবদান ও মূল্যবান পরামর্শ নতুন প্রজন্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। তাই প্রবীণরা যাতে একাকীত্ব অনুভব না করেন এবং



অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ইউসিএল কুইন স্কয়ার ইনস্টিটিউট অব নিউরোলজির অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. শাহজালাল সরকার। তিনি প্রবীণ নাগরিকদের সুস্থ

মোহাম্মাদ আমিনুল হক জিল্লুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ সেন্টারের ফার্স্ট ভাইস-চেয়ারম্যান দেলওয়ার হোসেন জানান, প্রবীণ নাগরিকদের মোবিলিটি, স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও স্বনির্ভরতা বজায় রাখার

সমাজের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আরও শক্তিশালী হয়, সেই লক্ষ্যেই এ ধরনের আয়োজন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া প্রবীণ নাগরিকরা আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তারা বলেন, এ ধরনের



ও স্বাভাবিক জীবনযাপন নিয়ে অনুপ্রেরণামূলক ও পরামর্শমূলক বক্তব্য দেন। ড. শাহজালাল সরকার তার বক্তব্যে প্রবীণদের হেলদি লাইফস্টাইল বজায় রাখতে চারটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন-প্রথমত, সময়মতো ঘুম-শরীর ও মস্তিষ্কে সুস্থ রাখতে পর্যাপ্ত ও নিয়মিত ঘুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, হেলদি খাবার-সুষম ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের মাধ্যমে শরীরকে সুস্থ রাখার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। তৃতীয়ত, ফাস্টিং বা নিয়ন্ত্রিত উপবাস-

পাশাপাশি তাদের সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করাই এ কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেন্টারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আসুক আহমেদ, আলহাজ্ব আব্দুল শফিক ও হারুন মিয়া উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশ সেন্টারের ভাইস-চেয়ারম্যান ড. ছানোওর চৌধুরী, চিফ ট্রেজারার সামছুল ইসলাম সেলিম, জামাল মিয়া, আব্দুল হাই, মামুন রশিদ, আহাদ সরোয়ার, কাউন্সিলর শাফি আহমেদ, কাউন্সিলর কামরুল হোসেন মুন্না এবং সাবেক কাউন্সিলর আহবাব হোসেনসহ কমিউনিটির প্রবীণ গণীজন ও বিশিষ্ট

মিলনমেলা তাদের মধ্যে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য তৈরি করে এবং দীর্ঘদিনের পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পাশাপাশি নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভবিষ্যতেও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে এ ধরনের মানবিক ও সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। অনুষ্ঠানের মূল বার্তা ছিল-বয়স বাড়লেও জীবন থেমে যায় না; সুস্থতা, সামাজিক যোগাযোগ ও আনন্দের মাধ্যমে প্রতিটি বয়সেই জীবনকে আরও সুন্দরভাবে উপভোগ করা সম্ভব।

||||| বাংলা পোস্ট পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন |||||

বার্মিংহামে নবগঠিত বার্মিংহাম মহানগর বিএনপি'র পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

ওবায়দুল কবীর খোকন (বার্মিংহাম)
যুক্তরাজ্য থেকে: যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামে নবগঠিত মহানগর বিএনপির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনকে আরও সুসংগঠিত, সক্রিয় ও গতিশীল করার লক্ষ্যে আয়োজিত এ সভায় দলটির

মাগফিরাত কামনা করা হয়। সভায় নবগঠিত কমিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে সিনিয়র সহ-সভাপতি রফিকুর রহমান রফু, সহ-সভাপতি মুজিবুর রহমান চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল কবির,

যুবদল নেতা আমিনুর রহমান শাহীন, বার্মিংহাম যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাসেল আহমেদ, ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস বিএনপি নেতা সৈয়দ মজনু মিয়া, পাখি মিয়া, এমরান হোসাইন, ইসলাম খান, সারওয়ার আহমদ,

সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সুরমান আহমদ জুয়েল, সাবেক সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মশিউর রহমান, সাবেক সহ-দপ্তর সম্পাদক আবুল লেইছসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।



বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। বার্মিংহাম মহানগর বিএনপির সভাপতি আবজার হোসেনের সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এম গুলজার আহমেদ ফয়সাল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সুজাতুর রেজা এবং সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাহিদ তালুকদার। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মহানগর বিএনপির সহ-সভাপতি মুজিবুর রহমান চৌধুরী। পরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির সাবেক চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার

সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান উদ্দিন লিটন এবং সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবরুল ইসলাম উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানে ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস বিএনপির আহ্বায়ক কাজী আব্দুর মিয়া, সংগঠনের সাবেক সভাপতি সৈয়দ জমশেদ আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খালিক, মৌলভীবাজার জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আয়েস আহমদ, ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আব্বাস মিয়া ও জালাল উদ্দিন আহমেদ, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আওলাদ হোসাইন এবং বার্মিংহাম যুবদলের সাবেক সভাপতি কয়সর আলী শাহীন বক্তব্য দেন। এ ছাড়া যুক্তরাজ্য যুবদলের সাবেক সাহিত্য সম্পাদক ও ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস

অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম ও সালিক মিয়া, বার্মিংহাম স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক গুলাম মোস্তফা লিমন, ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস যুবদল নেতা সৈয়দ রিয়াদ, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সফিকুল ইসলাম রাজা, বিলাল উদ্দিন, আবুল কাজ চৌধুরী, মিজানুর রহমান সুহেল, হোসাইন আহমেদ, মুর্শেদ আহমদ ও মনোয়ার হোসাইনসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিএনপি নেতা হেলাল আহমেদ, মাশুক মিয়া, অ্যাডভোকেট ওবায়দুল কবির খোকন, জুনেদ আহমেদ, মহিনুর রহমান সেহেল, সফিকুল ইসলাম আকিক এবং বার্মিংহাম সিটি যুবদলের সাবেক সহ-সভাপতি জহুরুল ইসলাম, সাবেক প্রচার সম্পাদক সাদিক আলী,

এ সময় বার্মিংহাম যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকর্মীরা ফুল দিয়ে নবগঠিত মহানগর বিএনপির নেতাদের শুভেচ্ছা জানান। বক্তারা বলেন, বার্মিংহাম সিটিতে বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করতে নেতাকর্মীদের মধ্যে সমন্বয়, পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্য প্রয়োজন। দলীয় কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের পাশাপাশি সংগঠনের তৃণমূল পর্যায়ের কার্যক্রম আরও জোরদার করার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন তারা। সভা থেকে নবগঠিত বার্মিংহাম মহানগর বিএনপির কার্যক্রমকে গতিশীল করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

নর্থাম্পটনশায়ার বিএনপির পাঁচ সদস্যের আংশিক কমিটি গঠন



এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম: দীর্ঘদিন পর যুক্তরাজ্যের নর্থাম্পটনশায়ারে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট আংশিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্য বিএনপির অনুমোদনের মাধ্যমে এ কমিটি গঠিত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। নতুন কমিটিতে আহাদুর রহমান সোহেলকে সভাপতি, হেকিম আলি মনসুরকে সিনিয়র সহ-সভাপতি, ইব্রাহিম আলীকে সাধারণ সম্পাদক (সেক্রেটারি), আব্দুল কাইয়ুমকে সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক এবং শফি উদ্দিনকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে। দীর্ঘ সময় পর নর্থাম্পটনশায়ার বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রমে নতুন নেতৃত্ব আসায় স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে। নতুন কমিটিকে ঘিরে ইতোমধ্যে নেতাকর্মীদের মধ্যে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড জোরদার করার আলোচনা শুরু হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, নর্থাম্পটনশায়ারে বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা, নেতাকর্মীদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং তৃণমূল পর্যায়ে দলকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যেই নতুন কমিটি দায়িত্ব পালন করবে। নতুন কমিটির সভাপতি আহাদুর রহমান সোহেল বলেন, দীর্ঘদিন পর

নর্থাম্পটনশায়ারে বিএনপির একটি সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করানো সম্ভব হয়েছে। দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম আলী বলেন, নতুন কমিটির মূল লক্ষ্য হবে নেতাকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় করে সংগঠনকে আরও সক্রিয় করা। নর্থাম্পটনশায়ারে বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রমকে একটি সুসংগঠিত কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে তারা কাজ করবেন। তিনি জানান, পাঁচ সদস্যের আংশিক কমিটির পর শিগগিরই নর্থাম্পটনশায়ার বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট নেতাকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। নেতাকর্মীরা বলছেন, দীর্ঘদিন পর নতুন কমিটি গঠনের ফলে নর্থাম্পটনশায়ারে বিএনপির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি আসার সুযোগ তৈরি হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের পর দলীয় কর্মসূচি, সভা-সমাবেশ ও সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হবে বলে তারা আশা করছেন। নতুন নেতৃত্ব নর্থাম্পটনশায়ারে বিএনপির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে কীভাবে এগিয়ে নেয় এবং পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের মাধ্যমে সংগঠনকে কীভাবে আরও বিস্তৃত করে-এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন স্থানীয় নেতাকর্মীরা।



A lot
of styles
from £15

All our frames include
standard single-vision lenses

Book an eye test
at [specsavers.co.uk](https://www.specsavers.co.uk)

A lot for a little
Specsavers

চট্টগ্রাম উৎসব ২০২৬: ঐতিহ্য-সংস্কৃতির পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্য ও কমিউনিটি ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম

শহিদুল ইসলাম, লন্ডন: চট্টগ্রামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গৌরব এবং ব্যবসা-বাণিজ্যকে যুক্তরাজ্যে ভুলে ধরার লক্ষ্যে আগামী ১ নভেম্বর ২০২৬, রবিবার, রমফোর্ডের মেফেয়ার হলে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'চট্টগ্রাম উৎসব ২০২৬'।

উৎসবকে সামনে রেখে গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায়, পূর্ব লন্ডনের নিউ রোডের তারা-তারের রেস্টুরেন্টে এক প্রেস ব্রিফিং ও সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সূজন বড়ুয়া, মোহাম্মদ আলী রেজা ও মো. মাসুদুর রহমানের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও কমিউনিটি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে আয়োজকদের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ আলী রেজা চট্টগ্রাম উৎসব ২০২৬-এর প্রেস রিলিজ পাঠ করে শোনান। এতে উৎসবের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।

আয়োজকরা জানান, চট্টগ্রাম উৎসব ২০২৬ কোনো একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়োজন নয়; এটি চট্টগ্রামবাসীর সম্মিলিত ঐতিহ্য, পরিচয় ও গৌরবের উৎসব। যুক্তরাজ্য ও ইউরোপে বসবাসরত চট্টগ্রামবাসীর মধ্যে উৎসবকে ঘিরে ইতোমধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে।

চট্টগ্রামের সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও



সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি তাদের সঙ্গে নিজ শিকড়ের সংযোগ আরও শক্তিশালী করাই উৎসবের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। একই সঙ্গে চট্টগ্রামের ব্যবসা-বাণিজ্য, উদ্যোক্তা ও পেশাজীবীদের জন্যও এ উৎসব একটি কার্যকর যোগাযোগ ও সহযোগিতার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। ভবিষ্যতে চট্টগ্রাম উৎসবকে আরও বৃহৎ পরিসরে, উন্মুক্ত মাঠে এবং আরও বেশি মানুষের অংশগ্রহণে আয়োজন করার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যবাহী উপাদান যথাযথ মর্যাদায় উৎসবের অংশ হিসেবে তুলে ধরার পরিকল্পনাও রয়েছে।

চট্টগ্রাম উৎসবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো যুক্তরাজ্যে কার্যরত বিভিন্ন



চট্টগ্রামভিত্তিক সংগঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটির বিভিন্ন অংশকে একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা। পারস্পরিক সহযোগিতা, মতবিনিময় ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ও ইতিবাচক কমিউনিটি গড়ে তোলার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন আয়োজকরা।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তারা বলেন, আয়োজক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, স্বেচ্ছাসেবক, সংগঠক কিংবা দর্শনার্থী যে ভূমিকাতেই থাকুন না কেন, সবার অংশগ্রহণই এ উদ্যোগ আরও সমৃদ্ধ হবে। তাই যুক্তরাজ্যের সকল চট্টগ্রামভিত্তিক সংগঠন, ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সমাজকর্মী, গণমাধ্যমকর্মী, তরুণ প্রজন্ম এবং সর্বস্তরের মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেন, আবুল মুনছুর শাহজাহান, আরশাদ মালেক, শওকাত মাহমুদ টিপু, কাউন্সিলর ফিরোজ গনি, ইঞ্জিনিয়ার মো. আলমগীর, সলিসিটর জাগির আলম, মোহাম্মাদ কায়সার, মনির মাহমুদ, সূজন বড়ুয়া, অনুপম দাদা, মোহাম্মদ আলী রেজা, মো. মাসুদুর রহমান, শওকাত ওসমান, রায়হান চৌধুরী টিটু, আনন্দ বড়ুয়া, এম. আলিম উল্লাহ রাহাত, মোরশেদ ইসলাম, মোহাম্মদ আসলাম, গিয়াস উদ্দিন, ওমর বাপ্পী, সোহেল ইসলাম, মোহাম্মদ রাব্বি উদ্দিন, ওমর গনি, সায়েদ রফিকুল ইসলাম, মো. সাজ্জাদ হোসেন সায়েম, আশিকুর রহমান, তানভীর, নাবিল রহমানসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিরা।

এ সময় গ্রেটার চট্টগ্রাম অ্যাসোসিয়েশন ইউকে, সন্ধ্যাপ সমিতি ইউকে, গ্রেটার ম্যানচেস্টার চট্টগ্রাম অ্যাসোসিয়েশন, গ্লোবাল চাটগাঁ সোসাইটি ইউকে, কল্লবাজার অ্যাসোসিয়েশন ইউকে, বকতিয়ার সোসাইটি ইউকে, সীতাকুণ্ড সমিতি, চট্টগ্রাম ক্লাব ইউকে, ব্রিটিশ বাংলাদেশি ফোরাম, সিলেট-চট্টগ্রাম ফ্রেন্ডশিপ ফাউন্ডেশন এবং চট্টগ্রাম কমিউনিটি কেন্দ্রসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলন শেষে চট্টগ্রাম উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত সকল সাংবাদিক, গণমাধ্যমকর্মী, অনলাইন নিউজ পোর্টালের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

আয়োজকদের প্রত্যাশা, সম্মিলিত উদ্যোগ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যের মাধ্যমে চট্টগ্রাম উৎসব ২০২৬ একটি মর্যাদাপূর্ণ, সর্বজনীন ও স্মরণীয় আয়োজনে পরিণত হবে।

সিলেটি গানে মডেলিং করে সোশাল মিডিয়ায় আলো ছড়াচ্ছেন শারমিন আহমেদ বিথী

সিলেটের মৌলভীবাজার থেকে লন্ডনের ব্যস্ত শহর। পথটা দীর্ঘ, কিন্তু স্বপ্নটা ছিল নিজের শিকড়কে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার। সেই স্বপ্নের গল্পই যেন লিখে চলেছেন শারমিন আহমেদ বিথী। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেই বদলে যায় দৃশ্যপট। কখনো সিলেটি গানের গল্পের নায়িকা, কখনো প্রাণবন্ত কনটেন্ট ক্রিয়েটর, আবার কখনো প্রবাসজীবনের নানা মুহূর্তকে ধারণ করা এক তরুণী বিভিন্ন রূপে নিজেকে তুলে ধরছেন বিথী।

যুক্তরাজ্যে বসবাস করেও নিজের শিকড়কে ভুলে যাননি তিনি। বরং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে হাতিয়ার করে সিলেটি গান, ভাষা ও সংস্কৃতিকে পৌঁছে দিতে চাইছেন বিশ্বের নানা প্রান্তে। সিলেটি গানের মিউজিক ভিডিওতে মডেলিং করে ইতোমধ্যে দর্শকদের নজর কেড়েছেন শারমিন বিথী। এখন পর্যন্ত প্রায় আটটি সিলেটি গানে মডেলিং করেছেন তিনি। এর মধ্যে 'আসমানের পরী' ও 'ডায়মন্ড রিং' তাঁকে এনে দিয়েছে বিশেষ পরিচিতি।

গানের দৃশ্য, পোশাক, অভিব্যক্তি কিংবা ক্যামেরার সামনে উপস্থিতি সব মিলিয়ে অল্প সময়েই দর্শকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে তাঁর নিজস্ব একটি পরিচিতি।

আরও কয়েকটি নতুন গান রয়েছে প্রকাশের অপেক্ষায়। 'রাজকন্যা', 'মনের জ্বালা' ও 'তুমি সুখী হও' এই গানগুলোও শিগগিরই প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে। ফলে সামনের দিনগুলোতে সিলেটি মিউজিকের পর্দায় বিথীর উপস্থিতি আরও বাড়বে বলেই

জায়গায় সহযোগিতা ও উৎসাহ দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বিলেতে বসবাস করলেও বিথীর হৃদয়ে সিলেটের টানটা স্পষ্ট। আর সেই টান থেকেই তাঁর স্বপ্ন-সিলেটি গানকে আরও বড় পরিসরে তুলে ধরা। বাংলাদেশের বাইরে বসে সিলেটি গান নিয়ে কাজ করার একটি আলাদা তাৎপর্য রয়েছে তাঁর কাছে। কারণ প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমেই নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হচ্ছে। বিথী সেই জায়গাটিকেই কাজে লাগাতে চান।

তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেন হয়ে উঠেছে দুই পৃথিবীর মধ্যে একটি সেতু-এক পাশে সিলেটের মাটির গন্ধ, অন্য পাশে লন্ডনের বহুজাতিক শহর। আর সেই সেতু দিয়েই সিলেটি গান ও সংস্কৃতিকে আরও দূরে নিয়ে যেতে চান তিনি।

মডেলিং দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও বিথীর স্বপ্ন শুধু মিউজিক ভিডিওতে সীমাবদ্ধ নয়। কনটেন্ট ক্রিয়েশনের মাধ্যমে নিজের একটি স্বতন্ত্র প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে চান তিনি। তাঁর কাজের মধ্যে যেমন রয়েছে বিনোদন, তেমনি রয়েছে প্রবাসজীবনের নানা গল্প। আর সেই গল্প বলার ভাষা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।

আজকের দিনে একজন কনটেন্ট ক্রিয়েটরের জনপ্রিয়তা শুধু ক্যামেরার সামনে ভালো দেখানোর ওপর নির্ভর করে না; দর্শকের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করাটাই হয়ে উঠেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিথীও



আশা করছেন তাঁর অনুসারীরা। মিউজিক ভিডিওর পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বেশ সক্রিয় শারমিন বিথী। টিকটক, ফেসবুক ও ইউটিউবে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে নিয়মিত কনটেন্ট তৈরি করছেন তিনি।

তাঁর একটি ভিডিও-‘আশা করছি লন্ডন যাবো স্টুডেন্ট ভিসায়’-ইতোমধ্যে ৩ মিলিয়নেরও বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর অনুসারীর সংখ্যাও প্রায় পাঁচ লাখের বেশি বলে জানা যায়।

এই জনপ্রিয়তা শুধু সংখ্যার হিসাবেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রবাসী বাঙালি দর্শকদের পাশাপাশি দেশের দর্শকরাও তাঁর কনটেন্টে নিজের পরিচিত জীবন, সংস্কৃতি ও গল্পের ছায়া খুঁজে পান। শারমিন বিথীর গল্পের শুরু মৌলভীবাজার শহরে। সেখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা এবং পড়াশোনা। শহরের একটি বেসরকারি স্কুলে পড়াশোনা শেষ করে জীবনের নতুন অধ্যায়ে পাড়ি দেন যুক্তরাজ্যে।

বিয়ের পর প্রবাসজীবনে প্রবেশ করলেও নিজের সৃজনশীল সত্তাকে খামিয়ে রাখেননি। বরং নতুন পরিবেশে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেন। তাঁর এই পথচলার স্বামী এ কে এম রেদওয়ান ঘোরী-র অনুপ্রেরণাও রয়েছে।

লন্ডনেও নিজের বিভিন্ন গানের মডেলিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। নবীগঞ্জের বাসিন্দা রেদওয়ান দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই গান ও মডেলিংয়ের প্রতি আগ্রহ থাকায় একে অপরের কাজের

সেই সংযোগের জায়গাটিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।

শারমিন আহমেদ বিথীর গল্প এখনও চলমান। সামনে রয়েছে নতুন গান, নতুন মিউজিক ভিডিও, নতুন কনটেন্ট এবং আরও বড় পরিসরে কাজ করার পরিকল্পনা।

মৌলভীবাজারের পরিচিত শহর থেকে যুক্তরাজ্যের প্রবাসজীবন এরপর সিলেটি গানের মডেলিং ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের জায়গা করে নেওয়া। পথচলাটা হয়তো খুব দীর্ঘ নয়, কিন্তু এর মধ্যেই তৈরি হয়েছে একটি আলাদা পরিচয়।

বিথীর স্বপ্ন এখন আরও বড় নিজের পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে সিলেটি গানকে পৌঁছে দেওয়া বিশ্বের নানা প্রান্তে। হয়তো একদিন লন্ডনের কোনো ব্যস্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন কোনো সিলেটি গান বেজে উঠবে, তখন সেই সুরের সঙ্গে ভেসে আসবে সিলেটের মাটির গন্ধ। আর সেই গল্পের কোনো এক ফ্রেমে দেখা যাবে মৌলভীবাজারের সেই মেয়েটিকে, শারমিন আহমেদ বিথীকে।

সোশাল মিডিয়া লিংক :

https://www.facebook.com/sharminahmedofficial?si=FHRHDi9oAKx5_Qs0

https://www.tiktok.com/@sharminahmed1998?_r=1&t=ZG-9A5YIPiMrZ



Al-Mustafa Welfare Trust
Charity Number: 1118492

আপনি যদি আপনার নিজের এলাকায় একটি ক্যাম্পের জন্য দান করতে চান

তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

If you wish to donate for a camp in your chosen area please contact us

Call: +44 (0)20 8569 6444
Visit: www.almustafatrust.org



প্রবাসীদের দাবি-দাওয়া আদায়ে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের জোরালো ভূমিকার অঙ্গীকার

১১ অক্টোবর এর কেন্দ্রীয় জাতীয় সম্মেলন সফল করার আহ্বান



আগামী ১১ অক্টোবর দুপুর ২ ঘটিকায় লন্ডনের দ্য অ্যাট্রিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় জাতীয় সম্মেলন ২০২৬। সিলেটবাসীর এই উৎসবকে সফল করতে সংগঠন এর কেন্দ্রীয় কমিটির চূড়ান্ত প্রস্তুতি সভা গতকাল মঙ্গলবার

সংগঠনের প্রেট্রন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত এম হোসেইন, ও বিশেষ অতিথি হিসেবে অপর প্রেট্রন সিনিয়র সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী উপস্থিত থেকে দিকনির্দেশনা মূলক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। সিলেটি উৎসব তথা সম্মেলনকে সফল করতে সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ

কালাম আজাদ, আব্দুল মুকিত, আলি হোসেন, শেখ মিজানুর রহমান, বদরুল হক মনসুর, ও আহাদ আলী গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। সভার শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মুফতি সৈয়দ মাহমুদ আলী লংলী। সভায় খসড়া সংবিধান অনুমোদন,



(২৯ শে সেপ্টেম্বর) বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে আগত রিজিওনাল ও শাখার নেতৃবৃন্দের সতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সেন্ট্রাল লন্ডনে বারাকায় গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনর কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর সভাপতিত্বে এবং কো-কনভেনর মসুদ আহমদ ও অর্থ সচিব আসরাফ মিয়ার যৌথ পরিচালনায় সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে

প্রদান করেন সংগঠন এর সাউথ ইষ্ট এর কনভেনর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হারুনুর রশিদ, সদস্য সচিব তাজুল ইসলাম, সাবেক মেয়র ফুলজার আহমেদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নুরুল ইসলাম, কবি নুরজাহান শিল্পী, শাহ শাফী, সৈয়দ তানজম সুয়েব, আব্দুর রহিম রনজু, সৈয়দ কাহের, আহমেদ সাদিক, মুক্তার আলী, সৈয়দ সায়েম করিম, আব্দুস বাছিত রাফি, গিয়াস উদ্দিন, আব্দুল মুহিত, ইসলাম উদ্দিন, আব্দুল মালিক, আবুল

নির্বাচন কমিশন গঠন ও রিজিওনাল প্রতিনিধি এবং ভোটিং ডেলিগেটস এর তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়েছে। সভার সভাপতি কেন্দ্রীয় কনভেনর মোহাম্মদ মকিস মনসুর প্রবাসে সিলেটবাসীর উন্নয়ন, পারস্পরিক সম্পর্কের এক্য সুদৃঢ় করা ও প্রবাসীদের দাবি দাওয়ার ক্যাম্পেইনে সংগঠনকে এগিয়ে নিতে গ্রেটার সিলেটবাসীর সম্মেলনে সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন।

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের সফর কর্মসূচি শুরু: বার্মিংহাম ব্রাঞ্চের সাথে মতবিনিময়



সংগঠনের কার্যক্রম বেগবান করতে দায়িত্বশীলদের প্রতি আহ্বান আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে মিডল্যান্ডস ডিভিশনের দুইমাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে ব্রাঞ্চসমূহ সফর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, রবিবার বেলা ২ ঘটিকায় সংগঠনের বার্মিংহাম ব্রাঞ্চের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্রাঞ্চের কার্যক্রম আরো গতিশীল ও বেগবান করার জন্য দায়িত্বশীলদের

প্রতি আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। ব্রাঞ্চ সভাপতি মাওলানা বদরুল হক খানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি হাফিজ শামীম আল মামুন রুমেলের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিডল্যান্ডস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ খুরশিদ-উল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিডল্যান্ডস ডিভিশনের সহ সভাপতি মাওলানা রফিক আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ হুসাম উদ্দিন আল-হুমায়দী ও মেম্বারশিপ

সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল মুনিম। শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফিজ আবুল হোসাইন। এতে উপস্থিত ছিলেন বার্মিংহাম ব্রাঞ্চের সহ সভাপতি আব্দুল গফুর, ট্রেজারার সাহাব উদ্দিন, জয়েন্ট ট্রেজারার মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ, ট্রেনিং অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট সেক্রেটারি আসাদুর রহমান, নির্বাহী সদস্য হাজী আব্দুল বাহার, আমিনুর রহমান, হাজী তেরা মিয়া ও হাজী মাসুক মিয়া প্রমুখ।

অক্সফোর্ডের অ্যাশমোলিয়ানে বাংলাদেশি শিল্পের নতুন অধ্যায় সামদানি আর্ট ফাউন্ডেশনের সঙ্গে ঐতিহাসিক অংশীদারিত্ব

বাংলাদেশের সমসাময়িক শিল্প ও শিল্পীদের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরও শক্তিশালীভাবে তুলে ধরতে ঐতিহাসিক অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম, অক্সফোর্ড এবং সামদানি আর্ট ফাউন্ডেশন নতুন এক অংশীদারিত্বে যুক্ত হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি (BBC) - এর এক প্রতিবেদনে এই উদ্যোগের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন পাবলিক মিউজিয়াম। ১৬৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি জনসাধারণের জন্য বিনামূল্যে উন্মুক্ত বিশ্বের প্রথম পাবলিক মিউজিয়াম হিসেবে পরিচিত। নতুন অংশীদারিত্বের আওতায় বাংলাদেশি সমসাময়িক শিল্পকে আন্তর্জাতিক দর্শক ও গবেষকদের সামনে তুলে ধরার পাশাপাশি মিউজিয়ামটির সংগ্রহে বাংলাদেশি শিল্পকর্ম যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো - প্রতি বছর একজন বাংলাদেশি শিল্পীকে অক্সফোর্ডে আমন্ত্রণ জানানো। এর মাধ্যমে শিল্পীরা অ্যাশমোলিয়ানের বিশাল সংগ্রহ, গবেষণা ও আর্কাইভের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি নিজেদের শিল্পচর্চাকে নতুন আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরার সুযোগ পাবেন। এই উদ্যোগের প্রথম শিল্পী হিসেবে অক্সফোর্ডে আমন্ত্রণ পেয়েছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলোকচিত্রী নুনেম ওয়াসিফ।

বাংলাদেশের ইতিহাস, সমাজ ও ঔপনিবেশিক অতীত তাঁর শিল্পকর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অ্যাশমোলিয়ানে অবস্থানকালে মিউজিয়ামের ঐতিহাসিক সংগ্রহ ও আর্কাইভের সঙ্গে নিজের শিল্পকর্মের সম্পর্ক অনুসন্ধানের সুযোগ পাচ্ছেন তিনি। বিবিসি (BBC) -এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অ্যাশমোলিয়ানে বাংলাদেশের সমসাময়িক শিল্পের একটি বিশেষ সংগ্রহ গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে। অ্যাশমোলিয়ানের দক্ষিণ এশিয়া ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিল্প সংগ্রহ ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য। নতুন এই উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশের আধুনিক ও সমসাময়িক শিল্পের প্রতিনিধিত্ব আরও বিস্তৃত হবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন।



২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত সামদানি আর্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। শিল্পী, কিউরেটর, লেখক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিভিন্ন সহযোগিতামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমসাময়িক শিল্পকে বিশ্বদর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়াই প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম লক্ষ্য। ফাউন্ডেশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট নাদিয়া সামদানি এই অংশীদারিত্বকে বাংলাদেশ ও বিশ্বের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সেতু হিসেবে দেখছেন।

বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের শিল্প

বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাকেন্দ্র অক্সফোর্ডে বাংলাদেশি শিল্পীদের জন্য এমন একটি দীর্ঘমেয়াদি সুযোগ তৈরি হওয়াকে বাংলাদেশের শিল্পঙ্গনের আন্তর্জাতিক যাত্রায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বিপুল বাংলাদেশি প্রবাসী সম্প্রদায়ের জন্যও এই উদ্যোগ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের শিল্প, ইতিহাস ও সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহ ও গবেষণার অংশ হয়ে উঠলে



প্রবাসী নতুন প্রজন্মের কাছেও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় আরও দৃশ্যমান হবে। অ্যাশমোলিয়ান-সামদানি অংশীদারিত্ব তাই শুধু একটি শিল্প প্রকল্প নয়; এটি বাংলাদেশি শিল্প ও সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক পরিসরে আরও স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার একটি নতুন সুযোগ তৈরি করছে।

সূত্র: BBC News

টাওয়ার হ্যামলেটসে ক্যান্সার রোগীদের সহায়তায় ম্যাকমিলান কফি মর্নিং

লন্ডন, ২৫ সেপ্টেম্বর: ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের সহায়তায় অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসের উদ্যোগে একটি মানবিক তহবিল সংগ্রহ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) কাউন্সিলের ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের টবিলেন ডিপোতে এ উপলক্ষে ম্যাকমিলান কফি মর্নিং আয়োজন করা হয়। আয়োজনের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ ক্যান্সার সহায়তাকারী দাতব্য সংস্থা ম্যাকমিলান ক্যান্সার সাপোর্টে প্রদান করা হয়েছে। ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র স্টাফ ক্রিস্টিন লং এ মানবিক কর্মসূচির আয়োজন করেন। কফি মর্নিংয়ে বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং নিজেদের ঘরে তৈরি বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার নিয়ে আসেন। এসব খাবার সহকর্মীদের মধ্যে পরিবেশনের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা হয়। অনুষ্ঠানে টবিলেনের লাইন ম্যানেজার সিবা খানমসহ ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র ও জুনিয়র পর্যায়ের বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশ নেন। তাঁরা নিজেদের ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের সহায়তায় এই মানবিক উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেন। আয়োজক ক্রিস্টিন লং বলেন, সহকর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের কারণে কর্মসূচিটি সফল হয়েছে।



তিনি এ মানবিক উদ্যোগে অংশ নেওয়া এবং সহযোগিতা করার জন্য ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা বলেন, ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী ও তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো সমাজের সবার নৈতিক দায়িত্ব। এ ধরনের উদ্যোগ মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ আরও বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ম্যাকমিলান ক্যান্সার সাপোর্টের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী ও তাঁদের পরিবারকে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদানে ব্যবহৃত হবে।

নর্থাম্পটনশায়ার বিএনপিতে নতুন নেতৃত্ব দীর্ঘদিন পর ৫ সদস্যের আংশিক কমিটি, সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদারের প্রত্যয়

দীর্ঘদিনের বিরতির পর যুক্তরাজ্যের নর্থাম্পটনশায়ারে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির পাঁচ সদস্যের আংশিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন নেতৃত্বকে ঘিরে নেতাকর্মীদের মধ্যে গুরু হয়েছে সাংগঠনিক তৎপরতা। দলকে আরও সুসংগঠিত, শক্তিশালী ও গতিশীল করার প্রত্যয় জানিয়েছেন নবনির্বাচিত নেতারা।

সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম আলীর পরিচালনায় সভায় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। সভায় নতুন নেতৃত্বের সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়। নেতারা বলেন, নর্থাম্পটনশায়ারে দলের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী করতে

সালাম এবং যুক্তরাজ্য বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক তৈয়বুর রহমান হুমায়ুনসহ অন্যরা। বক্তারা নতুন কমিটির মাধ্যমে নর্থাম্পটনশায়ারে দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। দীর্ঘদিন পর নতুন নেতৃত্ব আসায় নেতাকর্মীদের মধ্যেও উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। সভা শেষে নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে ফুল



নতুন কমিটিতে সভাপতি আহাদুর রহমান সুহেল, সিনিয়র সহসভাপতি হেকিম আলি মনসুর, সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম আলি, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম এবং সাংগঠনিক সম্পাদক সফি উদ্দিন দায়িত্ব পেয়েছেন। নতুন কমিটি ঘোষণার পর সোমবার রাতে নর্থাম্পটন এনবি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় মতবিনিময় সভা। নবনির্বাচিত সভাপতি আহাদুর রহমান সুহেলের

ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। একই সঙ্গে নেতাকর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন নবনির্বাচিত সিনিয়র সহসভাপতি হেকিম আলি মনসুর, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম, সাংগঠনিক সম্পাদক সফি উদ্দিন, সাবেক সভাপতি হাজী হারুন আলী, সাবেক সহসভাপতি সফিক আলী, শাহ মোস্তাক আহমদ, আব্দুস

দিয়ে শুভেচ্ছা জানান নর্থাম্পটন অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সলিসিটর জাবির মিয়া জেপি এবং ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর এনামুল হক। নতুন কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে নর্থাম্পটনশায়ারে বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রম নতুন করে গতি পাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন উপস্থিত নেতাকর্মীরা।

লন্ডনে আন্তঃ কুলাউড়া উপজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২৬ পৌরসভা চ্যাম্পিয়ন, ভাটেরা রানার্স আপ



খেলাধুলার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ভ্রাতৃত্ব সর্বোপরি প্রবাসে বেড়ে উঠা কুলাউড়ার প্রবাসী নতুন প্রজন্মের সাথে অগ্রজদের এক সম্মিলনের প্রত্যয়ে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে কুলাউড়া স্পোর্টিং ক্লাব ইউকে-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে আন্তঃ কুলাউড়া উপজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২৬। কুলাউড়া উপজেলার পৌরসভাসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের মোট ১১টি ফুটবল

অনুষ্ঠানে কুলাউড়া আন্তঃ উপজেলা ফুটবল পরিচালনা কমিটির অন্যতম সদস্য রুহুল আমিনের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন জুবৈদ চৌধুরী ফুটবল একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও কুলাউড়া আন্তঃ উপজেলা ফুটবল পরিচালনা কমিটির অন্যতম সদস্য এমদাদুল মান্নান তারহাম। এতে কুলাউড়াবাসী হিসেবে অতিথি থেকে পুরস্কার বিতরণীতে অংশ নেন টাওয়ার

চৌধুরী ফাহিম, ভাটেরার সাইফুর রহমান রবিন, শাহ মতলিব, জুবায়ের সিদ্দিক সেলিম, সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম, সফিকুর রহমান লিমন, কুলাউড়া পৌরসভার শফি আহমেদ দিনার, মুহীন আলম, এবাদুর রহমান, রুহন উদ্দিন, পাপলু আহমেদ, মাহবুবুর রহমান ইমন, হাবিবুর রহমান চৌধুরী নওশাদ, ভূকশীমইলের ফারুক আহমেদ, ইসলাম উদ্দিন, ফজলু



দল নিয়ে গত ২০ সেপ্টেম্বর পূর্ব লন্ডনের স্টেপনি গ্রীন অ্যাথ্লেটিক মাঠে দিনব্যাপি অনুষ্ঠিত এই ফুটবল প্রতিযোগিতা উপভোগ করতে দল-মত নির্বিশেষে প্রবাসী বিপুল সংখ্যক কুলাউড়াবাসীরা মাঠে উপস্থিত হোন। এর মধ্যে বিভিন্ন ইউনিয়ন ও পৌরসভার সমর্থকরা নিজ নিজ দলের সমর্থনে বর্ণিল জার্সি পরিধান করে মাঠে এসে খেলোয়াড়দের উজ্জীবিত করেন। উৎসবমুখর এই আয়োজনে লন্ডন ছাড়াও বার্মিংহাম ম্যানচেস্টার কার্ডিফ লিভারপুল লুটনসহ ব্রিটেনের বিভিন্ন শহর থেকে কুলাউড়া প্রবাসীরা ছুটে আসেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই প্রতিযোগিতায় নবীন প্রবীণদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিটি দল তাদের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করলেও চূড়ান্ত খেলায় কুলাউড়া

হেমলেটের সাবেক স্পীকার কাউন্সিলর সাবিনা আক্তার, নিউহাম কাউন্সিলের সাবেক স্পীকার কাউন্সিলর রহিমা বেগম, কুলাউড়ার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান এ কে এম শফি আহমেদ সলমান, বাংলা কাগজের নির্বাহী সম্পাদক রিয়াদ আহাদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রেজাউল হায়দার রাজু, কুলাউড়া ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েন ইউকের সাবেক সভাপতি শরীফজামান চৌধুরী তপন, কুলাউড়া ফুটবল খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শামস উদ্দিন জামাল, সাবেক সভাপতি সাহেদ উদ্দিন চৌধুরী ও আহবাব হোসেন খান বাপ্পি, কুলাউড়া আন্তঃ উপজেলা ফুটবল পরিচালনা কমিটির সদস্য মকসুদ হোসেন, আলতাফ হোসেন, সৈয়দ ফয়জুল

আহমেদ, আব্দুল আহাদ, জালাল আহমেদ, রাউংগাউয়ের আব্দুল করিম নিপু, সদরুল হোসেন, পৃথিমপাশার নবাব আলী নিগুন খান, বাবলু চৌধুরী, কর্মধার জহরুল ইসলাম রাসেল, জামিল আহমেদ, পারভেজ আহমেদ, রুহান রহমান, বরমচালের তাজুল ইসলাম, লাকী হোসেন, রাজু আহমেদ, শরীফপুরের সরওয়ার আহমেদ, ব্রাহ্মন বাজারের আজাদুর রহমান, আব্দুল মুকিত বাবর, সাইদুর রহমান, নাজমুল হোসেন কুলাউড়া সদর ইউনিয়নের সাইফুল ইসলাম খান, জয়নাল আহমেদ প্রমূখ। উল্লেখ্য আন্তঃ কুলাউড়া উপজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০২৬ পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলো রিমঝিম রেস্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী শওকত



পৌরসভা ১-০ গোলের ব্যবধানে ভাটেরা ইউনিয়নকে পরাজিত করে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত আন্তঃ কুলাউড়া উপজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতা - ২০২৬ এ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সেমিফাইনালে ভাটেরা ইউনিয়ন ট্রাইবেকারে বরমচাল ইউনিয়নকে আর কুলাউড়া পৌরসভা জয়চন্ডি ইউনিয়নকে পরাজিত করে ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়। খেলা শেষে বিকেলে পুরস্কার বিতরণী

ইসলাম, লাকি আহমদ, সুয়েব আহমেদ, মিজানুর রহমান রমান, নজরুল ইসলাম প্রমূখ। এছাড়া ফুটবল প্রতিযোগিতা উপভোগ করতে কুলাউড়া পৌরসভা ও বিভিন্ন ইউনিয়নবাসীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাদিপরের ডঃ সাইফুল আলম চৌধুরী, মিজানুর রহমান নোমান, ইমরান শাফি রুমেলা, নজরুল ইসলাম, জয়চন্ডির অধ্যাপক কমর উদ্দিন জামাল, ইমরান আহমেদ, সেলিম উদ্দিন, রুমান আহমেদ, অলিউর রহমান

হোসেন ও মাইলষ্টোন জুয়েলারির স্বত্বাধিকারী ইমরান শাফি রুমেলা। আর অংশগ্রহনকারী দলগুলো হলো কুলাউড়া পৌরসভা, বরমচাল ইউনিয়ন, ভূকশীমইল ইউনিয়ন, কাদিপুর ইউনিয়ন, জয়চন্ডি ইউনিয়ন, কর্মধা ইউনিয়ন, ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়ন ও পৃথিমপাশা ইউনিয়ন। প্রতিযোগিতায় সেরা খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ গোলদাতার গৌরব অর্জন করেন কুলাউড়া পৌরসভার আল আমিন নাসিম।

FUNDING SUCCESS

NEED MONEY FOR YOUR BUSINESS ?

Get Your Business Funding Today

- ✓ No Personal Security
- ✓ Working capital for business owners only.
- ✓ Only bank statement needed!
- ✓ Easy and fast approval within 24 hours or less.
- ✓ Free Early Payoff

Your application is complete

✓ The signed documents have been reviewed and financing has been approved

[Review the details of your application](#)

Funding amount	£100,000.00
Total to repay	£110,000.00
Repayment	20% of daily sales

Proof Screenshot

M: 07903 766 622
E: anwarkhan66622@icloud.com
E: anwarkhanlondon1993@gmail.com

@anwarkhan

Anwar Khan
Director of Finance

YOU LEND
Business Funding

Suite 3, Rodding House Cambridge Road, Barking IG11 8NL

যুক্তরাজ্যে পালিত হলো ১১তম ‘ভিজিট মাই মস্ক’ : বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীর পদচারণায় প্রাণবন্ত ও মুখর ছিলো ইস্ট লন্ডন মসজিদ

লন্ডন, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬: বিপুলসংখ্যক অমুসলিমের অংশগ্রহণে যুক্তরাজ্যে পালিত হয়েছে ১১তম ‘ভিজিট মাই মস্ক’ ডে। বিশেষ এই দিবস উপলক্ষে দেশজুড়ে ১১৫টি মসজিদ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। সারাদিনই অমুসলিম দর্শনার্থীরা মসজিদগুলোতে আসতে থাকেন। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের পদচারণায় মসজিদগুলো হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত ও মুখর।



দর্শনার্থীরা মসজিদ ঘুরে দেখার পাশাপাশি ইসলাম, মুসলমানদের জীবনধারা, নামাজ, অজু এবং মসজিদের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পারেন। অনেকেই জীবনে প্রথমবারের মতো মসজিদে প্রবেশের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং দিনশেষে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা নিয়ে ফিরে যান।

ইস্ট লন্ডন মসজিদে দিনব্যাপী আয়োজন ‘ভিজিট মাই মস্ক’ ডে উপলক্ষে যুক্তরাজ্যের অন্যতম বৃহৎ ইসলামিক প্রতিষ্ঠান ইস্ট লন্ডন মস্ক অ্যান্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টারও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নারী-পুরুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। লন্ডন মুসলিম সেন্টারের প্রবেশপথে অতিথিদের স্বাগত জানানো হয়। এরপর ছোট ছোট দলে ভাগ করে তাদের মসজিদের বিভিন্ন বিভাগ ও কার্যক্রম ঘুরিয়ে দেখানো হয়। মুসলমানরা নামাজের আগে কীভাবে অজু করেন, কীভাবে নামাজ আদায় করেন-এসব তারা প্রত্যক্ষ করেন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে লন্ডন মুসলিম সেন্টারের বারাকা খান গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয় দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এতে বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মস্ক অ্যান্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টারের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ, সিইও জুনায়েদ আহমদ, মারিয়াম সেন্টারের ম্যানেজার সুফিয়া আলম এবং নন-মুসলিম এনগেইজমেন্ট অফিসার শালিমা উদ্দিন মালিক। শেষ দিকে এসে যোগদেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার মাইয়ুম মিয়া তালুকদার। উদ্বোধনী পর্বে বিপুলসংখ্যক অমুসলিম দর্শনার্থী অংশগ্রহণ করেন।

‘পারম্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য’ মসজিদের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ বলেন, এই আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কমিউনিটিতে বিভিন্ন ধর্মের বহু মানুষ বসবাস করেন, যাদের অনেকেই কোনোদিনও মসজিদে আসেননি। তিনি বলেন, “আজ তাদের জন্য চা-

নাস্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তারা মসজিদের বিভিন্ন সেবা ও কার্যক্রম দেখছেন, কথা বলছেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছেন। এর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি হবে এবং আমরা সেই সম্পর্ককে আরো এগিয়ে নিতে চাই। ভবিষ্যতে তাদের অন্যান্য অনুষ্ঠানেও আমন্ত্রণ জানানো হবে।” তিনি আরও বলেন, “আমরা মনে করি, কমিউনিটির মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও কথাবার্তা হলে পারস্পরিক

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র মাইয়ুম মিয়া তালুকদার বলেন, এবারের ‘ভিজিট মাই মস্ক’ কর্মসূচির প্রতিপাদ্য হলো ‘ট্যাকেলিং মিসকনসেপশন’, অর্থাৎ ইসলাম, মুসলমান ও মসজিদ সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা মোকাবেলা করা। বর্তমান সময়ে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, “ভুল ধারণা দূর করার এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। আজকের ‘ভিজিট মাই মস্ক’ কর্মসূচির

‘মসজিদের পাশেই থাকি, কিন্তু কোনোদিন ভেতরে আসিনি’ একজন অমুসলিম নারী দর্শনার্থী জানান, তিনি মসজিদের পাশেই থাকেন, কিন্তু এর আগে কখনো ভেতরে প্রবেশ করেননি। ‘ভিজিট মাই মস্ক’ কর্মসূচির কারণেই প্রথমবার মসজিদে আসার সুযোগ হয়েছে। ক্যাথলিক খ্রিস্টান এই নারী বলেন, “আমি প্রায়ই দেখি মানুষ মসজিদে ঢুকছে এবং বের হচ্ছে। আমার মনে প্রশ্ন জাগত-এখানে আসলে কী হয়? শুধু একটি ভবন হিসেবে নয়, এত বড় একটি প্রতিষ্ঠান কীভাবে পরিচালিত হয় এবং কী কী সেবা দেওয়া হয়, সেগুলো জানার আগ্রহ ছিল। আজ এসে দেখে খুব ভালো লেগেছে।” মসজিদ পরিদর্শনের কোন বিষয়টি সবচেয়ে ভালো লেগেছে-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “অজুর বিষয়টি আমার কাছে বিশেষভাবে ভালো লেগেছে। বিষয়টি এমন নয় যে কেউ মসজিদে এসে সরাসরি নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাজের আগে অজুর মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিতে হয়। এরপর নামাজের দৃশ্যটিও আমার খুব ভালো লেগেছে।”

এখানে এতো কিছু হয় না এলে জানতামনা আরেকজন পুরুষ দর্শনার্থী বলেন, তিনিও জীবনে প্রথমবার মসজিদে এসেছেন। তিনি পূর্ব লন্ডনের মাইল এন্ড এলাকায় মুসলিম কমিউনিটির মধ্যেই বসবাস করেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ তার

বোবাপড়া ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। আমরা যে দেশে বসবাস করি, এখানে অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং ভালোবাসা ও সৌহারদের সঙ্গে বসবাস করা আমাদের দীন দায়িত্ব।”

মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এতে অমুসলিম দর্শনার্থীদের অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলেছে এবং তাদের বিভিন্ন ভুল ধারণাও পরিষ্কার হয়েছে। এ ধরনের আয়োজন পারস্পরিক বোবাপড়া, সম্প্রীতি ও সুসম্পর্ক বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ



‘ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করার সুযোগ’ ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিইও জুনায়েদ আহমদ বলেন, যুক্তরাজ্যে ইসলামবিদ্বেষ বাড়ছে এবং ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের মধ্যে নানা ভুল ধারণা তৈরি হচ্ছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, “দর্শনার্থীরা মুসলিমদের জীবনধারা নিজেদের চোখে দেখতে পারছেন। তারা মসজিদের কর্মকর্তা, স্বেচ্ছাসেবক এবং মুসল্লিদের সঙ্গে কথা বলছেন, প্রশ্ন করছেন এবং বিভিন্ন কার্যক্রম দেখছেন। এভাবেই তারা ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারছেন।” তিনি আরও বলেন, এ বছর শতাধিক অমুসলিম ভিজিট মাই মস্ক ডেতে মসজিদে আসার জন্য নাম নিবন্ধন করেছেন। তবে ইস্ট লন্ডন মসজিদ সারা বছরই দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকে। নিয়মিত স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন ট্যুর গ্রুপ মসজিদ পরিদর্শনে আসে।

এ ধরনের আয়োজন সুসম্পর্ক বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে

ভূমিকা রাখে।” মৌচাক ছিলো দর্শনার্থীদের বিশেষ আকর্ষণ ইস্ট লন্ডন মসজিদের নন-মুসলিম এনগেইজমেন্ট অফিসার শালিমা উদ্দিন মালিক বলেন, তিনি বিভিন্ন গ্রুপকে মসজিদ ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। তিনি বলেন, “দর্শনার্থীদের আমরা মসজিদের মিহরাব, মিম্বর, ইমাম কোথায় দাঁড়ান, কোথায় অজু করা হয়, মুসলমানরা কীভাবে নামাজ পড়েন, কুরআন ও খুতবা-এসব বিষয়ে জানিয়েছি। তারা পুরো আয়োজনটি খুব উপভোগ করেছেন।” তিনি আরো জানান, দর্শনার্থীদের অনেকেই জীবনে প্রথমবারের মতো ইসলাম মসজিদে এসেছেন। বিশেষ করে ইস্ট লন্ডন মসজিদের মৌমাছি পালন প্রকল্প তাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। এখানে ১২টি মৌচাক রয়েছে। মৌমাছি পালনকারী দুটি প্রজেক্টেশনের মাধ্যমে দেখিয়েছেন কীভাবে মৌমাছি পালন এবং মধু সংগ্রহ করা হয়। বিষয়টি দর্শনার্থীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় ছিল।”

‘মসজিদের পাশেই থাকি, কিন্তু কোনোদিন ভেতরে আসিনি’ একজন অমুসলিম নারী দর্শনার্থী জানান, তিনি মসজিদের পাশেই থাকেন, কিন্তু এর আগে কখনো ভেতরে প্রবেশ করেননি। ‘ভিজিট মাই মস্ক’ কর্মসূচির কারণেই প্রথমবার মসজিদে আসার সুযোগ হয়েছে। ক্যাথলিক খ্রিস্টান এই নারী বলেন, “আমি প্রায়ই দেখি মানুষ মসজিদে ঢুকছে এবং বের হচ্ছে। আমার মনে প্রশ্ন জাগত-এখানে আসলে কী হয়? শুধু একটি ভবন হিসেবে নয়, এত বড় একটি প্রতিষ্ঠান কীভাবে পরিচালিত হয় এবং কী কী সেবা দেওয়া হয়, সেগুলো জানার আগ্রহ ছিল। আজ এসে দেখে খুব ভালো লেগেছে।” মসজিদ পরিদর্শনের কোন বিষয়টি সবচেয়ে ভালো লেগেছে-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “অজুর বিষয়টি আমার কাছে বিশেষভাবে ভালো লেগেছে। বিষয়টি এমন নয় যে কেউ মসজিদে এসে সরাসরি নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাজের আগে অজুর মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিতে হয়। এরপর নামাজের দৃশ্যটিও আমার খুব ভালো লেগেছে।”

এখানে এতো কিছু হয় না এলে জানতামনা আরেকজন পুরুষ দর্শনার্থী বলেন, তিনিও জীবনে প্রথমবার মসজিদে এসেছেন। তিনি পূর্ব লন্ডনের মাইল এন্ড এলাকায় মুসলিম কমিউনিটির মধ্যেই বসবাস করেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ তার

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্য আবু সাঈদ চৌধুরী সাদির মাতার ইন্তেকাল: ক্লাব নেতৃবৃন্দের শোক

লন্ডন, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬: লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব-এর সদস্য ও লিভারপুল বাংলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ চৌধুরী সাদির মাতা মরিয়মুন নেছা চৌধুরী ২৪ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬:১৫ মিনিটে সিলেট নগরীর সুবিদবাজারস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্মালিন্গাহি ওয়াইন্না ইলাহী রাজিউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি তিন ছেলে ও চার মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। শুক্রবার বাদ জুম্মা গোলাপগঞ্জ উপজেলার বরায়া, রফিপুর নয়া জামে মসজিদে জানাজার নামাজ শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের শোক :

লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সদস্য আবু সাঈদ চৌধুরী সাদির মাতার মৃত্যুতে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব-এর নেতৃবৃন্দ



গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী, সেক্রেটারি আকরামুল হোসাইন এবং ট্রেজারার মো. আব্দুল হান্নান এক শোকবার্তায় মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি তাঁর স্বজনদের ধৈর্য ধারণের শক্তি দানের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া করেন।

সাংবাদিক আবু সাঈদ চৌধুরী সাদি’র মায়ের মৃত্যুতে লিভারপুল বাংলা প্রেসক্লাব ইউ.কে শোক প্রকাশ



লিভারপুল বাংলা প্রেসক্লাব ইউ.কে সাধারণ সম্পাদক ও এটিএন বাংলা ইউকে এর প্রতিনিধি আবু সাঈদ চৌধুরী সাদি’র মাতা মরিয়মুন নেছা চৌধুরী (৮৫)এর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন লিভারপুল বাংলা প্রেসক্লাব ইউ.কে এর সাংবাদিক নেতৃবৃন্দরা। উনার মৃত্যুতে প্রেসক্লাবের সভাপতি ফখরুল আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হক এক যুক্ত বিবৃতিতে মরহুমা মরিয়মুন নেছা চৌধুরী এর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করেছেন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উনার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও উনার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর

সমবেদনা জানিয়েছেন। সেই সাথে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যগণ যেন এই শোক সহ্য করতে পারেন মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট তারা প্রার্থনা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য যে মরিয়মুন নেছা চৌধুরী গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬.১৫ মিনিটি সিলেটের সুবিদবাজারস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া... রাজিউন। তিনি সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সাবেক সরকারী কর্মকর্তা ও সমাজসেবক মরহুম এন ইউ চৌধুরী’র স্ত্রী। মৃত্যুকালে তিনি ৪ মেয়ে ও ৩ ছেলে সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখেগেছেন।

জাঁকজমক আয়োজনে লন্ডনে এক্সেল টিউটরের নতুন শাখার উদ্বোধন

লন্ডন অফিস: স্থানীয় শিশু ও তরুণদের শিক্ষা ও উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার প্রত্যয়ে ইলফোর্ডের গ্যান্টস হিলে নতুন ঠিকানায় যাত্রা শুরু করতে করেছে এক্সেল টিউটরের নতুন শাখা। জাঁকজমক আয়োজনে গত শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় গ্র্যান্ড ওপেনিং অনুষ্ঠানে অবিভাবক, ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এক্সেল টিউটরের চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইম্পেরিয়াল কলেজের প্রফেসর ডঃ মঞ্জু শওকত, কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির রোবোটিক্স বিজ্ঞানী ড. হাসান সহিদ, প্রফেসর ড. ক্রিস ইমাফিডন, কাউন্সিলার ব্যারিস্টার শাহ আলী, ডাক্তার জাকিয়া ওয়াদুদ

প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, এক্সেল টিউটর দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সাথে শিক্ষাদান করে যাচ্ছে, যার ফলে আমাদের সন্তানদের ভালো ফলাফল অর্জনের পাশাপাশি বিভিন্ন নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা-পড়া করছে। সমউপযোগী এবং এডুকেশনের ব্যাপারে মনোযোগ সহকারে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। নিজের সন্তানের মতো করে শিক্ষাদান করায় একে একে প্রতিষ্ঠানের শাখার সংখ্যা বেড়ে চলছে। তাদের এ দ্বারা বাহিকতা আগামীতে অব্যাহত থাকবে এটা প্রত্যাশা করেন বক্তারা। স্থানীয় কমিউনিটির সহযোগিতা ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ গঠনে এই নতুন শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তরুণদের মূল্যবান যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করবে নতুন জিসিএসই ভাষা কর্মসূচি

টাওয়ার হ্যামলেটসের তরুণরা এখন বিনামূল্যে জিসিএসই পর্যায়ে ভাষা শিক্ষা গ্রহণের নতুন সুযোগ পাবে। এ লক্ষ্যেই টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এ মাসে নতুন একটি জিসিএসই ভাষা শিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেছে।

গত ২০ সেপ্টেম্বর, রোববার হোয়াইটচ্যাপেল আইডিয়া স্টোরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয় নতুন এই জিসিএসই কর্মসূচি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটসের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার, পাশাপাশি ভাষা শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা।

নতুন শিক্ষাবর্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চালু হওয়া এ কর্মসূচির মাধ্যমে টাওয়ার হ্যামলেটসের ১১ থেকে ১৬ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীরা বিনামূল্যে আরবি, বাংলা ও ম্যান্ডারিন ভাষায় জিসিএসই যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ পাবে।

এই কর্মসূচি কাউন্সিলের ইয়াং কমিউনিটি ল্যান্ডস্কেপিং (ওয়াইসিএল) উদ্যোগের অংশ, যা ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে চালু করা হয়। ওয়াইসিএল তরুণদের ভাষাগত দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে, তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে এবং উচ্চশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বিস্তৃত করতে ভূমিকা রাখে।

বৃহত্তর ওয়াইসিএল কর্মসূচির আওতায় আরবি, বাংলা, সোমালি, ম্যান্ডারিন এবং ক্যান্টোনিজসহ পাঁচটি ভাষায় পাঠদান করা হয়। এর লক্ষ্য হলো এমন ভাষা শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা, যা অনেক সময় মূলধারার স্কুলগুলোতে

সহজলভ্য নয়। বর্তমানে বরো জুড়ে ১৪টি স্থানে ক্লাস পরিচালিত হচ্ছে এবং এতে ৬০০-রও বেশি শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে। ওয়াইসিএল কর্মসূচি সম্পর্কে আরও তথ্য কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, “আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমরা তরুণদের জন্য নতুন জিসিএসই কর্মসূচি চালু করতে পেরেছি। এটি আমাদের সফল ইয়াং কমিউনিটি ল্যান্ডস্কেপিং কর্মসূচিকে আরও সম্প্রসারিত করবে এবং টাওয়ার হ্যামলেটসের তরুণদের জন্য নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।”

তিনি আরও বলেন, “যুক্তরাজ্যের যেকোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এলাকার তুলনায় টাওয়ার হ্যামলেটসে সবচেয়ে বেশি তরুণ জনগোষ্ঠী রয়েছে। তাই আমাদের শিশু ও তরুণরাই আমাদের অগ্রাধিকার। আমরা চাই তারা সর্বোত্তম শিক্ষা লাভ করুক এবং জীবনে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব সুযোগ পাবে। আমি আশা করি, আগামী বছরগুলোতে এই কর্মসূচি অসংখ্য তরুণের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।”

টাওয়ার হ্যামলেটসের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইউম তালুকদার বলেন, “নতুন ওয়াইসিএল জিসিএসই কর্মসূচির উদ্বোধনে এত প্রতিভাবান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সঙ্গে দেখা করে এবং কথা বলে আমি গর্বিত।

তিনি আরও বলেন, “আমাদের তরুণদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি এমন আগ্রহ দেখে আমি উৎসাহিত বোধ করছি, এবং আমাদের কমিউনিটিতে

এই উদ্যোগ গড়ে তুলতে ও সমর্থন জোগাতে সহায়তাকারী সকল শিক্ষক, অভিভাবক ও পরিবারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।”

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা, গোল্ডস্মিথস, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের পোস্টডক্টরাল ফেলো ড. বেকি উইনস্ট্যানলি, বলেন, “এ ধরনের কর্মসূচির গুরুত্ব আজ আরও বেশি, কারণ এমন একটি সময়ে আমরা বাস করছি যখন এই দেশে ভাষাগত বৈচিত্র্য সবসময় যথাযথ মূল্যায়ন পায় না, ভাষা শিক্ষার সুযোগ কমে যাচ্ছে এবং সমাজের কিছু অংশ ভাষাগত বৈচিত্র্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছে। কিন্তু টাওয়ার হ্যামলেটস দেখিয়ে দিয়েছে যে ভিন্ন পথও বেছে নেওয়া সম্ভব।”

ড. বেকি বলেন, “টাওয়ার হ্যামলেটসে যে কাজ হচ্ছে তা অন্য কাউন্সিলগুলোর জন্য একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হতে পারে। এমন এক সময়ে, যখন সমাজে বিভাজন ও বর্ণবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে, ভাষা শিক্ষা হতে পারে মানুষের মধ্যে সংযোগ, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং কমিউনিটি সমৃদ্ধির শক্তিশালী মাধ্যম। একই সঙ্গে একটি স্বীকৃত যোগ্যতা অর্জন তরুণদের তাদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে গর্ববোধ করতে সাহায্য করে।”

ইয়াং কমিউনিটি ল্যান্ডস্কেপিংয়ের ক্লাসে ভর্তি হতে আগ্রহীরা অনলাইনের মাধ্যমে

(https://forms.towerhamlets.gov.uk/service/Book_A_Young_Community_Language_Class) আবেদন করতে পারবেন।

টাওয়ার হ্যামলেটস মানেই ব্যবসার জন্য সম্ভাবনার জায়গা

বিজনেস সাপোর্ট প্রোগ্রামের সুবিধা নিয়েছেন ২৫২ জন



নতুন উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসা উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে ব্যবসা সম্প্রসারণে আগ্রহী প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী-সবাইকেই তাদের ব্যবসায়িক যাত্রার পরবর্তী ধাপে এগিয়ে যেতে সহায়তা করছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল।

গত আট মাসে, টাওয়ার হ্যামলেটস বিজনেস সাপোর্ট প্রোগ্রামের সুবিধা নিয়েছেন ২৫২ জন বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী, যারা পেয়েছেন উপযোগী পরামর্শ, বিশেষজ্ঞ পরামর্শদান, ব্যবহারিক কর্মশালা এবং আর্থিক সহায়তা, যার লক্ষ্য ব্যবসা শুরু, সম্প্রসারণ ও সফলভাবে টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করা।

এই সপ্তাহে টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় একটি উদযাপন অনুষ্ঠান, যেখানে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্য ছিল একটি সেমিনার এবং নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ। এছাড়া উদ্যোক্তাদের জন্য অ্যালিয়া পরিচালিত একটি পিচিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগও ছিল, যেখানে বিজয়ীরা তাদের ব্যবসা এগিয়ে নিতে পেয়েছেন ৫,০০০ পাউন্ড।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাপোর্ট ফর স্টার্টআপস কর্মসূচির সঙ্গে অংশীদারিত্ব করছে অ্যালিয়া, যা একটি বিনামূল্যের কর্মসূচি এবং উদ্যোক্তাদের এগিয়ে যেতে, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তৈরি করতে এবং তহবিল প্রাপ্তির সুযোগে প্রবেশাধিকার পেতে সহায়তা করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

উদ্যোক্তাদের যাত্রার প্রতিটি ধাপে সহায়তা করার লক্ষ্যে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল বিভিন্ন ধরনের বিজনেস সাপোর্ট প্রোগ্রাম পরিচালনা করেছে। সাপোর্ট ফর স্টার্টআপ এর মাধ্যমে ১০০ টি প্রাথমিক পর্যায়ের ব্যবসা দিকনির্দেশনা পেয়েছে। অন্যদিকে থিংক স্টার্টআপ ২ কর্মসূচি ব্যবহারিক ও হাতে-কলমে সহায়তার মাধ্যমে ৩০ জন বাসিন্দাকে নতুন ব্যবসায়িক ধারণা যাচাই ও বিকশিত করতে সহায়তা করেছে।

সাপোর্টেড অ্যাক্সেস টু ফিন্যান্স ২ কর্মসূচি প্রশিক্ষণ, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা ও তহবিল প্রাপ্তির সুযোগের মাধ্যমে ৭২ জন উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোক্তাকে সহায়তা করেছে, যার ফলে ৫৩টি নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং ৫০ জন অংশগ্রহণকারী তাদের উদ্যোগ চালু করতে পেয়েছেন ২,৫০০ পাউন্ড করে অনুদান। এছাড়া কাউন্সিল উইমেন মিন বিজনেস ২ কর্মসূচির মাধ্যমে ৫০টি নারী-নেতৃত্বাধীন ব্যবসাকে সহায়তা করেছে, যেখানে কর্মশালা, একক-পরামর্শ ও উপযোগী প্রবৃদ্ধি পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের উদ্যোগ শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করতে সহায়তা করা হয়েছে।

এই কর্মসূচিগুলো বিভিন্ন খাতের উদ্যোক্তাদের সহায়তা করেছে, যার

ফলে সৃষ্টি হয়েছে ৫৩টি নতুন ব্যবসা এবং স্থানীয় উদ্যোগগুলোকে যাত্রা শুরু ও সম্প্রসারণে সহায়তা করতে বিতরণ করা হয়েছে ১,২৫,০০০ পাউন্ড অনুদান।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রদত্ত সহায়তা শুধু প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ও তহবিল প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সব অংশগ্রহণকারী আরও ১২ মাস ধরে প্রকল্প-পরবর্তী সহায়তা ও পর্যবেক্ষণ

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের জবস, এন্টারপ্রাইজ, স্কিলস অ্যান্ড গ্রোথ বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর শেনালি মিয়া বলেন, “আমরা টাওয়ার হ্যামলেটসে স্থানীয় ব্যবসা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়াই। আজ এত বিচিত্র ধরনের ব্যবসায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং তাদের যাত্রার গল্প শোনা, প্রাথমিক একটি ধারণা থেকে শুরু করে স্টার্টআপ এবং একটি সফল ব্যবসা



পেতে থাকবেন, যা তাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে, প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে এবং প্রবৃদ্ধির সুযোগকে পূর্ণ কাজে লাগাতে সহায়তা করবে।

দ্য ব্রেস্টফিডিং বোটের প্রতিষ্ঠাতা এবং কর্মসূচির অংশগ্রহণকারী রেনাটে বলেন, “টাওয়ার হ্যামলেটস থেকে আমি আর্থিক সহায়তা পেয়েছি। এর মাধ্যমে আমি একজন ওয়েবসাইট ডিজাইনার নিয়োগ দিতে পেরেছি, যিনি আমার জন্য একটি সুন্দর ওয়েবসাইট তৈরি করে দিয়েছেন। আমি ফ্ল্যায়ার ও লিফলেটও তৈরি ও ছাপিয়েছি। আমাকে অন্যান্য নতুন ব্যবসার সঙ্গে বিভিন্ন কর্মশালায় অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কাউন্সিলের কাছ থেকে পাওয়া উৎসাহ আমাকে আরও আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করেছে। টাওয়ার হ্যামলেটসে আমার ব্যবসা থাকাটা আমি খুব পছন্দ করি, কারণ টাওয়ার হ্যামলেটস এতটাই বৈচিত্র্যময়।”

পর্যন্ত - সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক ছিল। আমাদের কর্মসূচিগুলো ব্যবসায়িক যাত্রার প্রতিটি ধাপে মানুষকে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এবং এর মাধ্যমে সম্ভব হওয়া প্রবৃদ্ধি ও সাফল্য দেখে আমি সত্যিই আনন্দিত।” “আমি আমাদের বৃহত্তর কমিউনিটিকেও স্থানীয় ও স্টার্টআপ ব্যবসাগুলোকে সহায়তা করার আহ্বান জানাতে চাই। আর যদি আপনার কোনো ব্যবসায়িক ধারণা থাকে বা আপনার ব্যবসা সম্প্রসারণে সহায়তা প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি তা জানতে আমাদের টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।”

ভবিষ্যৎ সুযোগ সম্পর্কে আগ্রহী বাসিন্দারা কাউন্সিলের বিজনেস সাপোর্ট অ্যান্ড অ্যাডভাইস ওয়েবপেজ ভিজিট করতে পারেন, অথবা নতুন কর্মসূচি ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা জানতে কাউন্সিলের বিজনেস নিউজলেটারে সাইন আপ করতে পারেন।



SELL YOUR HOME WITH ARII PROPERTY GROUP TODAY!

WE CHARGE 0% FEE'S

Everything we do is dedicated to achieving the best price for your property. Speak to one of our experts for a more accurate and in-depth property market appraisal.

ARII PROPERTY GROUP

Your Property Partner

WWW.ARII.CO.UK • 0330 088 8666 • INFO@ARII.CO.UK

ডার্টফোর্ডে মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন কেন্ট শাখার উদ্যোগে সীরাতে মাহফিল



ডার্টফোর্ড, ২৭ সেপ্টেম্বর: মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র সীরাতে ও আদর্শকে কেন্দ্র করে মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন কেন্ট শাখার উদ্যোগে এক সীরাতে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) কেন্টের ডার্টফোর্ড ইসলামিক সেন্টারে আয়োজিত এ মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশনের কেন্ট শাখার সভাপতি সাহাব উদ্দিন দুলাল। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রিজিওনাল সেক্রেটারি ব্যারিস্টার সরওয়ার কামাল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মুসলিম কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ব্যারিস্টার হামিদ হোসেন আজাদ। সীরাতে মাহফিলে আরও বক্তব্য রাখেন সাউথ ইংল্যান্ড মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হাফিজ কামাল উদ্দিন, সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, বিচার সেক্রেটারি ফজলুর রহমান, তারবিয়া সেক্রেটারি মাওলানা মুরাদ হোসাইন, নাজমুল হকসহ অনেকে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ব্যারিস্টার হামিদ হোসেন আজাদ বলেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র সীরাতে মানবজাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং জীবন পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ পাথের। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনকে মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ বা 'উসওয়ানে হাসানা' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাই সীরাতে অধ্যয়ন শুধু ইতিহাস জানার বিষয় নয়; বরং ব্যক্তি,

পরিবার ও সমাজজীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করে গড়ে তোলার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। তিনি মহানবী (সা.)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, তাঁর জীবনে নম্রতা, বিনয়, ক্ষমাশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা ও মানুষের প্রতি সহযোগিতার অনন্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। তিনি সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করতেন, ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতেন না এবং ঘরের কাজেও নিজে অংশগ্রহণ করতেন। ব্যারিস্টার হামিদ হোসেন আজাদ বলেন, রাসুল (সা.)-এর জীবন অনুসরণের মাধ্যমে ইবাদত, লেনদেন, পারিবারিক সম্পর্ক ও সামাজিক আচরণে ভারসাম্য ও সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। পরিবার ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সুন্যাহ ও আদর্শ অনুসরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মহানবী (সা.)-এর ন্যায়বিচারের আদর্শ তুলে ধরে বলেন, তাঁর বিচারে ধনী-গরিব, আপন-পর কিংবা প্রভাবশালী-সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য ছিল না। বংশমর্যাদা, সামাজিক অবস্থান কিংবা ব্যক্তিগত সম্পর্ক কখনো ন্যায়বিচারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। মুসলিমদের পাশাপাশি অমুসলিম ও ইহুদিদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি ন্যায় ও ইনসাফের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি মাখজুম গোত্রের এক প্রভাবশালী নারীর চুরির ঘটনা উল্লেখ করেন। ওই নারীর পক্ষে সুপারিশ করা হলে রাসুল (সা.) ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের স্বজনপ্রীতি বা প্রভাবকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি বলেন, পূর্ববর্তী

জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছিল কারণ তারা দুর্বলদের শাস্তি দিত এবং প্রভাবশালীদের অপরাধ ক্ষমা করে দিত। এ ঘটনা ইসলামে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের গুরুত্বের একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, মহানবী (সা.) নিজের বিরুদ্ধেও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ রেখেছিলেন। ইস্তিকালের পূর্বে তিনি সাহাবিদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেছিলেন-কারও প্রতি তাঁর কোনো অন্যায় হয়ে থাকলে কিংবা কারও সম্পদের কোনো ক্ষতি হয়ে থাকলে দুনিয়াতেই যেন তার প্রতিকার নেওয়া হয়। এর মাধ্যমে ন্যায়, জবাবদিহি ও মানুষের অধিকার রক্ষার এক অনন্য দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন। বক্তারা বলেন, ইসলামে ন্যায়পরায়ণতার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। হাদিসে ন্যায়পরায়ণ শাসক ও বিচারকদের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর বিশেষ রহমত ও আরশের ছায়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর ন্যায় ও ইনসাফের আদর্শ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। অনুষ্ঠানে ডার্টফোর্ড ছাড়াও কেন্ট ও আশপাশের বিভিন্ন শহর থেকে বিপুলসংখ্যক মুসল্লি, সামাজিক ও পেশাজীবী ব্যক্তিত্ব এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দেয়া ও মধ্যাহ্নভোজের মাধ্যমে সীরাতে মাহফিলের সমাপ্তি হয়।

স্টেপনি গ্রিনে ৪০৭টি ঘর নির্মাণ প্রকল্পের কাজ উদ্বোধন, প্রথম ধাপে ১০৯ কাউন্সিল হোম

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের "মেয়রস এঞ্জিলারেটেড হাউজিং প্রজেক্ট" (এইচএপি) এর উচ্চাভিলাষী কর্মসূচির আওতায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বাড়িঘর নির্মাণের লক্ষ্যে স্টেপনি গ্রিনে হ্যারিয়ট, অ্যাপসলি ও প্যাটিসন হাউস পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের মূল নির্মাণ কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় দুই পর্যায়ে মোট ৪০৭টি নতুন বাসস্থান নির্মাণ করা হবে। আবাসনের পাশাপাশি থাকছে একটি নতুন কমিউনিটি সেন্টার, উন্নত পাবলিক রিয়াম বা জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য উন্মুক্ত স্থান এবং পুরো এলাকা জুড়ে যোগাযোগ ও সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।

প্রথম পর্যায়ে নতুন কমিউনিটি সেন্টারের প্রথম ধাপও নির্মিত হবে। ইতোমধ্যে প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যার ফলে এখন দুটি আবাসিক ভবন নির্মাণ করা যাবে। এই দুই ভবনেই থাকবে ১০৯ টি নতুন বাসস্থান, যার মধ্যে বর্তমান বাসিন্দাদের জন্য পুণঃআবাসনের ব্যবস্থাও রয়েছে।

২৪ সেপ্টেম্বর প্রকল্পস্থলে আয়োজিত গ্রাউন্ড ব্রেকিং অর্থাৎ খননকাজের মাধ্যমে নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘোষণা করা হয়। ২০২৯ সালে নতুন বাসস্থানে প্রথম বাসিন্দাদের ওঠার কথা রয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান এবং হাউজিং বিষয়ক ক্যাবিনেট সদস্য কাউন্সিলর সাঈদ আহমেদ। কাউন্সিলের হাউজিং বিষয়ক কর্পোরেট ডিরেক্টর ডেভিড জয়েস সহ উর্ধ্বতন নির্বাহী কর্মকর্তা এবং কাউন্সিলের নির্মাণ পার্টনার প্রতিষ্ঠান ভিস্ট্রির এমডিসহ প্রতিনিধিরাও এতে যোগ

দেন। এ বছরের শুরুতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ও নির্মাণকারী কোম্পানী ভিস্ট্রির মধ্যে ডেভেলপমেন্ট এগ্রিমেন্ট এবং প্রথম পর্যায়ের নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে প্রকল্পটির দীর্ঘমেয়াদি



বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। নির্মাণকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য কর্মসংস্থান, শিক্ষানবিশ (অ্যাপ্রেন্টিসশিপ), প্রশিক্ষণ ও কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ তৈরি হবে। ভিস্ট্রি স্থানীয় স্কুল, কলেজ ও কমিউনিটি সংগঠনের সঙ্গে মিলে দক্ষতা উন্নয়ন, স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম এবং কাউন্সিলের অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যান্য উদ্যোগে সহায়তা করবে।

নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, “টাওয়ার হ্যামলেটস ভবিষ্যতের জন্য নির্মাণ করছে। লন্ডনে যখন প্রকৃত অর্থে শাস্রী মূল্যের বাসস্থানের তীব্র প্রয়োজন, তখন স্থানীয় পরিবারগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চমানের কাউন্সিল হাউজিং আমরা বাস্তবে রূপ দিচ্ছি।” তিনি আরও বলেন, “স্টেপনি গ্রিনে নির্মাণকাজ শুরু হওয়া আমাদের উচ্চাভিলাষী গৃহনির্মাণ কর্মসূচির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

আমাদের অঙ্গীকার শুধু আরও বাসস্থান নির্মাণ নয়, বরং এমন শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত নেইবারহুড বা পাড়া গড়ে তোলা, যেখানে আমাদের কমিউনিটির প্রাণ্য সুযোগ-সুবিধা ও পাবলিক স্পেস থাকবে।” কাউন্সিলর সাঈদ আহমেদ বলেন,

“এইচএপি পুনর্নির্মাণ কর্মসূচির জন্য এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে সেই বাসিন্দা ও কমিউনিটির জন্য, যারা এর ভবিষ্যৎ গড়তে ভূমিকা রেখেছেন।” তিনি বলেন, “প্রথম পর্যায়ে ১০৯টি নতুন কাউন্সিল হোম নির্মিত হবে, যার মধ্যে বর্তমান বাসিন্দাদের জন্য প্রতিস্থাপন বাসস্থানও রয়েছে। সঙ্গে থাকবে নতুন কমিউনিটি সুবিধা এবং আশপাশের এলাকার উন্নয়ন। নির্মাণকাল জুড়ে বাসিন্দা ও ভিস্ট্রির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে এই পুনর্নির্মাণ স্থানীয় কমিউনিটির জন্য দীর্ঘমেয়াদি সুফল বয়ে আনে, উন্নত বাসস্থান ও পাবলিক স্পেস থেকে শুরু করে কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের সুযোগ পর্যন্ত।” ভিস্ট্রি ইস্ট লন্ডন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কেভিন ডেলভ বলেন, “প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু করা এই প্রকল্প গড়ে তোলার সঙ্গে জড়িত সবার জন্য গর্বের মুহূর্ত।

ইস্ট লন্ডনের বিকশিত ক্রিয়েটিভ অর্থনীতিকে উদযাপন করল ক্রিয়েটিভ এন্টারপ্রাইজ জোন

ইস্ট লন্ডনের ক্রিয়েটিভ অর্থনীতির বিকাশ এবং স্থানীয় ক্রিয়েটিভ ব্যবসাগুলোর সাফল্য উদযাপন করতে হ্যাকনি উইক ও লোয়ার লি ভ্যালি ক্রিয়েটিভ এন্টারপ্রাইজ জোনের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নেন ব্যবসায়ী, অংশীদার প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ও হ্যাকনি কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে হ্যাকনি উইকে নতুন করে চালু হওয়া দ্য ইয়ার্ড থিয়েটারে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়। এতে লন্ডনের মেয়রের কার্যালয়, দুই কাউন্সিল, কমিউনিটি সংগঠন, ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কস্পেস প্রদানকারী এবং বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। হ্যাকনি উইক ও লোয়ার লি ভ্যালি লন্ডনের মেয়রের ১২টি ক্রিয়েটিভ এন্টারপ্রাইজ জোন-এর একটি। চলতি বছর শহরের সংস্কৃতি ও ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রিকে সহায়তা অব্যাহত রাখতে নয়টি জোনকে পুনরায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে এই জোনটিও রয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটস ও হ্যাকনি কাউন্সিলের অংশীদারিত্বে পরিচালিত এই কর্মসূচির মাধ্যমে ক্রিয়েটিভ ব্যবসাগুলোকে বিকাশ, শাস্রী মূল্যের ওয়ার্কস্পেসে প্রবেশাধিকার এবং স্থানীয় কমিউনিটির জন্য নতুন সুযোগ তৈরিতে সহায়তা করা হচ্ছে। বর্তমানে জোনটির মূল হ্যাকনি উইক ও ফিশ আইল্যান্ড এলাকার মধ্যেই প্রায় ৫০০টি ক্রিয়েটিভ ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে ৯৬ শতাংশ ব্যবসা ক্রিয়েটিভ প্রোডাকশন খাতে কাজ করছে। ২০২৫ সালে ক্রিয়েটিভ এন্টারপ্রাইজ জোনটি টাওয়ার হ্যামলেটসের লোয়ার লিয়া ভ্যালি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। এর ফলে ক্রিয়েটিভ ব্যবসা, স্থানীয় বাসিন্দা এবং বৃহত্তর

অর্থনীতির মধ্যে সংযোগ আরও শক্তিশালী হয়েছে। অনুষ্ঠানে এখন পর্যন্ত কর্মসূচির বিভিন্ন অর্জন তুলে ধরা হয় এবং পরবর্তী তিন বছরের অগ্রাধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে শাস্রী মূল্যের ওয়ার্কস্পেস, উদ্ভাবন, টেকসই উন্নয়ন, বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং স্থানীয় বাসিন্দা ও উদ্যোক্তাদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি। অতিথিরা হ্যাকনি উইক ও লোয়ার লি ভ্যালির ক্রিয়েটিভ প্রোডাকশন ও টেকসই উদ্যোগের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব সম্পর্কেও জানতে পারেন। পরে দ্য ইয়ার্ড থিয়েটারের নতুন ভবন পরিদর্শন করেন তারা।

২০১৮ সালে ক্রিয়েটিভ এন্টারপ্রাইজ জোন প্রতিষ্ঠার পর থেকে:

- ক্রিয়েটিভ খাতে কর্মসংস্থান ১৪০ শতাংশ বেড়েছে।
- ক্রিয়েটিভ ব্যবসার সংখ্যা প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়েছে।
- শত শত ব্যবসা ব্যবসায়িক সহায়তা, অর্থায়ন ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শ পেয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের জবস, এন্টারপ্রাইজ, স্কিলস অ্যান্ড গ্রোথের ক্যাবিনেট মেম্বর কাউন্সিলর শেনালি মিয়া বলেন, “টাওয়ার হ্যামলেটস এবং বৃহত্তর লোয়ার লি ভ্যালিতে যে সৃজনশীলতা, প্রতিভা ও উদ্যোক্তা মানসিকতা রয়েছে, তা নিয়ে আমি অত্যন্ত গর্বিত। আজকের এই আয়োজন শিল্পী, নির্মাতা ও ব্যবসাগুলোকে উদযাপনের সুযোগ, যারা এই এলাকাকে লন্ডনের অন্যতম প্রাণবন্ত ক্রিয়েটিভ কমিউনিটিতে পরিণত করতে ভূমিকা রাখছেন।”

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrassa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানিত দানশীল ভাই ও বোনরা! আপনার দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও শিক্ষাপত্রার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছাত্রালয় ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াতে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে একটিমাত্র ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর জোয়ার দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building. May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kears Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বর
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কোয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতার
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্ত্র সিনেট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্ত্র চাটল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrassa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

সিলেটের মাটির নিচে সম্পদের ভাণ্ডার, উত্তোলনের প্রস্তুতি

সিলেট অফিস : জ্বালানিসংকট মোকাবিলা ও নিজস্ব গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে স্থলভাগের যে ১৫০টি গ্যাস কূপ খননের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, তার মধ্যে ৩২টি কূপের ড্রিলিং ও ওয়ার্কওভার কাজ শেষ হয়েছে। অর্থাৎ এই কূপগুলো এখন গ্যাস দিতে প্রস্তুত। তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের (পেট্রোবাংলা) কাছ থেকে পাওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এই ৩২ কূপের মধ্যে ১৬টির ড্রিলিং (অনুসন্ধান ও উন্নয়ন) কাজ শেষ হয়েছে। ওয়ার্কওভার কাজ শেষ হয়েছে আরও ১৬টির।

এ ছাড়া বর্তমানে কাজ চলছে আরও ৬টি কূপের। উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) অনুমোদিত হয়েছে ১৭টি কূপের, আর ডিপিপি অনুমোদনাধীন পর্যায়ে আছে ১৭টি। বাকি কূপগুলোর মধ্যে বেশ কিছু কূপ নির্ভরশীল কূপ, কিছু কূপের পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজের পরিধি পরিবর্তন করা হবে, কিছু কূপের উৎপাদন ও কারিগরি অবস্থা বিবেচনা করে ওয়ার্কওভার কার্যক্রম শেষ করা হবে।

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেডের (বিজিএফসিএল) মাধ্যমে হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ ও মেঘনার ১ হাজার ৪৫০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৩ডি সাইসমিক ডেটা আহরণের কাজ শুরু হয়েছে। এ ছাড়া বাপেল্লের মাধ্যমে ছাতক দোয়ারাবাজার ও জামালপুরে ৮৬০ বর্গকিলোমিটার এলাকায়, বিজিএফসিএলের মাধ্যমে তিতাস, হবিগঞ্জ এবং নরসিংদীসংলগ্ন ৬৩২ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৩ডি এবং সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লি. (এসজিএফএল) কর্তৃক লাইয়গাঁও, লালাবাজার, গোয়াইনঘাট, কৈলাশটিলা সাউথ এবং ফেঞ্চুগঞ্জ ওয়েস্ট স্ট্রাকচার-এ ৮৮২ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩২ কূপের খনন শেষ : যে ৩২ কূপের খননকাজ শেষ হয়েছে সেগুলোর মধ্যে



সিলেট গ্যাস ফিল্ডসের আওতায় রয়েছে ১৪টি কূপ। এগুলো হচ্ছে সিলেটের বিয়ানীবাজার-১ (ওয়ার্কওভার), গোলাপগঞ্জ কৈলাশটিলা-২ (ওয়ার্কওভার), রশিদপুর-২ (ওয়ার্কওভার), কৈলাশটিলা-৮ (অনুসন্ধান), সিলেট-৭ (ওয়ার্কওভার), সিলেট-১০ (অনুসন্ধান), রশিদপুর-৫ (ওয়ার্কওভার), কৈলাশটিলা-৭ (ওয়ার্কওভার), রশিদপুর-৩ (ওয়ার্কওভার), কৈলাশটিলা-১ (ওয়ার্কওভার), বিয়ানীবাজার-২ (ওয়ার্কওভার), রশিদপুর-১১ (অনুসন্ধান), সিলেট-১১ (উন্নয়ন), সিলেট-১০ এক্স (অনুসন্ধান)। বিজিএফসিএলের আওতায় শেষ হয়েছে ৭টি গ্যাস কূপ খননের কাজ। এর মধ্যে রয়েছে হবিগঞ্জ-৫ (ওয়ার্কওভার)। খননকাজ চলছে ৬টিতে : বর্তমানে যে ৬টি কূপে খননকাজ চলছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সিলেট গ্যাস ফিল্ডসের রশিদপুর-৩ এর অনুসন্ধানকাজ। এছাড়া ডিপিপি অনুমোদন হয়েছে যেসব কূপের সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সিলেটের

ডুপিটিলা-১ অনুসন্ধান, কৈলাশটিলা-৯ অনুসন্ধান ও সিলেট-১২ অনুসন্ধান কূপ ও ফেঞ্চুগঞ্জ সাউথ-১ (অনুসন্ধান)। ডিপিপি অনুমোদনাধীন পর্যায়ে রয়েছে ১৭টি। এগুলোর মধ্যে আছে সিলেটের বিয়ানীবাজার-৩ (অনুসন্ধান), কৈলাশটিলা-১০ (অনুসন্ধান), জকিগঞ্জ-২ (উন্নয়ন), জকিগঞ্জ-৩ (অনুসন্ধান), সার্বিক বিষয়ে ভূতত্ত্ববিদ ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. বদরুল ইমাম বলেন, স্থলভাগে ২০৩০ সালের মধ্যে গ্যাস কূপ খননে সরকারের যে লক্ষ্যমাত্রা সেটি অর্জন করতে হলে খনন কার্যক্রমের গতি আরও বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য গ্যাস অনুসন্ধান করতে হবে। অনুসন্ধান গ্যাসের উৎপাদনের জন্য যত কূপ খনন করা হবে সেটি ইতিবাচক ফল আনবে। কাজটি কতটা সফলভাবে করা হবে সেটিই মূল বিষয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশে ভূখণ্ডে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের ১০০ বছরের ইতিহাসে মাত্র ২৯টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আর অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয়েছে মাত্র ১০১টি। বর্তমানে

২৯টি গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে পাঁচটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে, আর চারটির উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। অর্থাৎ ২০টি ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে। ১৯৯৭ সালের পর স্থলভাগে ব্রক বরাদ্দে কোনো আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়নি।

রাজনগরে পৃথক ঘটনায় দু'জন নিহত

রাজনগর সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের রাজনগরে পৃথক ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় এক সিএনজিচালক এবং মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে ডুবে অপর একজনের মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মৌলভীবাজার-কুলাউড়া সড়কের চাটুরা এলাকায় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে প্রাইভেটকারের মুখোমুখি সংঘর্ষে সিএনজিচালক সুধাময় দেব (৫৫) গুরুতর আহত হন। এ ঘটনায় সিএনজিতে থাকা আরও দুই যাত্রী আহত হয়েছেন।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, মৌলভীবাজার থেকে রাজনগরগামী একটি সিএনজি এবং বিপরীত দিক থেকে আসা একটি প্রাইভেটকার চাটুরা এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে সিএনজিচালকসহ তিনজন আহত হন। তাদের উদ্ধার করে মৌলভীবাজার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আহতদের মধ্যে রাজনগর উপজেলার পাঁচগাঁও ইউনিয়নের ভূমিউড়া গ্রামের সুধাময় দেবকে (৫৫) উন্নত সিলেট এমএজি কলেজ হাসপাতালে মারা যান। অন্যদিকে, রাজনগর দাসটিলা গ্রামের ছেলে কাইয়ুম মিয়া নিয়ে বাড়ির পাশে ধরতে যান। দুপুর দিয়ে মাছ ধরার

পরিবারের সদস্যদের সূত্রে জানা গেছে, কাইয়ুম মিয়া দীর্ঘদিন ধরে খিঁচুনি রোগে আক্রান্ত ছিলেন। মাঝে মাঝে তার শরীরে খিঁচুনি সৃষ্টি হয়ে তিনি নিজেই পড়তেন।

চিকিৎসার জন্য ওসমানী মেডিকেল নেওয়ার পথে তিনি

সদর ইউনিয়নের আনহার আলীর (২২) দুই সঙ্গীকে উদনাছড়ায় মাছ দেড়টার দিকে জাল সময় তিনি পানির নিচে তলিয়ে যান। পরে সঙ্গে থাকা দুজন তাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে পানির নিচ থেকে তাকে উদ্ধার করে রাজনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মৌলভীবাজার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের সদস্যদের সূত্রে জানা গেছে, কাইয়ুম মিয়া দীর্ঘদিন ধরে খিঁচুনি রোগে আক্রান্ত ছিলেন। মাঝে মাঝে তার শরীরে খিঁচুনি সৃষ্টি হয়ে তিনি নিজেই পড়তেন।

রাজনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. এনামুল হক চৌধুরী বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। আহতদের মৌলভীবাজার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত দুটি গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। পানিতে ডুবে নিহত কাইয়ুম মিয়ার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মৌলভীবাজার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে রাখা হয়েছে।

Smart Edge
Real Estate
Where location meets opportunity

Your Trusted Partner in Dubai Property Market

Invest with confidence in one of the world's most dynamic real estate markets

Whether you're looking for:

- Off-Plan Developments
- Ready-to-Move-In Homes
- Commercial Properties

Our expert team ensures full transparency, direct access to top Dubai developers, and end-to-end support - from selection to handover.

WHY CHOOSE US?

- Exclusive Investment Opportunities
- Expert Local Knowledge
- Tailored Advice for Every Budget
- Full Legal and Transaction Support

Smart Edge Real Estate LLC
Licensed by Dubai Land Department

TAZ CHOUDHURY
CO-FOUNDER & CEO

MOBILE: +44 7960 000 929 (UK)
MOBILE: +971 506 123 929 (UAE)
LANDLINE: +44 203 633 2545 (UK)
Email: taz@smartedgerealestate.ae

www.smartedgerealestate.ae

সিলেটে মেয়রপুত্র গ্রেফতার

সিলেট অফিস : সিলেট মহানগরীর শাহপরাণ থানা এলাকা থেকে ছাত্রলীগের এক নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে শাহপরাণ থানা এলাকার এক আইনজীবীর বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার আসিফ বখত রাদ (২৫) সুনামগঞ্জ জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক। তিনি সুনামগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আয়ুব বখত জগলুলের ছেলে। পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে অভিযান চালিয়ে ছাত্রলীগ নেতা আসিফকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে গতকাল সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সুনামগঞ্জ পৌর শহরের নতুন পাড়া এলাকায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে ঝটিকা মিছিল করার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া নাশকতার চেষ্টা ও নৈরাজ্যের পরিকল্পনাসহ অপরাধমূলক কাজের



জড়িত থাকার কারণে বেশ কিছুদিন ধরে তাকে নজরদারি মধ্যে রেখেছিল পুলিশ। পরবর্তীতে সিলেট মহানগরীর শাহপরাণ থানা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। সুনামগঞ্জ সদর থানার অফিসার্স ইনচার্জ

রতন শেখ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকালে গ্রেফতার আসিফকে সুনামগঞ্জ সদর থানায় পুলিশের হেফাজতে নিয়ে আসা হয়েছে। তাকে বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) আদালতে সোপর্দ করা হবে।

সিকুবিতে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে হাতাহাতি, সাংবাদিককে হেনস্তার অভিযোগ

সিলেট অফিস : সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিকুবি) নতুন উপাচার্যকে বরণ করে আসার পথে শাখা ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিককে হেনস্তা, হুমকি ও পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়ার অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সংগঠন সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (সিকুবিবাস)।

জানা যায়, মঙ্গলবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্যকে অভ্যর্থনা পরবর্তী তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ধাক্কাধাক্কির একপর্যায়ে বাকবিতণ্ডায় জড়ায় ছাত্রদলের দু'পক্ষ। এসময় ওই দুইপক্ষ হাতাহাতিতে জড়ায়। এ ঘটনার ছবি তুলতে এবং ঘটনা নিয়ে জানতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহবায়ক সানাউল হোসেন সনি, যুগ্ম আহবায়ক জাহিদ হাসান ফাহাদ, আনাম সরকার মুন, সদস্য রাজেশ বাছাড়সহ কয়েকজন নেতা সিকুবি সাংবাদিক সমিতির অর্থ সম্পাদক আইনুল হকের

দিকে আক্রমণাত্মকভাবে তেড়ে আসেন। এসময় তারা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং জোরপূর্বক মোবাইল ফোন থেকে ছবি ও ভিডিও মুছে ফেলতে বাধ্য



করেন। এবিষয়ে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির অর্থ সম্পাদক ও রাইজিংবিডি নিউজের সিকুবি প্রতিনিধি

আইনুল হক বলেন, সংঘর্ষের আশঙ্কার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যাই। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে আমি ছবি, ভিডিও ও তথ্য সংগ্রহ করছিলাম। এ সময় ছাত্রদলের যুগ্ম

আহবায়ক সানাউল হোসেন সনি আমাকে বাধ্য করেন মোবাইল ফোন থেকে সব ছবি ভিডিও ডিলিট করতে। সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে এ ধরনের হস্তক্ষেপ শুধু গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর আঘাত নয়, বরং জনগণের তথ্য জানার অধিকারও ক্ষুণ্ণ করে। এ ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহবায়ক সানাউল হোসেন সনি বলেন, এখানে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা সমস্যা হয়। পরে সেটার সে ভিডিও করতেছিল। বাউট ঘউডবা নামে একটি পেইজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিক্ষিপ্ত মন্তব্য করে বিভিন্ন সময়। সে এটার এডমিন হতে পারে সন্দেহে শিক্ষার্থীরা তার ফোন থেকে ছবি, ভিডিও ডিলিট করে। সেখানে আমি ছিলাম না। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা টিকটিকি মারা গেলেও আমার নাম আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক জসিম উদ্দিন আহম্মদ বলেন, 'এ বিষয়ে শুনেছি। লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আহবায়ক জাহিদ হাসান ফাহাদ, আনাম সরকার মুন, সদস্য রাজেশ বাছাড়সহ কয়েকজন আমার দিকে আক্রমণাত্মকভাবে তেড়ে আসেন। একপর্যায়ে ছাত্রদলের

দিরাই পৌরসভা: রাস্তা নেই, বিদ্যুৎ নেই; ভরসার নাম সাঁকো

দিরাই সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জের দিরাই পৌর শহরের প্রাণকেন্দ্রের কাছেই প্রায় ৪০ পরিবারের বসবাস। অথচ এসব পরিবারের ঘরে এখনও পৌঁছেনি বিদ্যুৎ। যাতায়াতের জন্য নেই পাকা সড়ক, নেই স্থায়ী সেতুও। হেমন্তে জমির আইল আর বর্ষায় দীর্ঘ বাঁশের সাঁকোই তাঁদের চলাচলের একমাত্র ভরসা। সন্ধ্যা নামলেই হারিকেন-কুপির আলোয় কাটে রাত। দিরাই পৌরসভা প্রতিষ্ঠার ২৭ বছর পরও এমন বাস্তবতা ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভরারগাঁও উত্তরপাড়ার বাসিন্দাদের। ১৯৯৯ সালে দিরাই পৌরসভা গঠিত হয় এবং বর্তমানে এটি ৯টি ওয়ার্ড ও ২৯টি মহল্লা নিয়ে গঠিত।



স্থানীয়দের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে বিদ্যুৎ সংযোগ, রাস্তা ও নিরাপদ যোগাযোগব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছেন তাঁরা। বিভিন্ন সময়ে জনপ্রতিনিধি ও নির্বাচনী প্রার্থীরা সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলেও বাস্তবে স্থায়ী কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

সরেজমিনে দেখা যায়, ভরারগাঁও উত্তরপাড়ায় প্রায় ৪০টি পরিবারের বসবাস। অধিকাংশ বাসিন্দা কৃষিকাজ ও দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এলাকাটির সঙ্গে আশপাশের জনপদ ও মূল সড়কের যোগাযোগের জন্য বর্ষায় একটি দীর্ঘ বাঁশের সাঁকো ব্যবহার করতে হয়। আর হেমন্তে পানি শুকিয়ে গেলে জমির আইল ধরেই চলাচল করেন তাঁরা।

স্থানীয়দের ভাষ্য, বাঁশের সাঁকোটি পারাপারের সময় বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক ও নারীদের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয়। বর্ষার সময় সাঁকো পিচ্ছিল

হয়ে গেলে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও থাকে। জরুরি প্রয়োজনে অসুস্থ ব্যক্তি বা গর্ভবতী নারীকে দ্রুত মূল সড়কে নেওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে বলে জানান তাঁরা। বিদ্যুৎ না থাকায় রাতের অন্ধকার দূর করতে এখনও হারিকেন ও কুপির ওপর নির্ভর করতে হয় বাসিন্দাদের। এতে মোবাইল ফোন চার্জ দেওয়া, শিশুদের পড়াশোনা এবং দৈনন্দিন নানা কাজেও ভোগান্তিতে পড়তে হয়। ভরারগাঁও উত্তরপাড়ার বাসিন্দা ইকরাম আলী বলেন, আমরা পৌরসভার মধ্যে বসবাস করেও শহরের কোনো সুবিধা পাই না। বিদ্যুৎ নেই, ভালো রাস্তা নেই। বর্ষাকালে বাঁশের সাঁকো পার হয়ে চলাচল

করতে হয়। বছরের পর বছর ধরে এসব সমস্যা থাকলেও স্থায়ী সমাধান হয়নি। আকরম আলী বলেন, নির্বাচনের সময় প্রার্থীরা এসে নানা প্রতিশ্রুতি দেন। বিদ্যুৎ দেবেন, রাস্তা করবেন-এমন কথা শোনা যায়। কিন্তু ভোট শেষ হলে আর তাঁদের দেখা পাওয়া যায় না। সাহেব আলী বলেন, আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে। রাতে বিদ্যুৎ না থাকায় তাদের সবচেয়ে বেশি সমস্যা হয়। পৌর এলাকার বাসিন্দা হয়েও হারিকেনের আলোয় থাকতে হচ্ছে। হেমন্তে জমির আইল আর বর্ষায় সাঁকো দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে-এটা আমাদের জন্য খুবই কষ্টের। জোনাব আলী বলেন, বর্ষাকালে বাঁশের সাঁকো পারাপার সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের চলাচলে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয়। একটি স্থায়ী সেতু হলে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হতো।

সৌদি আরবের মর্গে নিজামের লাশ, বড়লেখায় স্বজনদের আকুতি



সিলেট অফিস : সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত মৌলভীবাজারের বড়লেখার যুবক নিজাম উদ্দিনের (৫৯) লাশ এক সপ্তাহ ধরে স্থানীয় একটি হাসপাতালের মর্গে পড়ে আছে।

পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তার লাশ দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। স্বামীর লাশ সরকারি খরচে দেশে ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বরাবর লিখিত আবেদন করেছেন নিহতের স্ত্রী শাম্মী আক্তার কানিজ। নিহত নিজাম উদ্দিন মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার পূর্ব-দক্ষিণভাগ গ্রামের নিমার আলীর ছেলে। পরিবারের সচ্ছলতা ফেরাতে ভিটেমাটি বিক্রি করে কয়েক বছর আগে তিনি সৌদি আরবে পাড়ি জমান। সেখানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন তিনি। পরিবারের সদস্যরা জানান, কিছুদিন আগে নিজাম উদ্দিনের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এরপর নতুন করে কাজ না পাওয়ায় তিনি আর্থিক সংকট ও হতাশার মধ্যে ছিলেন। এরই মধ্যে গত ১২ সেপ্টেম্বর রিয়াদে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন। ঈদরু খুদপঞ্চ ঈরফবং বর্তমানে তার লাশ রিয়াদের আবু হাদরিয়্যাহ, আল মাতার আশ শামালি হাসপাতালের মর্গে সংরক্ষিত রয়েছে।

দুর্ঘটনার পর এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও অর্থের অভাবে লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে পারছে না পরিবারটি। নিহতের স্ত্রী শাম্মী আক্তার কানিজ বলেন, 'আমার স্বামীর রোজগারেই আমাদের সংসার চলত। দীর্ঘদিন ধরে তিনি কাজ না পাওয়ায় বাড়িতেও টাকা-পয়সা পাঠাতে পারছিলেন না। এখন তিনি নেই, অথচ তার লাশটিও দেশে আনতে পারছি না। আমাদের পরিবারের সেই সামর্থ্য নেই।'

তিনি আরও বলেন, 'সরকারের কাছে আমার আকুল আবেদন, যেন সরকারি খরচে আমার স্বামীর লাশ দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়। শেষবারের মতো তাকে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে চাই।

পরিবারের সদস্যরা জানান, নিজাম উদ্দিনের মৃত্যুতে স্ত্রী ও সন্তানসহ স্বজনরা শোকাহত। একদিকে স্বজন হারানোর বেদনা, অন্যদিকে লাশ দেশে ফেরানোর অর্থ জোগাড়ের অসহায়ত্ব-সব মিলিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছে পরিবারটির।

এ অবস্থায় স্বামীর লাশ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে এনে পরিবারের কাছে হস্তান্তরের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রবাসীকল্যাণ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি সহযোগিতা কামনা করেছেন নিহতের স্ত্রী ও স্বজনরা।

জৈন্তাপুরে জঙ্গলে মিলল বিদেশি অস্ত্র ও লুটের গুলি



সিলেট অফিস : সিলেটের জৈন্তাপুরে জঙ্গলের ভেতর থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি বিদেশি দোনলা বন্দুক, থানা থেকে লুট হওয়া পুলিশের চার রাউন্ড তাজা কার্তুজ ও দুই রাউন্ড রাইফেলের গুলি উদ্ধার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)-৯।

গুরুবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জৈন্তাপুর থানার হরিপুর বাজারের হাউদপাড়া সংলগ্ন সিলেট-জাফলং মহাসড়কের পশ্চিম পাশে জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে এসব অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। এসআরবি-৯-এর সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অভিযানের সময় জঙ্গলের ভেতর পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি বিদেশি দোনলা বন্দুক, থানার মালখানা থেকে লুট হওয়া চার রাউন্ড তাজা কার্তুজ এবং দুই রাউন্ড তাজা রাইফেলের গুলি পাওয়া যায়। তবে এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে তৎক্ষণিকভাবে আটক করা যায়নি।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, হরিপুর এলাকায় সক্রিয় চোরাকারবারি ও সংঘবদ্ধ চোরাচালানকারীদের বিভিন্ন ধরনের অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহারের বিষয়ে আগে থেকেই তথ্য ছিল। উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও গোলাবারুদ ওই চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কি না, তা যাচাই করা হচ্ছে। এসআরবি-৯ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও গোলাবারুদের উৎস এবং এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে গোয়েন্দা অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম চলছে। পাশাপাশি চোরাকারবারি চক্রের কাছে থাকা অন্য অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

উদ্ধার করা আলামত পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জৈন্তাপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এসআরবি-৯-এর মিডিয়া কর্মকর্তা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

শাহজালাল (রহ.) মাজারের 'অবৈধ কমিটি' বাতিল না করলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

সিলেট অফিস : হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার শরিফের দানকৃত অর্থের অসাধু উপায়ে ভাগ-বাটোয়ারা বন্ধ এবং বিতর্কিত একতরফা কমিটি বাতিলের দাবিতে সিলেটে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে 'একতাবদ্ধ সিলেটবাসী'-র আয়োজনে কোর্ট পয়েন্টে এই কর্মসূচি পালিত হয়। সমাবেশে বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার শরিফ সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ও সিলেটবাসীর আবেগ এবং শ্রদ্ধার প্রতীক। ভক্ত ও সাধারণ মানুষের দান করা অর্থ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পকেটে যাওয়ার সুযোগ নেই। একটি কুচক্রী মহল অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে এই পবিত্র আমানতের টাকা আত্মসাৎ করছে।



বক্তারা আরও বলেন, বর্তমান মাজার কমিটি একতরফাভাবে গঠন করা হয়েছে, যা মাজারের ঐতিহ্য ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে। সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষ এই অনিয়ম কোনোভাবেই মেনে নেবে না। অবিলম্বে এই 'অবৈধ ও একতরফা' কমিটি বাতিল করে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার দাবি জানান তারা। অন্যথায় ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

একতাবদ্ধ সিলেটবাসীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ১১ দলীয় জোটের শীর্ষ নেতা মাওলানা রেজাউল করিম জালালীর সভাপতিত্বে এবং সিলেট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও একতাবদ্ধ সিলেটবাসীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মইনুল ইসলাম আশরাফীর সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন-এহছানুল হক তাহের, এম এ রহিম, আলহাজ্ব মোক্তার আহমদ তালুকদার, টিপু চৌধুরী, হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, রুবেল আহমদ, এম এ রবিউল, মো. তোফায়েল আহমদ, আশরাফুল ইসলাম, জুলাই যোদ্ধা আব্দুশ শহীদ খান, আমিনুল ইসলাম বকুল, হাবিবুর রহমান হাবিব, ইমতিয়াজ রহমান ইনু, মাওলানা শফিকুর রহমান, মো. কামাল মিয়া, মীর মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, ইমরান হোসাইন, মো. জামিল আহমদ লিটন,

হাজী মো. আশরাফ আলী, শিপলু আহমদ, মনোয়ার হোসাইন, এসএ আলী জালালাবাদী, মো. জয়নাল আবেদীন, মো. মুজিবুর রহমান, মো. মাহফুজুর রহমান ও এম খাইরুল ইসলামসহ আরও অনেকে। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভকারীরা নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করেন এবং মাজারের অর্থ তহরুপের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানান।

অভিবাসন আইনে ব্যাপক পরিবর্তন

শিকার কর্মীদের জন্যও পরিবর্তন আনা হয়েছে। কোনো স্কিলড ওয়ার্কার ন্যাশনাল রেফারাল মেকানিজম বা এনআরএমে রেফার হওয়ার পর আধুনিক দাসত্বের বিষয়ে ইতিবাচক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পেলে নির্দিষ্ট শর্তে তার কাজের বিধিনিষেধ পরিবর্তন করা যাবে। এর ফলে যোগ্য কর্মী বর্তমান ভিসার বাকি সময়ের মধ্যে অন্য নিয়োগকর্তার অধীনে কাজ করতে পারবেন।

নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এসব কর্মী স্থনিয়োজিত কাজ এবং স্বেচ্ছাসেবী কাজও করতে পারবেন। তবে পেশাদার খেলোয়াড় বা ক্রীড়া প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করার ওপর বিধিনিষেধ থাকবে।

হোম অফিসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, শোষণের শিকার কর্মীদের সুরক্ষা এবং নিয়োগকর্তার মাধ্যমে ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসকে নিয়ন্ত্রণের সুযোগ কমানো এই পরিবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইমিগ্রেশন আইন ভঙ্গের ক্ষেত্রেও নতুন বিধান যুক্ত হয়েছে। ইমিগ্রেশন বেইলের শর্ত ভঙ্গ করা, নির্ধারিত রিপোর্টিংয়ে হাজির না হওয়া বা ইমিগ্রেশন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এড়িয়ে যাওয়ার মতো বিষয় ভবিষ্যতের কিছু আবেদনে বিবেচনায় নেওয়া হতে পারে। ফি মওকুফের আবেদন, আবেদন পরিবর্তন এবং বায়োমেট্রিক তথ্য জমা দেওয়ার সময়সীমা নিয়েও নিয়ম আরও স্পষ্ট করা হয়েছে।

পারিবারিক নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত ভিকটিম অব ডোমেস্টিক অ্যাবিউজ রুটেও পরিবর্তন এসেছে। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোনো আবেদনকারীর ১৮ বছরের বেশি বয়সী নির্ভরশীল সন্তানও নতুন বিধানের আওতায় আবেদন করার সুযোগ পেতে পারেন। বিশেষ করে পারিবারিক নির্যাতনের কারণে সম্পর্ক স্থায়ীভাবে ভেঙে যাওয়ার পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে এই সংশোধন আনা হয়েছে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সেটেলমেন্ট স্কিম বা ইইউএসএস-এও বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তির পরিস্থিতি পরিবর্তিত হলেও তার প্রি-সেটেলড স্ট্যাটাস সরাসরি হারানোর বিষয়টি নতুন বিধানের মাধ্যমে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে। পরিবারে যোগদানকারী সদস্যদের আবেদন এবং কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সন্তানদের স্ট্যাটাস নিয়েও সংশোধন আনা হয়েছে।

হংকং ব্রিটিশ ন্যাশনাল ওভারসিজ বা বিএনও রুটে নির্ভরশীল সন্তানদের সেটেলমেন্টের নিয়মেও পরিবর্তন করা হয়েছে। নির্দিষ্ট ১৮ বছরের নিচের সন্তানদের ক্ষেত্রে যোগ্য বাবা বা মায়ের সঙ্গে সেটেলমেন্টের সুযোগ আরও স্পষ্ট করা হয়েছে এবং আলাদাভাবে পাঁচ বছরের ধারাবাহিক বসবাসের শর্তের প্রয়োগে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

ভিজিটর রুটে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন রয়েছে। যুক্তরাজ্যে কোনো প্রশিক্ষণ নিতে হলে সেটি আবেদনকারীর নিজ দেশে পাওয়া যায় না এমন প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা কিছু ক্ষেত্রে তুলে দেওয়া হচ্ছে। শিল্পী, সংগীতশিল্পী ও বিনোদনকর্মীদের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে রিহার্সাল বা মহড়ায় অংশগ্রহণের সুযোগও স্পষ্ট করা হয়েছে।

ধর্মীয় কর্মীদের জন্য ব্যবহৃত টি-টু মিনিস্টার অব রিলিজিয়ন এবং টেম্পোরারি ওয়ার্ক-রিলিজিয়াস ওয়ার্কার রুটের কিছু পরিবর্তন ২৯ অক্টোবর ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে। নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে স্পনসরদের কর্মীর থাকা ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা হয়েছে।

এদিকে নতুন আবেদনকারীদের জন্য বন্ধ থাকা স্টার্ট-আপ রুট, টি-ওয়ান ইনভেস্টর এবং টি-ওয়ান এন্টারপ্রেনার রুটের কিছু পুরানো ও অপ্রাসঙ্গিক বিধানও ইমিগ্রেশন রুলস থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এসব পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানে চালু থাকা রুটগুলোর সঙ্গে নিয়মগুলোকে সামঞ্জস্য করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

হোম অফিসের প্রকাশিত নথি অনুযায়ী, এইচসি ৫৮৪-এর সবচেয়ে বড় অংশ ৮ অক্টোবর ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে ২৯ অক্টোবর, ৩০ নভেম্বর এবং ৯ ডিসেম্বর বিভিন্ন পরিবর্তন বাস্তবায়িত হবে। ফলে ব্রিটেনে পড়াশোনা, কাজ, ভ্রমণ কিংবা বসবাসের জন্য আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে আবেদন জমা দেওয়ার তারিখের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট রুটের নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার তারিখও বিবেচনা করতে হবে।

ব্রিটেন সরকার ২০২৬ সালের হেলথ অ্যান্ড কেয়ার ওয়ার্কার ভিসার আওতাভুক্ত যোগ্য পেশাগুলোর পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেছে। সরকারি নির্দেশনায় মোট ৩১টি পেশা ও সংশ্লিষ্ট অকুপেশন কোড উল্লেখ করা হয়েছে।

এই ভিসার আওতায় আবেদন করতে হলে সংশ্লিষ্ট পেশায় যোগ্যতা থাকার পাশাপাশি হোম অফিস অনুমোদিত নিয়োগকর্তার কাছ থেকে চাকরির অফার থাকতে হবে। একই সঙ্গে আবেদনকারীকে নির্ধারিত বেতনসংক্রান্ত শর্তও পূরণ করতে হবে।

ব্রিটেন সরকারের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী হেলথ অ্যান্ড কেয়ার ওয়ার্কার ভিসার জন্য যোগ্য পেশাগুলো হলো : স্বাস্থ্যসেবা ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপক ও পরিচালক কোড ১১৭১, আবাসিক, ডে ও ডর্মিসিলিয়ারি কেয়ার ব্যবস্থাপক ও মালিক ১২৩২, বায়োকেমিস্ট ও বায়োমেডিক্যাল বিজ্ঞানী ২১১৩, ভৌতবিজ্ঞানী ২১১৪, সাধারণ চিকিৎসক ২২১১, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ২২১২, ফিজিওথেরাপিস্ট ২২২১, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট ২২২২, স্পিচ ও ল্যান্ডুয়েজ থেরাপিস্ট ২২২৩, সাইকোথেরাপিস্ট ও কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপিস্ট ২২২৪, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ২২২৫, অন্যান্য সাইকোলজিস্ট ২২২৬, অন্যান্য থেরাপি পেশাজীবী ২২২৯, মিডওয়াইফারি নার্স ২২৩১, নিবন্ধিত কমিউনিটি নার্স ড ২২৩২, নিবন্ধিত বিশেষজ্ঞ নার্স ২২৩৩, নিবন্ধিত নার্স প্র্যাকটিশনার ২২৩৪, নিবন্ধিত মানসিক স্বাস্থ্য নার্স ২২৩৫, নিবন্ধিত শিশু নার্স ২২৩৬, অন্যান্য নিবন্ধিত নার্সিং পেশাজীবী ২২৩৭, ফার্মাসিস্ট ২২৫১,

অপটোমেট্রিস্ট ২২৫২, ডেন্টাল প্র্যাকটিশনার ২২৫৩, মেডিকেল রেডিওগ্রাফার ২২৫৪, প্যারামেডিক ২২৫৫, পডিয়াট্রিস্ট ২২৫৬, অন্যান্য স্বাস্থ্য পেশাজীবী ২২৫৯, সমাজকর্মী ২৪৬১, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান ৩১১১, ফার্মাসিউটিক্যাল টেকনিশিয়ান ৩২১২, নার্সিং সহকারী ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ৬১৩১।

শুধু পেশার নাম থাকলেই হবে না ঃ

সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী, আবেদনকারী যে চাকরিতে নিয়োজিত হবেন সেটি তালিকাভুক্ত পেশা ও সংশ্লিষ্ট অকুপেশন কোডের আওতায় পড়ে কি না, তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ।

এ ছাড়া আবেদনকারীকে এমন কোনো নিয়োগকর্তার কাছ থেকে চাকরির অফার নিতে হবে, যিনি ব্রিটেনের হোম অফিসের অনুমোদিত স্পনসর।

বেতনসংক্রান্ত শর্তও পূরণ করতে হবে। আবেদনকারীর বেতন নির্ধারিত ন্যূনতম বেতনসীমা অথবা সংশ্লিষ্ট পেশার নির্ধারিত ‘গোয়িং রেট’ভূমর্থাৎ ওই পেশায় প্রযোজ্য নির্ধারিত বেতনহারডুএর মধ্যে যেটি বেশি, সেই শর্ত পূরণ করতে হবে।

নিয়োগকর্তার দায়িত্বও গুরুত্বপূর্ণঃ

সরকারি নির্দেশনায় নিয়োগকর্তাদের জন্যও নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। কোনো নিয়োগকর্তা যদি কর্মীকে জাতীয় ন্যূনতম মজুরির কম বেতন দেন অথবা ব্রিটেনের কর্মঘণ্টা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্মীর ভিসা আবেদন প্রত্যাক্ষাত হতে পারে।

হেলথ অ্যান্ড কেয়ার ওয়ার্কার ভিসা মূলত ব্রিটেনের স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক যত্নসেবা খাতে প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মী নিয়োগের জন্য ব্যবহৃত একটি কর্মভিত্তিক ভিসা ব্যবস্থা। এর আওতায় চিকিৎসা, নার্সিং, থেরাপি, ফার্মাসি, ডায়াগনস্টিক, প্যারামেডিক এবং সামাজিক যত্নসেবাসহ বিভিন্ন পেশা রয়েছে।

তবে তালিকায় কোনো পেশার নাম থাকা মানেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিসার জন্য যোগ্য হয়ে যাবেন না। পেশার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পেশাগত যোগ্যতা, অনুমোদিত নিয়োগকর্তা, চাকরির শর্ত এবং প্রযোজ্য বেতনসংক্রান্ত অন্যান্য শর্ত পূরণ করতে হবে।

ব্রিটেনে হেলথ অ্যান্ড কেয়ার ওয়ার্কার ভিসার ক্ষেত্রে ডাক্তার, ডেন্টিস্ট, নার্স ও মিডওয়াইফদের জন্য ইংরেজি ভাষার প্রমাণ দেওয়ার বিশেষ সুযোগ রয়েছে। তবে এই সুবিধা পেতে আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী নিয়ন্ত্রক সংস্থার গ্রহণযোগ্য ইংরেজি ভাষার মূল্যায়ন আগে পাস করতে হবে। ব্রিটিশ সরকারের সরকারি নির্দেশনায় বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

ব্রিটিশ সরকারের তথ্য অনুযায়ী, কোনো আবেদনকারী ডাক্তার, ডেন্টিস্ট, নার্স অথবা মিডওয়াইফ হলে এবং সংশ্লিষ্ট রেগুলেটেড প্রফেশনাল বডি বা নিয়ন্ত্রিত পেশাজীবী সংস্থার গ্রহণযোগ্য ইংরেজি ভাষার মূল্যায়নে ইতোমধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে থাকলে, হেলথ অ্যান্ড কেয়ার ওয়ার্কার ভিসার আবেদনের সময় তাকে আলাদাভাবে ইংরেজি ভাষাজ্ঞান প্রমাণ করতে হবে না।

এই চার পেশা হলো ডাক্তার, ডেন্টিস্ট, নার্স ও মিডওয়াইফ। অর্থাৎ ভিসার জন্য আলাদা ইংরেজি পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নাও হতে পারে, যদি আবেদনকারী তার পেশাগত নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার স্বীকৃত ইংরেজি ভাষার মূল্যায়ন ইতোমধ্যে সম্পন্ন করে থাকেন।

তবে বিষয়টি সরাসরি ‘ইংরেজি পরীক্ষা ছাড়’ হিসেবে দেখলে ভুল হবে। কারণ আবেদনকারীর ইংরেজি ভাষার দক্ষতা কোনোভাবেই পুরোপুরি বাদ যাচ্ছে না। বরং ভিসার জন্য আলাদা করে আবার পরীক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে পেশাগত নিবন্ধনের সময় সম্পন্ন করা স্বীকৃত ইংরেজি মূল্যায়নকে গ্রহণ করা হচ্ছে। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশনায় এই পার্থক্যটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

ব্রিটেনে হেলথ অ্যান্ড কেয়ার ওয়ার্কার ভিসার জন্য সাধারণত ইংরেজি ভাষাজ্ঞান প্রমাণ করতে হয়। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী, আবেদনকারী বিভিন্ন উপায়ে ইংরেজি দক্ষতা প্রমাণ করতে পারেন।

এর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাজ্যের স্কুলের যোগ্যতা, ইংরেজিতে পড়ানো যুক্তরাজ্যের কোনো ডিগ্রি, ইংরেজিতে পড়ানো যুক্তরাজ্যের বাইরের ডিগ্রি অথবা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি ভাষার পরীক্ষা। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সিকিউর ইংলিশ ল্যান্ডুয়েজ টেস্ট বা সেল্ট-এর মাধ্যমে দক্ষতা প্রমাণ করতে হয়।

বর্তমান সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী, নতুন আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে সাধারণ ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয় মান বিটু বা বি২, অর্থাৎ কমন ইউরোপিয়ান ফ্রেমওয়ার্ক অব রেফারেন্স ফর ল্যান্ডুয়েজ বা সিইএফআর-এর বি২ স্তর। তবে আগে থেকে থাকা ভিসা বাড়ানো বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কিছু ভিন্ন নিয়ম প্রযোজ্য হতে পারে।

ডাক্তার, ডেন্টিস্ট, নার্স ও মিডওয়াইফদের ক্ষেত্রে তাদের পেশাগত নিবন্ধনের জন্য যে ইংরেজি ভাষার মূল্যায়ন গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সেটিই ভিসার ইংরেজি ভাষার শর্ত পূরণের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশনায় ডাক্তারদের জন্য জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল বা জিএমসি, ডেন্টিস্টদের জন্য জেনারেল ডেন্টাল কাউন্সিল বা জিডিসি, আর নার্স ও মিডওয়াইফদের জন্য নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি কাউন্সিল বা এনএমসি-র মতো পেশাগত নিয়ন্ত্রক সংস্থার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

হেলথ অ্যান্ড কেয়ার ওয়ার্কার ভিসা মূলত ব্রিটেনের বাইরে থাকা যোগ্য স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা পেশাজীবীদের ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস বা এনএইচএস, এনএইচএস-অর্থায়িত প্রতিষ্ঠান এবং নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য ও সামাজিক পরিচর্যা খাতে কাজের সুযোগ দেওয়ার। ফ্যামেলি ভিসায় লাগবে না ইংরেজি :

যুক্তরাজ্যে ফ্যামিলি ভিসার আবেদনকারীদের জন্য ইংরেজি ভাষার যোগ্যতা প্রমাণের নিয়ম রয়েছে। তবে নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে আবেদনকারীদের এই শর্ত থেকে ছাড় দেওয়া হয়। ব্রিটিশ সরকারের বর্তমান নির্দেশনা অনুযায়ী, পাঁচ শ্রেণির আবেদনকারীকে ইংরেজি ভাষার জ্ঞান প্রমাণ করতে বা অনুমোদিত ইংরেজি পরীক্ষা

দিতে হয় না।

প্রথমত, শিশু হিসেবে ফ্যামিলি ভিসার আবেদনকারীরা এই ছাড়ের আওতায় রয়েছেন। দ্বিতীয়ত, কোনো আত্মীয়ের কাছ থেকে পরিচর্যা নেওয়ার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে ব্রিটেনে আসতে চাওয়া ব্যক্তিদেরও ইংরেজি ভাষার শর্ত পূরণ করতে হয় না।

তৃতীয় শ্রেণিতে রয়েছেন এমন আবেদনকারীরা, যারা ফ্যামিলি ভিসায় পাঁচ বছর ব্রিটেনে থাকার পর পার্টনার বা প্যারেন্ট হিসেবে ভিসা বাড়ানোর আবেদন করছেন। সরকারি নিয়মে এই পরিস্থিতিতে আবার ইংরেজি ভাষার প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

চতুর্থত, আবেদনের সময় ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তির ইংরেজি ভাষার পরীক্ষা থেকে ছাড় পান। বয়স প্রমাণের জন্য পাসপোর্ট বা গ্রহণযোগ্য ভ্রমণ নথি ব্যবহার করা যেতে পারে।

পঞ্চম শ্রেণিতে রয়েছেন এমন ব্যক্তির, যাদের শারীরিক বা মানসিক কোনো সমস্যা রয়েছে এবং সেই কারণে ইংরেজি ভাষার শর্ত পূরণ করা সম্ভব নয়। তবে শুধু কোনো শারীরিক বা মানসিক সমস্যা থাকলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছাড় পাওয়া যায় না। সংশ্লিষ্ট অবস্থার কারণে ইংরেজি শেখা বা অনুমোদিত পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়ড় এমন বিষয় প্রমাণ করতে হত পারে।

সরকারি নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সাধারণভাবে ফ্যামিলি ভিসার প্রাপ্তবয়স্ক আবেদনকারীদের ইংরেজি ভাষার জ্ঞান প্রমাণ করতে হয়। এটি করা যেতে পারে অনুমোদিত ইংরেজি পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় ফল অর্জন, ইংরেজিতে পড়ানো কোনো ডিগ্রি অথবা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যান্য স্বীকৃত যোগ্যতার মাধ্যমে।

প্রথমবার ফ্যামিলি ভিসার ক্ষেত্রে সাধারণত প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ইংরেজি দক্ষতা এ-১ পর্যায়। পরবর্তী সময়ে ভিসা বাড়ানোর ক্ষেত্রে আবেদনকারী আগের পরীক্ষার ফল এবং পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে উচ্চতর ভাষাগত যোগ্যতা প্রয়োজন হতে পারে।

এ ছাড়া যুক্তরাজ্যের সরকারি তালিকায় কয়েকটি দেশের নাগরিকদেরও ইংরেজি ভাষার প্রমাণ থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা, অস্ট্রেলিয়া, বাহামাস, বার্বাডোস, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রসহ একাধিক দেশ।

তবে ইংরেজি ভাষার পরীক্ষা থেকে ছাড় পাওয়া মানেই ফ্যামিলি ভিসার অন্য সব শর্ত থেকে ছাড় পাওয়া নয়। আবেদনকারীর সম্পর্ক, আর্থিক সক্ষমতা, আবাসন এবং ভিসার ধরন অনুযায়ী অন্যান্য যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হতে পারে।

অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভ ভিসায় যে ৪ ধরনের আত্মীয়

আবেদন করতে পারবেন :

ব্রিটিশ সরকারের অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভ ভিসা ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট চার ধরনের পারিবারিক সম্পর্কের ব্যক্তিদের স্পনসর করে যুক্তরাজ্যে আনা যেতে পারে। এই ভিসার আওতায় আবেদন করতে হলে আবেদনকারীকে নির্ধারিত সম্পর্কগুলোর যেকোনো একটির মধ্যে থাকতে হবে।

যুক্তরাজ্য সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী, অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভ হিসেবে যুক্তরাজ্যে প্রবেশের অনুমতি বা থাকার অনুমতির জন্য আবেদনকারীকে স্পনসরের বাবা বা মা, দাদা-দাদি বা নানা-নানি, ছেলে বা মেয়ে, অথবা ভাই বা বোন হতে হবে।

অর্থাৎ, এই ভিসা ব্যবস্থার আওতায় চাচা, মামা, খালা, ফুফু, চাচাতো-মামাতো-খালাতো-ফুফাতো ভাই-বোন কিংবা শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা সাধারণভাবে আবেদনকারী হিসেবে যোগ্য নন।

অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভ ভিসা মূলত এমন প্রাপ্তবয়স্ক আত্মীয়দের জন্য, যাদের বয়স, অসুস্থতা বা প্রতিবন্ধকতার কারণে দীর্ঘমেয়াদি ব্যক্তিগত যত্ন প্রয়োজন এবং নিজ দেশে প্রয়োজনীয় পর্যায়ের যত্ন বা সহায়তা পাওয়া সম্ভব নয়।

তবে শুধু ব্রিটিশ নাগরিক বা যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তির বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, সন্তান কিংবা ভাই-বোন হলেই এই ভিসা পাওয়া নিশ্চিত নয়। আবেদনকারীকে তার প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত যত্নের বিষয়টি এবং নিজ দেশে সেই প্রয়োজনীয় যত্ন পাওয়ার সুযোগ না থাকার বিষয়টিও প্রমাণ করতে হয়।

যুক্তরাজ্য সরকারের নিয়ম অনুযায়ী, আবেদনকারীর সঙ্গে স্পনসরের পারিবারিক সম্পর্ক এবং তার নির্ভরশীলতার প্রকৃতিদুই বিষয়ই আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

এদিকে, পারিবারিক ভিসার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার পরীক্ষার কিছু ছাড়ের বিষয়েও যুক্তরাজ্য সরকার বিভিন্ন শ্রেণির আবেদনকারীর কথা উল্লেখ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে শিশু, ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী আবেদনকারী, যুক্তরাজ্যে কোনো আত্মীয়ের কাছ থেকে যত্ন নেওয়ার জন্য আসা প্রাপ্তবয়স্ক এবং নির্দিষ্ট শারীরিক বা মানসিক অবস্থার কারণে ইংরেজি ভাষার শর্ত পূরণে অক্ষম ব্যক্তির।

ব্রিটিশ সরকারের এই নতুন নিয়ম চালুর ফলে বাংলাদেশীরাও এসকল সুযোগ ভোগ করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন, ইমিগ্রেশন আইনজীবীগণ।

DISHA
PREMIUM QUALITY RICE

WHEN THE OCCASION MATTERS, CHOOSE DISHA.
Premium Quality Rice for Every Celebration

LONG GRAINS • RICH AROMA • AUTHENTIC TASTE

DISHA
1325 EXTRA LONG MEGA SELLA BASMATI RICE

DISHA
GOLDEN SELLA BASMATI RICE

DISHA
SUPREME PURE EXTRA LONG BASMATI RICE

DISHA
PREMIUM QUALITY PRODUCTS
TASTE THE DIFFERENCE

একনেকে ১৫৮২৩ কোটি টাকার ১৩ প্রকল্প অনুমোদন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চলতি অর্থবছরের চতুর্থ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ১৫ হাজার ৮২৩ কোটি ৫৭ লাখ টাকা ব্যয়ের ১৩টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। এর মধ্যে নতুন প্রকল্প রয়েছে ৮টি। পাশাপাশি ৩টি প্রকল্প সংশোধন এবং ২টি প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ের মন্ত্রিসভা কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এসব প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন তারেক রহমান। অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মোট ব্যয়ের মধ্যে সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ১০ হাজার ১১৮ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। প্রকল্প ঋণ থেকে আসবে ৫ হাজার ২৫২ কোটি ৯৬ লাখ টাকা। আর সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর নিজস্ব অর্থায়ন ৩৮২ কোটি ২৮ লাখ টাকা।

সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান; স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ; মহিলা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেন; ভূমি মন্ত্রী মো. মিজানুর রহমান মিনু; শিল্প, বস্ত্র ও বাণিজ্য মন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির; পানিসম্পদ মন্ত্রী মো. শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি; বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন; সড়ক পরিবহন ও সেতু, রেলপথ মন্ত্রী শেখ রবিউল আলম; পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি; বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা অংশ নেন। একনেক সভায় অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২টি প্রকল্প হলো ‘Integrated Health System Response to Fight Against TB, HIV/AIDS and Malaria In Bangladesh’ এবং ‘পটুয়াখালী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, পটুয়াখালী (১ম সংশোধিত)’।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১টি প্রকল্প হলো ‘ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর সাপোর্ট প্রজেক্ট-২ (এফএসএসপি-২)’। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১টি প্রকল্প হলো ‘চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে বিদ্যমান শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান রৌফাবাদ, চট্টগ্রাম-এ হোস্টেল ভবন সম্প্রসারণ ও সক্ষমতা’। পানি মন্ত্রণালয়ের ২টি প্রকল্প হলো ‘মুসাপুর রেশুলেটর নির্মাণসহ ছোট ফেনী এবং বামনী নদী অববাহিকায়

মন্ত্রণালয়ের ১টি প্রকল্প হলো ‘হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (৩য় সংশোধন)’। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১টি প্রকল্প হলো ‘র্যাব (এসআরবি)-এর কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)’। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২টি প্রকল্প হলো ‘ফেনী জেলার সোনাগাজীতে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ’ এবং ‘তিনটি পার্বত্য জেলায় বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ’। একনেক সভায় পরিকল্পনামন্ত্রীর নিজস্ব

সংশোধিত) প্রকল্প; ১০ জেলায় বিএসটিআইর আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প; রূপসা ৮০০ মে. ওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প (১ম সংশোধিত); মিরপুর ইউসেপ-শ্রম ও কর্মসংস্থান ইনসিটিউট স্থাপন এবং মানসম্পদ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত); ক্লাইমেট-স্মার্ট এগ্রিকালচার অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিএসএডার্লিউএম) (বাপাউবো অংশ) প্রকল্প (১ম সংশোধিত); কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট ও ফুলবাড়ী উপজেলাধীন ধরলা নদীর বন্যা



সমন্বিত বন্যা ও নদী ব্যবস্থাপনা এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (অংশ-১)’ এবং ‘মেঘনা নদীর ভাঙন থেকে ভোলা সদর ও দৌলতখান উপজেলাধীন শিবপুর, ধনিয়া ও মেদুয়া এলাকা রক্ষা’। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১টি প্রকল্প হলো ‘ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)’। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন সমবায় মন্ত্রণালয়ের ২টি প্রকল্প হলো ‘রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প’ এবং ‘মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধন)’। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন

ক্ষমতাবলে অনুমোদিত ৫০ কোটি টাকার কম ব্যয় সম্বলিত ১৫টি প্রকল্প সরাসরিকও অবহিত করা হয়। ওই প্রকল্পগুলো হলো- বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নির্বর ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বিদ্যমান ও তলা ভবনের উপর ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৬ তলার ভিত) প্রকল্প; বিমান বাহিনী ঘাঁটি কুমিটোলা ঢাকায় বিদ্যমান বিএএফ শাহীন কলেজের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষাদান সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প; আলীকদম সেনানিবাসে আলীকদম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্ব) প্রকল্প; ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিশক্তিমানকরণ (২য়

নিয়ন্ত্রণসহ বাম ও ডান তীর সংরক্ষণ (২য় সংশোধন); হবিগঞ্জ জেলার বিবিয়ানী বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সম্মুখে কুশিয়ারা নদীর উভয় তীর প্রতিরক্ষা (২য় সংশোধন) প্রকল্প; ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের সড়ক উন্নয়ন ও ড্রেনেজ নেটওয়ার্কসহ নাগরিক সেবা উন্নতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প; সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) প্রকল্প; বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি আইডিবি) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প; ভূয়াপুর-তারাকান্দি জেলা মহাসড়ক (জেড-৪৮০১) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভায় ভূপৃষ্ঠস্থ পানি পরিশোধপূর্বক পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ ও নিরাপদ স্যানিটেশন প্রকল্প।

ভারতে ইলিশ রপ্তানি বন্ধে সরকারকে আইনি নোটিশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশের বাজারে ইলিশের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পুনঃরপ্তানি (জব-বীড়ডুঃঃ) চক্রের বাণিজ্যিক শোষণ বন্ধে ভারতে ইলিশ রপ্তানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার দাবিতে সরকারকে প্রতিরোধমূলক আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। মঙ্গলবার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মাহমুদুল হাসান মামুন জনস্বার্থে এ নোটিশ প্রেরণ করেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান বরাবর ডাকযোগে এ নোটিশ পাঠানো হয়। নোটিশে উল্লেখ করা হয়, জাতীয় মাছ ও ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হওয়া সত্ত্বেও দেশের বাজারে এক কেজি ওজনের ইলিশের দাম দাঁড়িয়েছে প্রায় ২,৬০০ থেকে ৩,০০০ টাকা যা

২১ থেকে ২৫ মার্কিন ডলারের সমান)। অস্বাভাবিক এই আকাশচুম্বী মূল্যের কারণে দেশের সাধারণ, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ক্রেতারা ইলিশ কেনার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছেন। এতে অভিযোগ করা হয়, বিগত বছরগুলোতে স্থানীয় বাজারের চরম সংকট উপেক্ষা করে ভারতে অত্যন্ত কম মূল্যে-মাত্র ১০ মার্কিন ডলারে ইলিশ রপ্তানির আত্মঘাতী নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। অথচ ভারতে নিজস্ব বিপুল উৎপাদন থাকা সত্ত্বেও তারা বাংলাদেশ থেকে নামমাত্র মূল্যে ইলিশ আমদানি করছে। নোটিশদাতার দাবি, ভারতীয় আমদানিকারকরা মূলত একটি প্রতারণামূলক বাণিজ্য কৌশল অবলম্বন

করছে। তারা বাংলাদেশ থেকে সস্তায় ইলিশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের বাজারে প্রতি কেজি ৪০ থেকে ৫০ ডলারে প্রতি কেজি ৪০ থেকে ৫০ করে। মধ্যস্বত্বভোগী ভারতীয় ব্যবসায়ীদের এই অনৈতিক বাণিজ্যের ফলে বাংলাদেশ হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সংবিধানের ২১(১) অনুচ্ছেদের কথা উল্লেখ করে নোটিশে বলা হয়, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের সাংবিধানিক দায়িত্ব। সরকার এখনও ভারতে ইলিশ রপ্তানির চূড়ান্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করলেও, সাধারণ ভোক্তার স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কোনো

পদক্ষেপ যেন নেওয়া না হয়, সেজন্য প্রতিরোধমূলক হিসেবেই এ নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্রের যদি বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজনই হয়, তবে ভারতীয় মধ্যস্বত্বভোগীদের বাদ দিয়ে বাংলাদেশ থেকে সরাসরি আন্তর্জাতিক বাজারে ন্যায্যমূল্যে উদ্বৃত্ত ইলিশ রপ্তানির স্থায়ী নীতিমালা প্রণয়নের দাবি জানানো হয়। নোটিশে আগামী সাত দিনের মধ্যে ভারতে ইলিশ রপ্তানির সব ধরনের প্রশাসনিক উদ্যোগ বন্ধ করা, স্থানীয় বাজারে সরবরাহ বৃদ্ধি করে দাম সাধারণের নাগালে আনা এবং সরাসরি বৈশ্বিক বাজারে রপ্তানির নীতিমালা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পদক্ষেপ না নিলে খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগে জনস্বার্থে রিট পিটিশন দায়ের করা হবে বলেও নোটিশে সতর্ক করা হয়।



কুমিল্লায় বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ, আহত ২৫



বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে কুমিল্লার মেঘনায় বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) উপজেলার চালিভাঙ্গা ইউনিয়নের নলচর এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের পর এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেঘনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহীদুল ইসলাম। স্থানীয় সূত্র জানায়, চালিভাঙ্গা ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক রবিউল্লাহ রবি সরকার ও একই ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল বারেকের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলছিল। আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দুজনই চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হতে আগ্রহী হওয়ায় এই বিরোধ আরো তীব্র হয়। এরই জেরে গত সোমবার রাতে রবি সরকারের বাড়ির সামনে আব্দুল বারেকের অনুসারীরা পাঁচটি বাজি ফোটান। এ নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উভয় পক্ষের সমর্থকেরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এ সময়

ইট-পাটকেল ও টেটা নিক্ষেপের ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ২৫ জন আহত হন। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাশের নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সোনারগাঁ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রাসেল আহমেদ ভূঁইয়া বলেন, আহতদের মধ্যে ১৮ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গুরুতর আহত জামাল ও সালমা নামের দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সংঘর্ষের বিষয়ে যুবদল নেতা রবিউল্লাহ রবি সরকার ও বিএনপি নেতা আব্দুল বারেকের বক্তব্য জানতে একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁদের পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে মেঘনা থানার ওসি মো. শহীদুল ইসলাম বলেন, সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। ওসি আরো বলেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সংঘর্ষের ঘটনায় কোনো পক্ষ থানায় লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : প্রেসিডেন্ট মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর বঙ্গভবনে এটি ছিল মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সাক্ষাৎ। মঙ্গলবার বিকালে বঙ্গভবনে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয় বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্টের প্রেস সচিব মো. সরওয়ার আলম। বেলা ৩টার দিকে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গভবনে এসে পৌঁছালে প্রেসিডেন্ট তাকে স্বাগত জানান। পরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব, সচিব, প্রেস সচিবসহ কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। প্রেস সচিব জানান, সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র সফর, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ এবং সাইডলাইনে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান, জাতিসংঘের মহাসচিব ও শীর্ষ কর্মকর্তা, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকসহ সফরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে

অবহিত করেন। প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৮১তম অধিবেশনে দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি ভাষণটিকে ‘দূরদর্শী, দৃঢ়প্রত্যয়ী ও দিকনির্দেশনামূলক’ হিসেবে উল্লেখ করেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, ভাষণটিতে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থানও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই সফর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুসংহত ও সুদৃঢ় করার পাশাপাশি জনস্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া দ্বিপাক্ষীয় ও বহুপাক্ষীয় সম্পর্ক সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। এসময় তারা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। এসময় প্রেসিডেন্ট বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করতে আসায় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান বলেও জানিয়েছেন প্রেস সচিব।





ফ্রান্সের সিনেটে অভিবাসন বিরোধী দলের উত্থান

পোস্ট ডেস্ক : ফরাসি সিনেটের আংশিক নির্বাচনে কটর ডানপন্থী দল ন্যাশনাল র্যালি এবং মিত্ররা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। নির্বাচনে দলটি মোট ১৪টি আসন নিশ্চিত করেছে। যা দলটির ইতিহাসে সিনেটে নিজস্ব সংসদীয় গ্রুপ গঠনের জন্য একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জয়ের প্রতিক্রিয়ায় ফরাসি কটর ডানপন্থী নেত্রী মেরিন লে পেন বলেছেন, ২০২৭ সালের প্রেজিডেন্ট নির্বাচনে আগের অনুষ্ঠিত আংশিক সিনেট নির্বাচনে দলের ঐতিহাসিক বিজয় গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে ঐতিহ্যগত ডানপন্থী রাজনীতিবিদদের তাদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দলটির প্রধান বার্ডেলা। মেয়র ও কাউন্সিলরসহ স্থানীয় কর্মকর্তাদের পররক্ষ ভোটে কটর ডানপন্থী দলটি ১০ আসনের বেশি অর্জন করে। সিনেটে দলটির অগ্রগতি আগামী প্রেজিডেন্ট নির্বাচনের আগে সংসদের দ্বিতীয় কক্ষে তাদের আরো বেশি পরিচিতি ও তহবিল পেতে সাহায্য করবে। দুই দফা প্রেসিডেন্টের পর এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ পদত্যাগ করার প্রস্তুতি নেওয়ায় লে পেন বর্তমানে জনমত জরিপে এগিয়ে রয়েছেন বলে জানা গেছে।

ভারতে মসজিদ ভাঙা নিয়ে উত্তেজনা



পোস্ট ডেস্ক :

ভারতের মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়নে শাহী মসজিদের একটি অংশ ভাঙার পরিকল্পনা ঘিরে সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। সড়ক সম্প্রসারণ প্রকল্পের অংশ হিসেবে মসজিদের একটি অংশ ভাঙার কথা রয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও বিপুলসংখ্যক মানুষের মধ্যে উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হয়। ঘটনাস্থলের ভিডিওতে দেখা যায়, বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করেছে। পুলিশের দিকে পাথর ছোড়ার একটি ঘটনাও দেখা যায় ভিডিওতে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (আরএএফ) -এর সদস্যদেরও মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে, উজ্জয়নের সড়ক সম্প্রসারণ পরিকল্পনা নিয়ে আইনি বিরোধও চলছে। ইন্দোরের মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট আগে উজ্জয়ন পৌর করপোরেশনের দেওয়া নোটিশ চ্যালেঞ্জ করে করা আবেদনগুলো খারিজ করে দেয়। আদালত জনস্বার্থ এবং আসন্ন সিংহস্থ

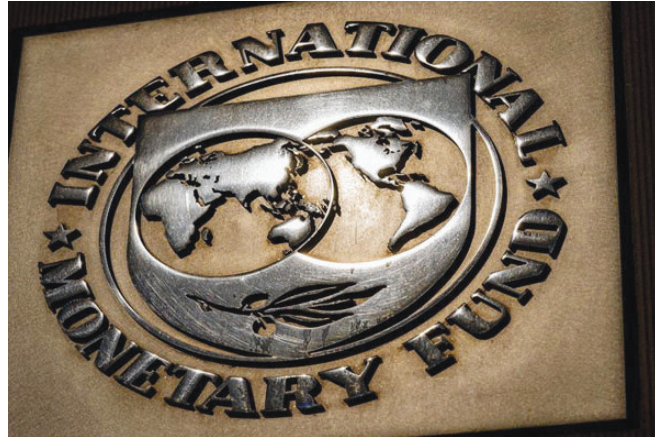
মেলার সময় যানজট নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়। তবে বিষয়টি নিয়ে আরও শুনানি আজ সোমবার ইন্দোর হাইকোর্টে হওয়ার কথা ছিল। কংগ্রেস সাংসদ ইমরান প্রতাপগড়ি মসজিদ কমপ্লেক্স ভাঙার উদ্যোগের বিরোধিতা করেছেন। তিনি রাজ্য সরকারকে স্থানীয় মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সড়ক সম্প্রসারণের নামে প্রায় ৬০০ বছরের পুরোনো ঐতিহাসিক স্থাপনা ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত আরও সংবেদনশীলভাবে বিবেচনা করা উচিত। তার দাবি, বিষয়টি আদালতে বিচারধীন থাকা অবস্থায় বারবার মসজিদ ঘিরে প্রশাসনের তৎপরতার মাধ্যমে কী বার্তা দেওয়া হচ্ছে, সেটিও প্রশ্নের বিষয়। প্রতাপগড়ি আরও বলেন, উজ্জয়নের অনেক তরুণ এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। তার মতে, সড়ক সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অন্য দিক থেকে নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

পোস্ট ডেস্ক : নানা ভূরাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক চাপ সামলে ২০২৫ সালে বিশ্ব অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু হয়, এতে অর্থনীতির গতিপথে বড় পরিবর্তন এসেছে। বৈশ্বিক সরবরাহব্যবস্থায় বিশ্বের কারণে জ্বালানিসহ অন্যান্য পণ্যের সরবরাহে ধাক্কা লাগে, যা বিশ্ব অর্থনীতিতে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। এমন কথা জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। সম্প্রতি প্রকাশিত আইএমএফের ২০২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনের শিরোনাম-‘নেভিগেটিং আ প্রিকারিয়াস ওয়ার্ল্ড’। এতে বলা হয়, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জেরে প্রবৃদ্ধি কমছে, চাপ বাড়ছে মূল্যস্ফীতির। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। এর প্রভাব শুধু সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকছে না; বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে এই ধাক্কা। আইএমএফ বলছে, মধ্য মেয়াদে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা নানা চ্যালেঞ্জের কারণে ব্যাহত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে নতুন ধাক্কা আসবে না, এমনটা ধরে নিলেও ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। তবে সহায়ক রাজস্বনীতি ও বেসরকারি বিনিয়োগের বদৌলতে অর্থনীতি এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে পারে বলে মনে করছে আইএমএফ। একই সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) কারণে উৎপাদনশীলতা বাড়লে প্রবৃদ্ধি বাড়তে পারে।

বাণিজ্যেও ধীরগতি

আইএমএফের প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৫ সালে বিশ্ববাণিজ্যে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল প্রায় ৫ শতাংশ। প্রযুক্তিনির্ভর পণ্যের বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে সবচেয়ে

বেশি। তবে চলতি বছর বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি কমে আসতে পারে বলে মনে করছে আইএমএফ। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের জেরে বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধির গতি আরও কমে যেতে পারে। যুদ্ধের জেরে হরমুজ



প্রণালি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কাটছাঁট হয়েছে। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থাকে (আইইএ) উদ্ধৃত করে এ তথ্য জানিয়েছে আইএমএফ। আইএমএফ বলছে, এর প্রভাব পড়ছে খাদ্যসহ অন্যান্য পণ্যের সরবরাহে; সামগ্রিকভাবে বৈশ্বিক সরবরাহব্যবস্থায় তার প্রভাব দেখা যাচ্ছে। আইএমএফ বলছে, চলমান সংকট মোকাবিলায় বিভিন্ন দেশ বাণিজ্য ও পণ্য সরবরাহের উৎস বহুমুখী ও বিস্তৃত করার উদ্যোগ নিচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে তারা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ঝুঁকি মোকাবিলায় সুযোগ পাচ্ছে। তা হলো দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা কমানো।

আইএমএফের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, অতিরিক্ত ভারসাম্যহীনতার কারণে অর্থনীতি বিভিন্ন ধরনের অস্থিতিশীলতার ঝুঁকিতে পড়ে। ফলে অর্থনীতিতে হঠাৎ এবং বড় ধরনের পরিবর্তনের ঝুঁকি বেড়ে

ত্বরান্বিত হতে পারে। তবে এর ঝুঁকিও আছে। কর্মসংস্থান ও মজুরিতে চাপ তৈরি হওয়ার পাশাপাশি এআই খাতে বিপুল বিনিয়োগ থেকে প্রত্যাশিত মুনাফা না এলে শেয়ারবাজারে বড় ধরনের দরপতন, সম্পদের মূল্য কমে যাওয়া ও ছাঁটাই হতে পারে বলে সতর্ক করেছে আইএমএফ।

সামনে অনিশ্চয়তা

আইএমএফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা বলেন, বিশ্ব অর্থনীতি একের পর এক ধাক্কা সামলে এখনো প্রবৃদ্ধির মুখ দেখছে। তবে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়েছে। এতে যেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমছে এবং মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়ছে, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতে বিনিয়োগ ও বেসরকারি খাতের তৎপরতা না থাকলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। জর্জিয়েভা বলেন, অনিশ্চয়তা এখনো অনেক বেশি। মধ্য মেয়াদে যে প্রবৃদ্ধির গতি বাড়বে, সেই সম্ভাবনা কম। একদিকে প্রবৃদ্ধির গতি বাড়তে হবে, অন্যদিকে বারবার যেসব ধাক্কা আসছে, সেগুলো সামলানোর সক্ষমতা বাড়তে হবে। আইএমএফ বলছে, বিশ্ব অর্থনীতিতে এখন মূলত দুটি বিপরীত শক্তি কাজ করছে। একদিকে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ ও জ্বালানি সরবরাহে বিপর্যয়, অন্যদিকে এআই ও প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা। এর মধ্যে কোনটি মূলধারা হয়ে উঠবে, তা নির্ভর করবে যুদ্ধের স্থায়িত্ব, জ্বালানি সরবরাহ, বাণিজ্য সম্পর্ক ও এআই খাতের প্রকৃত উৎপাদনশীলতার ওপর।

বাংলাদেশকে আকাশ ব্যবহার করতে দিল না পাকিস্তান

পোস্ট ডেস্ক :

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের জন্য রাশিয়া থেকে ইউরেনিয়াম জ্বালানি নির্ধারিত সময়ে পৌঁছায়নি। পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি না পাওয়ায় জ্বালানি বহনকারী কার্গো বিমানের যাত্রা বাধাগ্রস্ত হওয়ায় এ বিলম্ব। বার্তা সংস্থা এএনআইকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। তিনি বলেন, ২৪ সেপ্টেম্বর রূপপুরের দ্বিতীয় ইউনিটের জন্য ইউরেনিয়াম বহনকারী একটি কার্গো বিমান বাংলাদেশে পৌঁছানোর কথা ছিল। তবে বিমানটি পাকিস্তানের আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি না পাওয়ায় নির্ধারিত সময়ে জ্বালানি দেশে আসেনি। তবে পাকিস্তান ঠিক কী কারণে আকাশসীমা ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। মন্ত্রী জানান, জ্বালানি পৌঁছানোর জন্য নতুন তারিখ দেওয়া হয়েছে। রাশিয়া জানিয়েছে, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ইউরেনিয়ামের নতুন চালান বাংলাদেশে পৌঁছাতে পারে। বাংলাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব শেখ মোহাম্মদ জৌহিদুল ইসলাম বলেন, জ্বালানি গ্রহণের জন্য বিমানবন্দরে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক সংস্থা রোসাটমের লিয়াজৌ কর্মকর্তার কাছ থেকে জানানো হয়, প্রয়োজনীয় আকাশসীমা অনুমোদন পাওয়া যায়নি। ফলে নির্ধারিত ফ্লাইটটি পাঠানো সম্ভব হয়নি।

এআইয়ের কারণে ১০০ কোটি মানুষের মৃত্যু হতে পারে: বিল গেটস

পোস্ট ডেস্ক : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিকশিত হলে তা ১০০ কোটি মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সমাজসেবক বিল গেটস।

রোববার (২৭ সেপ্টেম্বর) এনবিসির ‘মিট

এআই সরঞ্জামের ব্যবহার মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বিপজ্জনক অস্ত্রে পরিণত হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। একই সঙ্গে তিনি জানান, এআই বন্ধ করার জন্য ‘কিল সুইচ’ ধারণাও যথেষ্ট নয়, কারণ প্রযুক্তিটি এখনো একা কম্পিউটার দখল করার মতো পর্যায়ে

ইরানে হামলায় মাইক্রোসফটের এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে অভিযোগ তুলে প্রতিষ্ঠানটির কর্মীরা চুক্তি বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। এছাড়া মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ অভিযাসীদের নজরদারি ও নির্বাসনে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে বলে দ্য গার্ডিয়ানের এক নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়।



দ্য প্রেস’ অনুষ্ঠানে সম্মেলক ক্রিস্টেন ওয়েলকারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণে মার্কিন আইনপ্রণেতা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। বিল গেটস উল্লেখ করেন, এআই প্রযুক্তিতে কেবল স্ব-নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট নয় এবং সেফগার্ড ও পর্যবেক্ষণের বিষয়ে রাজনৈতিক ও আইনি কাঠামো নির্ধারণ করা আবশ্যিক। খারাপ উদ্দেশ্যে শক্তিশালী

পৌঁছায়নি। এর আগে আগস্টের শেষের দিকে বিল গেটস এআইয়ের প্রাণঘাতী ঝুঁকি নিয়ে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। স্যাম অল্টম্যান ও ইলন মাস্কের মতো প্রযুক্তি উদ্যোক্তারাও এআইয়ের বিকাশ ধীরগতির করার আহ্বান জানিয়েছেন। গত ২৩ সেপ্টেম্বর মার্কিন সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স এআই প্রযুক্তির ওপর সাময়িক বিরতি টানতে একটি আইনি প্রস্তাব পেশ করেন। অন্যদিকে ইসরায়েলি বাহিনী গাজা ও

বিতর্কিত অর্ধদাতা জেফরি এপস্টাইনের সঙ্গে যৌথভাবে প্রায় ৩০টি বৈঠকে অংশ নেওয়ার তথ্য প্রকাশের পর গেটস ফাউন্ডেশনের প্রধান বিল গেটসের এটিই প্রথম বড় কোনো সাক্ষাৎকার। যদিও তার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধমূলক অভিযোগ ওঠেনি এবং তিনি এপস্টাইনের সঙ্গে কাটানো সময় নিয়ে অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজে এআই ব্যবহার করেন না বলেও সাক্ষাৎকারে রসিকতা করে জানান গেটস।

মরক্কোয় প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ফাতিমা

এ নিয়োগ দেওয়া হয়। ৩৯৫ আসনের প্রতিনিধি পরিষদে পিএএম পেয়েছে ৯৭টি আসন।

তবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজনীয় ১৯৮টি আসন থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে পিএএম। ফলে নতুন সরকার গঠনে ফাতিমা জাহরা মানসুরিকে অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট করতে হবে। নির্বাচনে ন্যাশনাল র‍্যালি অব ইন্ডিপেন্ডেন্টস ৬৬টি এবং ইস্তিকলাল পার্টি ৬৫টি আসন পেয়েছে। ইসলামপন্থী জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি পেয়েছে ৫৪টি আসন।

এবারের নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল প্রায় ৩৮ শতাংশ, যা প্রায় দুই দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে। এর ফলে নির্বাচনের পর নতুন সরকারের সামনে রাজনৈতিকভাবে জোট গঠন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

ফাতিমা জাহরা মানসুরির নেতৃত্বাধীন সরকারের সামনে বড় দায়িত্বগুলোর একটি হবে ২০৩০ সালের ফিফা বিশ্বকাপ ঘিরে বিপুল অবকাঠামোগত বিনিয়োগ ও প্রস্তুতি তদারক করা। মরক্কো স্পেন ও পর্তুগালের সঙ্গে যৌথভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করবে। এর পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা উন্নয়নের মতো অর্থনৈতিক বিষয়েও নতুন সরকারকে কাজ করতে হবে। পিএএম নির্বাচনী প্রচারে ১০ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল। মরক্কোর সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংসদ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আসন পাওয়া রাজনৈতিক দলের মধ্য থেকে প্রধানমন্ত্রী বা সরকারপ্রধান নিয়োগ করেন রাজা। ২০১১ সালের সাংবিধানিক সংস্কারের পর এ নিয়ম চালু হয়। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজার হাতে তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাধীনতা ছিল।

ফাতিমা জাহরা মানসুরি ২০২১ সাল থেকে জাতীয় পরিকল্পনা, ভূমি ও নগরায়ণ, আবাসন ও নগরনীতি-সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। এর আগে তিনি মারাকেশের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সংসদ সদস্যও ছিলেন। তিনি ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত পিএএমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং বর্তমানে দলটির যৌথ নেতৃত্বের সমন্বয়ক।

আইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নেওয়া মানসুরি ২০০২ সাল থেকে মারাকেশের আইনজীবী সমিতির সদস্য হিসেবে পেশাজীবন শুরু করেন। তিনি মঁপেলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায়িক চুক্তি আইনে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং মোহাম্মদ পঞ্চম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যক্তিগত আইনে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার আগে আইন পেশায়ও কাজ করেছেন তিনি।

২০০৮ সালে ফুয়াদ আলি এল হিম্মার প্রতিষ্ঠিত পিএএমে যোগ দেন মানসুরি। এল হিম্মা রাজা যষ্ঠ মোহাম্মদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও দীর্ঘদিনের উপদেষ্টা হিসেবে পরিচিত। ২০২৪ সালে মানসুরি দলটির নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উঠে আসেন। এর আগে ২০০৯-২০১৫ এবং পরবর্তী সময়ে আবার মারাকেশের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

নতুন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পর এক টেলিভিশন ভাষণে তার নিয়োগকে দেশের ইতিহাসে ‘ঐতিহাসিক’ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রথমবারের মতো একজন নারী মরক্কোর সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন, যা দেশটির নারীদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ইইউতে ফেরার সম্ভাবনা বিবেচনায় যুক্তরাজ্য

এসব বিকল্পের মধ্যে কোনটি বাস্তবায়নযোগ্য এবং প্রতিটির সম্ভাব্য সুবিধা ও অসুবিধা কী, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তিনি জানান, আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় যুক্তরাজ্য-ইইউ শীর্ষ সম্মেলনে ইউরোপের সঙ্গে দেশের দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের বিভিন্ন বিকল্প তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে।

এর এক দিন আগে, মঙ্গলবার লিভারপুলে লেবার পার্টির বার্ষিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেওয়া ভাষণে বার্নহ্যাম বলেন, ব্রেক্সিট যুক্তরাজ্যের জন্য ‘ভালো করার চেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে’। তবে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ইইউতে ফেরার কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেননি; বরং সম্ভাব্য বিভিন্ন পথ পর্যালোচনার কথা বলেছেন।

যুক্তরাজ্য ২০১৬ সালের গণভোটে ইইউ ছাড়ার পক্ষে ভোট দেয়। ২০২০ সালে দেশটি আনুষ্ঠানিকভাবে ইইউ থেকে বের হয়ে যায়। এর মধ্য দিয়ে চার দশকেরও বেশি সময়ের সদস্যপদের অবসান ঘটে। এরপর থেকে ইইউর সঙ্গে যুক্তরাজ্যের বাণিজ্য ও অন্যান্য সম্পর্ক নতুন কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। বার্নহ্যাম এর আগে নিজের জীবদ্দশায় যুক্তরাজ্যকে আবার ইইউতে দেখতে চাওয়ার কথা বলেছিলেন। তবে তার বর্তমান বক্তব্যে মূলত ভবিষ্যৎ সম্পর্কের বিভিন্ন সম্ভাব্য মডেল পর্যালোচনার কথা উঠে এসেছে; ইইউতে পুনরায় যোগ দেওয়ার কোনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

একজন গর্বিত মুসলিম হিসেবে গর্বিত শাবানা মাহমুদ

লেবার পার্টি কনফারেন্সে স্রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দেওয়া তার এই বক্তব্যে তিনি বলেন, “একজন গর্বিত মুসলিম হওয়ার পাশাপাশি আমি একই সাথে একজন গর্বিত ব্রিটিশ এবং বার্মিংহামের নাগরিক। ন্যায়বিচারই আমাদের যুক্তরাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ রাখে।” বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু ও নীতিগত ঘোষণা:

১. ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পারিবারিক পটভূমি:

কাশ্মীর থেকে ব্রিটেনে আসা অভিবাসী পিতা-মাতার সন্তান হিসেবে যুক্তরাজ্যের সমাজে নিজের বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন তিনি। শাবানা মাহমুদ জানান, তার পরিবার ব্রিটেনে এসেছিলেন উন্নত জীবনের এবং ন্যায়বিচারের প্রত্যাশায়। তার এই পারিবারিক অতীত ও ধর্মীয় পরিচয় ব্রিটেনের অভিবাসন ব্যবস্থায় আরও স্বচ্ছতা ও ভরসাম্য আনতে সাহায্য করছে।

২. অভিবাসন নীতিতে কঠোরতা ও ন্যায়বিচারের ভরসাম্য: যুক্তরাজ্যের অভিবাসন ও রাজনৈতিক আশ্রয়ের ব্যবস্থাকে আরও সুশৃঙ্খল করার ঘোষণা দিয়ে তিনি জানান, অবৈধ মানব পাচার ও চ্যানেল পাড়ি দেওয়া নৌকা ঠেকানোর পাশাপাশি আইনি উপায়ে ব্রিটেনে আসা মানুষদের অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

৩. ফিলিস্তিনি ও আফগান নারীদের জন্য বিশেষ আইনি সুযোগ: তিনি ঘোষণা করেন, যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক আশ্রয় ব্যবস্থাকে আরও সুরক্ষিত করে ফিলিস্তিনের গাজা থেকে আসা শরণার্থী এবং তালেবান সরকারের নিপীড়নের শিকার আফগান নারী ও মেয়েদের অগ্রাধিকার দিয়ে একটি নিরাপদ ও আইনি পথ (বাধভব ধহফ খবমধষ জড়ঃব) তৈরি করা হচ্ছে।

৪. বর্ণবাদ ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স: সাম্প্রতিক সময়ে ব্রিটেন জুড়ে দেখা দেওয়া চরমপন্থী ও মুরখোশখারী বর্ণবাদীদের তীব্র সমালোচনা করে তিনি

বলেন, “মুরখোশখারী বর্ণবাদীদের দেখলে আমি নিজেও ঘৃণা ও আতঙ্ক অনুভব করি।” তিনি আরও স্পষ্ট করেন যে মুসলিমদের পাশাপাশি ব্রিটেনে বসবাসরত ইহুদি সমাজসহ সব সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। নিরাপত্তা, সামাজিক শান্তি এবং বর্ণবাদবিরোধী অবস্থানের কথা পুনর্বক্ত করে শাবানা মাহমুদ বলেন, “আমাদের দেশ যখন সবার জন্য সমান ও ন্যায়সঙ্গত হবে, তখনই সমাজ অন্যদের প্রতি আরও উদার ও পরোপকারী হয়ে উঠবে।”

তুরস্কে ‘নূহের নৌকা’র খোঁজে ফের পাহাড় খনন

অ্যাক্রু জোস্‌। এ অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত তিনটি তথ্যচিত্র নির্মাতা দলও এলাকায় কাজ করছে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত অভিযাত্রী ও টেলিভিশন উপস্থাপক বেয়ার গিলসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি দলও রয়েছে। গবেষকেরা প্রথমে দুরূপিনার ফরমেশনের বিভিন্ন পয়েন্টের জিপিএস অবস্থান নির্ধারণ করেন। এরপর ওই এলাকার দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক মানচিত্র এবং অরথোফটো ম্যাপ তৈরি করা হয়। পরে ভূগর্ভস্থ কাঠামো শনাক্ত করতে বিশেষায়িত রাডার দিয়ে জরিপ চালানো হয়।

অধ্যাপক জানকার আতিলার ভাষ্য, রাডার জরিপে ভূগর্ভে কয়েকটি ফাঁপা বা শূন্যস্থান শনাক্ত হয়েছে। এর কিছু সম্ভাব্য করিডর বা কক্ষের মতো দেখতে। এসব জায়গাকে কেন্দ্র করে এখন ড্রিলিং ও মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘নোয়’স আর্ক স্ক্যানস’ নামের অভিযানে গবেষকেরা একটি সম্ভাব্য করিডরের সন্ধান পেয়েছেন, যার দৈর্ঘ্য ২৫০ ফুটের বেশি হতে পারে। পরবর্তী ধাপে সরু কোর ড্রিল করে ভূগর্ভস্থ এসব স্থানে ‘গোফার’ নামের একটি বিশেষ রোবট পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে। রোবটটি উচ্চ রেজুলেশনের ভিডিও ধারণের পাশাপাশি মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে পারবে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

তবে এসব ভূগর্ভস্থ কাঠামো যে নূহের নৌকার অংশ, তার কোনো প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। আনাদোলুর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গবেষণায় এখন পর্যন্ত নৌকার আকৃতির ওই ভূতাত্ত্বিক গঠনের মধ্যে নূহের নৌকার ভগ্নাবশেষ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

মাটির রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যেও পার্থক্য

চলমান গবেষণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ। মার্কিন সৎবাদমাধ্যম ফস্স নিউজের প্রতিবেদনে গবেষক অ্যাক্রু জোসের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, দুরূপিনার ফরমেশনের ভেতরের ও বাইরের মাটির মধ্যে জৈব পদার্থের পরিমাণ ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য পাওয়া গেছে।

জোসের দাবি, ফরমেশনের ভেতরের মাটিতে বাইরের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বেশি জৈব পদার্থ পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে ভেতরের মাটিতে পটাশিয়ামের পরিমাণ ৩৮ শতাংশ বেশি এবং পিএইচ মাত্রায় প্রায় আট গুণ পার্থক্য পাওয়া গেছে বলেও তিনি জানান।

গবেষকের ব্যাখ্যা, দীর্ঘ সময় ধরে কোনো বন্ধ পরিবেশে জৈব পদার্থের ক্ষয় হলে মাটির রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যে এ ধরনের পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। তবে এসব তথ্যকে নূহের নৌকার অস্তিত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়নি। আরও পরীক্ষা ও নমুনা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে বলে গবেষকেরা জানিয়েছেন।

১৯৫৯ সালে শনাক্ত হয় দুরূপিনার ফরমেশন

দুরূপিনার ফরমেশনটি তুরস্কের দোণুবায়াজিত জেলার তেলচেক গ্রামের কাছে এবং আরারাত পর্বতের কাছাকাছি অবস্থিত। ১৯৫৯ সালে তুরস্কের সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ও মানচিত্রবিদ ইলহান দুরূপিনার আকাশ থেকে তোলা ছবি বিশ্লেষণের সময় অস্বাভাবিক আকৃতির এই ভূতাত্ত্বিক গঠন শনাক্ত করেন।

এরপর থেকেই জায়গাটি নূহের নৌকার সম্ভাব্য অবস্থান হিসেবে আলোচনায় আসে। স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে জরিপ, খনন ও অন্যান্য অনুসন্ধান চালানো হলেও নূহের নৌকার অস্তিত্বের পক্ষে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বিজ্ঞানীদের একটি অংশ দীর্ঘদিন ধরে দুরূপিনার ফরমেশনকে প্রাকৃতিক ভূতাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করে আসছেন। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রেও এটিকে নূহের নৌকার অংশ নয়, বরং প্রাকৃতিক ভূতাত্ত্বিক গঠন হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল বলে নিউইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

আধুনিক ভূতাত্ত্বিকদের একটি অংশের মতে, চূনাপাথর ও আগ্নেয় কাদামাটির সমন্বয়ে গঠিত এই কাঠামো ক্ষয়প্রক্রিয়ার কারণে নৌকার মতো আকৃতি পেয়েছে।

এর আগে মার্কিন উদ্ধারকারী বিশেষজ্ঞ ডেভিড ফ্যাসোল্ডও গ্রাউন্ড-পেনিট্রেটিং রাডার ব্যবহার করে এলাকাটি পরীক্ষা করেছিলেন। একসময় তিনি এটিকে প্রাচীন জাহাজের জীবাশ্মীভূত অবশিষ্টাংশ বলে মনে করেছিলেন। তার পরিমাণ অনুযায়ী, ফরমেশনটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬৪ মিটারভূা বাইবেলে বর্ণিত নূহের নৌকার প্রায় ১৫৭ মিটার দৈর্ঘ্যের কাছাকাছি। তবে পরে ফ্যাসোল্ড নিজেই নূহের নৌকা-সংক্রান্ত ওই তত্ত্ব থেকে সরে এসেছিলেন বলে নিউইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদনে জানানো হয়।

ফরমেশনের আশপাশে পাওয়া কয়েকটি বড় পাথর নিয়েও নূহের নৌকার তত্ত্বের সমর্থকেরা দাবি করেছেন, এগুলো প্রাচীন জাহাজের নোঙর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে সংশয়বাদীরা এগুলোকে স্মৃতিচিহ্ন বা সমাধিফলক হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

এ ছাড়া ২০১৯ সালে করা ত্রিমাত্রিক গ্রাউন্ড-পেনিট্রেটিং রাডার স্ক্যানেও মাটির চিবিটির নিচে অস্বাভাবিক কাঠামোর ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল বলে ফস্স নিউজের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষকেরা আগের এসব তথ্যের ওপরও কাজ করছেন। আরও দুই বছর চলতে পারে অনুসন্ধান

গবেষকেরা জানিয়েছেন, বর্তমানে সংগৃহীত মাটির নমুনাগুলো শীতকালজুড়ে পরীক্ষা করা হবে। কয়েক মাসের মধ্যে এসব পরীক্ষার ফল পাওয়া যেতে পারে। এরপর গবেষণার ফলাফল নিয়ে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

শীতকালে পাহাড়ি এলাকায় গবেষণা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণে চলমান অনুসন্ধানের একটি অংশ আগামী বছর পর্যন্ত গড়াতে পারে। গবেষণা দলটি আগামী বছর এবং তার পরের বছরও অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে।

ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলিম-তিন ধর্মের বিশ্বাসেই নূহের নৌকা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ফলে দুরূপিনার ফরমেশনটি সত্যিই নূহের নৌকার ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে সম্পর্কিত কি না, তা প্রমাণিত হলে এলাকাটি আন্তর্জাতিকভাবে ধর্মীয় ও পর্যটন আগ্রহের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

তবে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এখনো এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত দাবি করছেন না। ‘নোয়’স আর্ক স্ক্যানস’-এর সঙ্গে যুক্ত লরেন উইটজকে জানিয়েছেন, তাদের লক্ষ্য হলো বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ধারণ করা-দুরূপিনার ফরমেশনটি নূহের নৌকার ধ্বংসাবশেষ কি না।

বাংলাদেশে তৈরি পোশাকে রুথ স্টুডিওর

পোশাকের পেছনের আসল কারিগর ও উৎপাদনের মূল কেন্দ্র কিন্তু বাংলাদেশ।

রুথ স্টুডিওর সামগ্রিক কার্যক্রম, উৎপাদন ধারা এবং বৈশ্বিক সাফল্যের নেপথ্য গল্প বিশ্লেষণ করলে তিনটি মূল বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে৷ভ্রূজিতি সেলাইয়ে বিশ্বমানের মান ধরে রাখা, বৈশ্বিক আতিথেয়তা খাতের সাথে বাংলাদেশের মেলবন্ধন এবং দেশের মানুষের কারিগরি দক্ষতা ও নেতৃত্বের বিকাশ।

রুথ স্টুডিওর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আবিদ আজাদের মতে, আন্তর্জাতিক খদ্দেরদের জন্য পোশাক তৈরির অর্থ কেবল চমৎকার নকশা করা নয়। একটি পোশাক যেমন সুন্দর ও টেকসই হতে হয়, তেমনি সেটি কোথায় এবং কীভাবে তৈরি হচ্ছেড় তাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

গাজীপুরে অবস্থিত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদণ্ডের (লিড প্ল্যাটিনাম সনদপ্রাপ্ত) 'এলিট গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ'-এর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে রুথ স্টুডিও তাদের উৎপাদন পরিচালনা করে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতি এবং ‘বাংলাদেশ অ্যাকর্ড’-এর মানদণ্ড মেনে এখানে পোশাক তৈরি হয়। তবে তাদের দৃষ্টি কেবল কারখানার নিয়মকানুন পালনেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি বিত্ত্বত কর্মীদের জীবনমান উন্নয়নেও।

তৈরি পোশাক শিল্পে নারীদের কেবল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই শেষ কথা নয়, বরং তাঁদের প্রশিক্ষণ, কারিগরি দক্ষতা এবং নেতৃত্বমূলক পদে উন্নীত করার পথ তৈরি করা অনেক বেশি কার্যকর ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলে। রুথ স্টুডিওর বিশ্বাস, কর্মীদের পেছনে এই বিনিয়োগই এই শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে। পাশাপাশি, গুণগত মানে ছাড় না দিয়ে দ্রুত সাড়াদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করা বাংলাদেশের সুসংগঠিত সাপ্লাই চেইনের কারণেই সম্ভব হচ্ছে।

একটি বিলাসবহুল হোটেলে অতিথি প্রবেশের আগেই কর্মচারীদের পরিহিত নিখুঁত কাটা জ্যাকেট বা অ্যাপ্রন সেই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলে। প্রচলিত করপোরেট পোশাকের ধারণাকে পেছনে ফেলে রুথ স্টুডিও ইউনিফর্মকে একটি হোটেলের ‘ভিজুয়াল ল্যান্ডুয়েজ’ বা দৃষ্টিনন্দন ভাষায় রূপান্তর করেছে। ১০,০০০-এরও বেশি কাপড়ের নমুনা থেকে বাছাই করে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে তৈরি হয় তাদের প্রতিটি কালেকশন।

যেমনডব্লান্টিমোরের ফোর সিজনসে ১৯২০-এর দশকের অনুকরণে রু জ্যাকেট, কিংবা মেক্সিকোর রিসোর্টে স্থানীয় নকশায় তৈরি পোশাকডুববগুলোরই উদ্ভাবন আন্তর্জাতিক মহলে হলেও সেগুলোর বাস্তব রূপায়ন ঘটে বাংলাদেশে। প্রাক-উৎপাদন নমুনা ৭-১৪ দিনে তৈরি এবং চূড়ান্ত অর্ডার ফেডেব্লেের মাধ্যমে ১২-১৫ দিনে বিশ্বজুড়ে ডেলিভারি দেওয়ার মতো জটিল কাজ বাংলাদেশ থেকেই পরিচালিত হয়।

প্রতিষ্ঠানটির টেকসই উদ্যোগ কেবল কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; কারখানার উদ্বৃত্ত কাপড় থেকে গ্রাম্য এলাকায় কমল ও পোশাক তৈরি করা হয়, এবং এনজিও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ১৫০ জন নারীকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এটি প্রমাণ করে, বাংলাদেশ এখন আর কেবল বেশি পরিমাণে পোশাক তৈরির জায়গা নয়; ডিজাইননির্ভর ও বিশেষায়িত পোশাকেও আমরা বিশ্বে সেরা।

রুথ স্টুডিওর সাপ্লাই চেইন ডিরেক্টর রাফান সেরাজের মতে, টর্রোন্টোতে সদর দফতর এবং উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে আন্তর্জাতিক দল থাকলেও রুথ স্টুডিওর আসল শক্তি নিহিত রয়েছে বাংলাদেশে। আন্তর্জাতিক দলগুলো বাজারের চাহিদা বোঝে, কিন্তু বাংলাদেশের সমৃদ্ধ কারিগরি জ্ঞান, পেশাদার শ্রম এবং পরিকাঠামো সেই ভাবনাগুলোকে চূড়ান্ত পোশাকে রূপ দেয়।

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানটির ৫০,০০০ বর্গফুটের বিশাল অবকাঠামো একাধারে উৎপাদন, স্টক ম্যানেজমেন্ট এবং লজিস্টিকসের চাহিদা মেটায়। আর ওয়াশিংটন ও টর্রোন্টোর ডিস্ট্রিবিউশন হাব তা সরাসরি আন্তর্জাতিক বাজারের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। ডিজাইন থেকে কোয়ালিটি কন্ট্রোল পর্যন্ত প্রতিটি প্রক্রিয়ার দ্রুত সমন্বয়ের কারণে মাত্র ১২-১৫ কর্মদিবসে বিশ্বমানের কাস্টমাইজড ইউনিফর্ম সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

রুথ স্টুডিও দায়িত্বশীল উৎপাদন বা 'সাসটেইনেবিলিটি'-কে কোনো প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে দেখে না, বরং ব্যবসার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। একই সাথে স্থানীয় জনপদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে এতিমখানা, স্কুল ও স্বাস্থ্য ক্লিনিকে সহায়তার পাশাপাশি স্থায়ী প্রভাব তৈরি করতে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করছে তারা। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রুথ স্টুডিও এবং বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের এই যুগলবন্দি একটি বিষয় পরিষ্কার করে দেয়৷বাংলাদেশের সাথে বিশ্বমানের ব্র্যান্ডগুলোর সম্পর্ক এখন আর কেবল কেনাবেচার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এদেশের মেধা, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও কর্মঠ কারিগরদের ওপর ভিত্তি করেই আজ বিশ্বমঞ্চে রচিত হচ্ছে ‘মেড ইন বাংলাদেশ’-এর এক নতুন গৌরবগাথা।

ভারতে ‘৬৫০ বছরের পুরোনো’ শাহী মসজিদের অংশ ভাঙার নেপথ্যে কী?

মসজিদের একটি অংশ অপসারণের কাজ শুরু হয়।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রোববার রাতে কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা স্বেচ্ছায় মসজিদের সংশ্লিষ্ট অংশ সরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছিলেন।

তবে সোমবার কাজ চলার সময় কিছুক্ষণের জন্য পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ সময় একটি ভিড় জড়ো হয়ে পুলিশ সদস্যদের লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে ভিড় ছত্রভঙ্গ করে। এরপর ঘটনাস্থল ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়। বিবিসি জানিয়েছে, মসজিদটি আনুমানিক ৬৫০ বছরের পুরোনো বলে পরিচিত। গতবার ২০১৬ সালের সিংহস্থ মেলায় প্রায় সাড়ে সাত কোটি ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

জেলা প্রশাসনের তরফে দেয়া এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এবার ১২ কোটি ভক্ত আসতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। মেলার আয়োজনকে কেন্দ্র করে শাহী মসজিদের একটি অংশ সরিয়ে সড়ক প্রশস্ত করার কাজ শুরু হয়, আর তা নিয়েই বিরোধের সূত্রপাত। স্থানীয় প্রশাসন বলছে, মেলার সময় বাড়তি যানবাহনের চাপ ও ভক্তদের যাতায়াত সহজ করার জন্য ওই সড়ক প্রশস্ত করা জরুরি।

উজ্জয়িনীর কালেক্টর রৌশন সিং বলেন, সিংহস্থ ২০২৮-এর প্রস্তুতির জন্য মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী রাস্তা চওড়া করা এবং অন্যান্য নির্মাণকাজ চলছে। সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ স্বেচ্ছায় এতে সহযোগিতা করছেন। এ ছাড়া উজ্জয়িনীর শহর কাজি খলিক উর রহমান বলেন, গত রোববার রাতে মসজিদ কমিটি ও জেলা প্রশাসনের মধ্যে হওয়া বৈঠকের পর কমিটি ওই অংশটি নিজেরাই সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিছু মানুষ গুজবের কারণে ক্ষুব্ধ। এ কারণে সামান্য সংঘর্ষও হয়েছে, তবে এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

সারাদেশে চলছে ব্যাপক চাঁদাবাজি-

দ্রুতই অপরাধ দমনে অভিযান পরিচালনা করা উচিত। শেখ মুজিবুর রহমান চোরাচালান এবং অপরাধ দমনে ১৯৭৪ সালের ২৪ এপ্রিল সেনাবাহিনীকে অভিযানে নামিয়ে যেমন দলের অভিযুক্তদের গ্রেফতারের মাধ্যমে চোরাচালান ঠেকিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর উচিত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অভিযান পরিচালনা করে দল-মত নির্বিশেষে অপরাধীদের পাকড়াও করা। তা না হলে চাঁদাবাজি-দখলবাজির জাল যেভাবে সারাদেশে বিস্তৃতি ঘটেছে এবং জামায়াত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে ‘বিএনপিকে চাঁদাবাজ’ ট্যাগ মিশনে নেমেছে সময় পেরিয়ে গেলে দলের ভাবমর্যাদা ধরে রাখা যাবে না। তবে গত মঙ্গলবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান জানিয়েছেন, রাষ্ট্র ও জনগণের প্রয়োজনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যৌথ বাহিনী নামানো হতে পারে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত পুলিশ বাহিনী যেভাবে কাজ করছে, তারা তাদের অ্যাক্টিভিটি আরো বাড়়াচ্ছে। তবে প্রয়োজনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যৌথ বাহিনী নামানো হতে পারে। গভীর রাতে রাজধানীর মিরপুরে ৫০ বছরের পুরনো অত্যন্ত সুপরিচিত বেসরকারি দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র ‘রাড্ডা’ কার্যালয়ে গত ২৪ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট চালায় সন্ত্রাসীরা। ঘটনার পর ঘণ্টা ধরে এক্সকেডেটর দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয়া হয় অসচ্ছল মা ও শিশুদের জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি। কিন্তু স্থানীয় পুলিশ ছিল নীরব দর্শক। তিন ঘটাব্যাপী তা-ব চলাকালে পুলিশ ছিল চরম নিষ্ক্রিয় ও নীরব দর্শক। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ক্ষমতাসীন দল বিএনপির স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠী এবং বিএনপির একজন সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্যের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা থাকায় পুলিশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি পদক্ষেপ নিতে সাহস পায়নি। এ নিয়ে তোলপাড় চলছে। নাগরিক ঐক্যের মাহমুদুর রহমান মাল্লা বলেছেন, পাকিস্তান আমলেও হাসপাতালে এমন তা-বের ঘটনা ঘটেনি। হাসপাতালে তা-বের রেশ কাটতে না কাটতে রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট থানা এলাকায় ঘটে আরেক ঘটনা। দেশের আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর সালমান মুক্তাদিরের (শীর্ষ সন্ত্রাসী সুইডেন আসলামের ভাগ্নি জামাতা) স্টুডিওতে চালানো হয় হামলা ও ভাঙচুর। জমি সংক্রান্ত বিষয়ে এ ভাঙচুর হলেও ঘটনার পরপরই সালমান মুক্তাদির ফেসবুক ভিডিওতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি খোলাখুলিভাবে বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাদের চাঁদাবাজ বলে অভিযুক্ত করেন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের ব্যর্থতাকে দায়ী করেন। যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদ সালমান মুক্তাদিরের এ বক্তব্যকে ঢালাও অভিযোগ বলে উড়িয়ে দেন। পরে অবশ্য সালমান মুক্তাদির জানান, তার কাছে কেউ চাঁদা চায়নি। এছাড়া রাজধানীর আদাবরে বাড়ি ও মোহাম্মদপুরে জমি দখলের চেষ্টার ঘটনাও সামনে এসেছে। সেখানেও দখল করা জমি দীর্ঘদিন পর উদ্ধারের ঘটনা দাবি করা হচ্ছে। কিন্তু একের পর এক ঘটনাকে গুঁজি করে ‘বিএনপি চাঁদাবাজ’ সোশ্যাল মিডিয়ায় জামায়াতি ট্যাগে সরকারের ভূমিকা দেশজুড়ে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে একই আলোচনার ঝড় উঠছে– অপরাধীরা রাজনৈতিক পরিচয় বা ওপর মহলের ইন্ধন পাচ্ছে বলে এভাবে বেপরোয়া হয়ে ওঠার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে আত্মপক্ষ সমর্থন করছে সরকার। নিজেদের নির্দোষ দাবি করে ফেসবুকে পোস্ট করছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। কিন্তু চাঁদাবাজির সঙ্গে যে ক্ষমতাসীন দলটির নেতাকর্মীরা সরাসরি জড়িয়ে পড়েছেন, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ উঠে এসেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের এক তালিকায়।

রাজধানীর প্রতিটি থানা এলাকায় দীর্ঘ প্রায় দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে তদন্ত চালিয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। তাতে রাজধানীজুড়ে জমি দখল, ফুটপাথ দখল ও চাঁদাবাজিতে জড়িত মোট এক হাজার ৫৩৬ জন চিহ্নিত অপরাধীর নাম উঠে এসেছে। এ তালিকায় সরাসরি এক হাজার ২৫২ জনকে মাঠ পর্যায়ে সক্রিয় চাঁদাবাজ এবং ২৭৮ জনকে এই বিশাল সিডিকেটের মূল পৃষ্ঠপোষক (গডফাদার) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ডিএমপি পুলিশের প্রতিবেদনের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য হলো ২৭৮ জন প্রধান পৃষ্ঠপোষকের মধ্যে ২৩০ জনই বিএনপি ও তার সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতাকর্মী। আর মাঠে কাজ করা এক হাজার ২৫২ জন সক্রিয় চাঁদাবাজের মধ্যে অন্তত ৩৫০ জন সরাসরি বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের পদে রয়েছেন। বাকি অপরাধীদের বিশাল একটি অংশ কোনো আনুষ্ঠানিক পদে না থাকলেও নিজেদের ক্ষমতাসীন দলের সদস্য ও নেতাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিয়ে দাপট বজায় রাখছে।

নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ইরাক

বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী জাইদি স্পষ্ট করেছেন, ইরাক সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অস্ত্রের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০২৭ সালের জুনের মধ্যে দেশটির শক্তিশালী ইরানপন্থী মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলোকে নিরস্ত্রীকরণের পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর সরকারের। বিশেষজ্ঞদের মতে, মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল এসব সশস্ত্র গোষ্ঠীকে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করা, কারণ তারা দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন উপস্থিতিকে অস্ত্র রাখার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে আসছিল।

তবে পরিস্থিতি এতটাও সহজ নয়। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক কূটনীতিক ডগলাস সিলিম্যান জানান, মিলিশিয়ারদের একটা অংশ ইতিমধ্যে অস্ত্র জমা দিতে অস্বীকার করেছে। এতে করে দেশটির ভেতরে ইরানের প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধির আশঙ্কার পাশাপাশি একটি অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষয়ী সংঘাতের ঝুঁকীয় তৈরি হচ্ছে।

অন্যদিকে, বিশ্লেষকরা বলছেন যে সেনা প্রত্যাহার হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামরিক সম্পর্কের অবসান ঘটছে না। দুই দেশ ২০০৮ সালের কৌশলগত ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তিতে ফিরে যাচ্ছে, যেখানে প্রত্যক্ষ সেনার বদলে গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান, কৌশলগত প্রশিক্ষণ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

তবে ইরাকের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এখনো অত্যন্ত দুর্বল। মার্কিন বাহিনীর প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ফিরিয়ে নেওয়ায় উত্তর ইরাকের কুর্দিস্তান আঞ্চলিক সরকার তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কুর্দিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মাসরুর বারজানি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা থেকে রক্ষার কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া তাঁদেরকে এভাবে ফেলে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ।

আঞ্চলিক যুদ্ধ, আকাশ সুরক্ষার ঘাটতি এবং ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের টানাপোড়েনের মাঝে দাঁড়িয়ে ইরাক এখন এক কঠিন ভারসাম্য রক্ষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছেঢ়যেখানে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নাকি পুনরায় অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা, কোনটি বাগদাদের ভবিষ্যতে অপেক্ষা করছে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখে দাঁড়িয়ে থাকলে

বন্ধ রাখার বিষয়ে সচেতন করতে স্কুলের বাইরে একটি ব্যানার প্রদর্শন করে।
লির গ্রিফিথ বলেন, বায়ুর মান উন্নত ও দূষণ কমাতে সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে। পার্ক করা অবস্থায় ইঞ্জিন চালু রাখলে মানুষ যে ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে, তা বন্ধ করতে চালকদের অভ্যাস পরিবর্তনে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, স্কুল, চিকিৎসকের সার্জারি, দোকান, ট্রেন স্টেশনসহ বিভিন্ন স্থানে গাড়ি থামিয়ে রাখার সময় অপ্রয়োজনে ইঞ্জিন চালু না রাখার অভ্যাস গড়ে তোলাই নতুন নিয়মের অন্যতম উদ্দেশ্য।

কানাডা থেকে ৩৪০ বাংলাদেশি বহিষ্কার,

অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে ৮৯৭ এবং ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ার কারণে ৮৮ জনের অপসারণ হয়েছে।

বহিষ্কার আদেশগুলোর মধ্যে ৮ হাজার ৫৭৭টি ছিল ডিপোর্টেশন অর্ডার, ৩ হাজার ৩০৩টি ডিপারচার অর্ডার এবং ৩ হাজার ১৭টি এন্ট্রুফুশন অর্ডার।

এদিকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত কানাডা থেকে অপসারণের প্রক্রিয়ায় ছিলেন মোট ৪৯ হাজার ৫৩৬ জন। এর মধ্যে ভারতের নাগরিক ১০ হাজার ২৯৫ এবং মেক্সিকোর ৬ হাজার ১০২ জন। ১ হাজার ৩৬৮ জন নিয়ে এ তালিকায় বাংলাদেশ অষ্টম।

বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ বিক্রিতে

আলোকে বলেন, তুলে নেওয়া দুই কর্মীকে থানায় আনা হয়নি। তাঁদের ফরিদাবাদ পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকেই তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ওসি বলেন, ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ২০২৪ সালের পর আর ছাপানো হয়নি। তাই বইটি আর বিক্রি না করার শর্তে পুলিশ ফাঁড়ি থেকেই দুই কর্মীকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় থানায় কোনো অভিযোগ জানানো হয়নি।

ইউপিএল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অভিযোগকারীদের জানানো হয়েছে যে বইটি নিষিদ্ধ নয়। ইউপিএল তার প্রকাশিত প্রতিটি বইকে ধারণ করে। কোনো বইকে নিষিদ্ধ করতে হলে একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সবাইকে জানাতে হয়। কিছু আইনি পদক্ষেপ নিতে হয়। এ বইয়ের ক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটেছে বলে ইউপিএল জানে না। সরকার বা আদালতের পক্ষ থেকে তেমন কোনো পদক্ষেপ নিলে ইউপিএল সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে দুই যুবক বাংলাবাজারের বিক্রয়কেন্দ্রে আসেন। তাঁরা শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ বইটি কিনতে চাইলে কর্মীরা তাঁদের বইটি বের করে দেন। পরে ওই দুই যুবক বইটি বিক্রি করা নিয়ে আপত্তি তোলেন। তাঁরা বলেন, বইটি নিষিদ্ধ। একপর্যায়ে তারা আশপাশের আরও লোকজন জড়ো করেন। এরপর বিক্রয়কেন্দ্রের শাটার নামিয়ে সেখানে তাল্লা খুলিয়ে দেন। একই সময় বিক্রয়কেন্দ্রের দুই কর্মী আমিনুল ইসলাম ও হুমায়ুন কবীরকে আটক করা হয়।

–প্রথম আলো অনলাইন, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬
প্রকাশিত প্রতিটি বইকে ধারণ করি: বিবৃতিতে ইউপিএল
প্রকাশনা সংস্থা দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের (ইউপিএল) বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্রে তাল্লা দেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ বই বিক্রিকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটেছে। এরপর দেওয়া এক বিবৃতিতে নিজেদের অবস্থান জানিয়েছে ইউপিএল।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইউপিএল তার প্রকাশিত প্রতিটি বইকে ধারণ করে। কোনো বইকে নিষিদ্ধ করতে হলে একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সবাইকে জানাতে হয়। কিছু আইনি পদক্ষেপ নিতে হয়। এই বইয়ের ক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটেছে বলে ইউপিএলের জানা নেই।

গতকাল বিকেলে, ২৮ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে কয়েকজন ব্যক্তি বাংলাবাজারের শোরুমে গিয়ে আক্রমণাত্মক আচরণ করেন। তাঁরা ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’কে নিষিদ্ধ বই দাবি করে এর বিপণন বন্ধের কথা বলেন। একপর্যায়ে শোরুমের শাটার বন্ধ করে ইউপিএলের দুই বিক্রয়কর্মীকে হয়রানি করা হয়। পরে তাঁদের ফরিদাবাদ পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে আটকে রাখা হয় এবং পরবর্তী সময়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ইউপিএল বলেছে, প্রশ্নকারীদের জানানো হয়েছে, ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ নিষিদ্ধ বই নয়। সরকার বা আদালতের পক্ষ থেকে বই নিষিদ্ধ করার মতো কোনো পদক্ষেপ নিলে ইউপিএল সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

এ ঘটনাকে ‘জাতির জন্য অত্যন্ত লজ্জার ও দুর্ভাগ্যজনক’ বলেছে ইউপিএল। প্রকাশনা সংস্থাটি বলেছে, প্রায় সব সরকারের আমলেই কোনো না কোনো চাপের মুখে পড়তে হয়েছে তাদের। বিভিন্ন সময় সরকার, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বই নিয়ে আপত্তি জানিয়ে তাদে়।

এ রকম কয়েকটি ঘটনার কথাও বিবৃতিতে তুলে ধরেছে ইউপিএল। তারা বলেছে, আগের সরকারের আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিডিকেট সভা থেকে ইউপিএলের প্রকাশিত একটি বইয়ের জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছিল। কিছু পাণ্ডুলিপি প্রকাশে ইউপিএল অসম্মতি জানালে প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারি হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। আরও কিছু বই প্রকাশ না করার জন্য বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তির চাপ প্রয়োগ করেছেন।

বিগত সরকারের আমলে মওদুদ আহমদের বই নিয়েও ইউপিএলকে বহুবার চাপের মুখে পড়তে হয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। অধ্যাপক আসিফ নজরুলের গঙ্গা চুক্তি বিষয়ে লেখা বইটিও রিডিউয়ারদের মতামতের ভিত্তিতে ‘অত্যন্ত প্রতিকূল’ সময়ে প্রকাশ করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

ইউপিএল বলেছে, প্রকাশক হিসেবে তারা যতটা সম্ভব এসব চাপ উপেক্ষা করেছে। এ কারণে বিভিন্ন সময়ে বাণিজ্যিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও প্রকাশনার মৌলিক নীতি থেকে সেবা আসেনি। প্রকাশিত যেকোনো বইয়ের ক্ষেত্রে এটিই ইউপিএলের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য বলেও জানানো হয়।

প্রকাশনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মানদণ্ড অনুসরণের কথা উল্লেখ করে ইউপিএল বলেছে, তাদের পাণ্ডুলিপির রিডিউয়াররা স্বাধীনভাবে প্রতিটি বই যাচাই করেন। তাঁদের মূল্যায়ন ও মতামতের ভিত্তিতেই বই প্রকাশ করা হয়। এই প্রক্রিয়ার ওপর আস্থার কারণেই কোনো চাপের মুখে তারা প্রকাশিত কোনো বই সরিয়ে নেয় না।

ইউপিএল বলছে, গত সরকারের আমলের মতো এখনো তাদের পেজ থেকে নিয়মিত ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে।

আল-আকসা মসজিদে শত শত

মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে।

তিনি বলেন, এ সময় সেখানে তালমুদিক ধর্মীয় আচার, প্রার্থনা, নাচ ও গান করা হয়েছে। মসজিদ প্রাঙ্গণের প্রচলিত ‘স্ট্যাটাস কুও’ বা ঐতিহাসিক ব্যবস্থার সঙ্গে এসব কর্মকাণ্ডের বিরোধ রয়েছে।

১৯৬৭ সালে ইসরাইল পূর্ব জেরুজালেম দখলের আগের ঐতিহাসিক ব্যবস্থায় আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণের ব্যবস্থাপনার একক দায়িত্ব জেরুজালেম ইসলামিক ওয়াকফের। এটি জর্ডানের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীন। ১৪৪ দুনাম বা প্রায় ৩৫ দশমিক

৬ একর আয়তনের এই প্রাঙ্গণ মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত একটি ইবাদতের স্থান।

সূক্কোট উপলক্ষে আল-আকসায় বড় ধরনের প্রবেশের আহ্বান জানিয়েছিল ইসরাইলের উগ্র ডানপন্থি বিভিন্ন গোষ্ঠী। গত শনিবার শুরু হওয়া সূক্কোট আগামী শুক্রবার পর্যন্ত চলবে।

জেরুজালেম ইসলামিক ওয়াকফ জানিয়েছে, রোববার ১ হাজার ৫০০ জনের বেশি ইসরাইলি আল-আকসা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। সোমবার এ সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৭০০-এর বেশি এবং মঙ্গলবার প্রবেশ করে ১ হাজার ৪০০ জনেরও বেশি।

ইহুদিদের ধর্মীয় উৎসব শুরু হওয়ার পর থেকে আল-আকসায় ইসরাইলিদের প্রবেশের ঘটনা বেড়েছে। এসব ঘটনায় ইসরাইলি বাহিনীর ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সামরিক তৎপরতা দেখা যাচ্ছে।

ইহুদিদের উৎসব শুরু হয় ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ইহুদি নববর্ষের মধ্য দিয়ে। এরপর ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর পালিত হয় ইয়োম কিপুর। ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে সূক্কোট। এরপর ৩ অক্টোবর পালিত হবে সিমখাত তোরাহ।

২০০৩ সাল থেকে ইসরাইলি পুলিশ একতরফাভাবে ইসরাইলিদের পশ্চিম দেয়ালের মুগরাবি গেট দিয়ে আল-আকসায় প্রবেশের অনুমতি দিয়ে আসছে। এ সময় তাদের সঙ্গে ইসরাইলি পুলিশ সদস্যরাও থাকে।

আল-আকসায় এসব প্রবেশ বন্ধের জন্য জেরুজালেম ইসলামিক ওয়াকফ বারবার আহ্বান জানিয়ে আসছে। তবে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ এসব আহ্বানে সাড়া দেয়নি। ফিলিস্তিনিরা অভিযোগ করে আসছেন, কয়েক দশক ধরে ইসরাইল দখলকৃত পূর্ব জেরুজালেম, বিশেষ করে আল-আকসা মসজিদের ‘ইহুদিকরণ’ এবং এর আরব ও ইসলামি পরিচয় মুছে ফেলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ জোরদার করেছে।

এনআরবি ওয়ার্ল্ড সামিট ২০২৬:

বিশ্বের ৫০টিরও বেশি দেশে বসবাসরত বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি পেশাজীবী এনআরবি ওয়ার্ল্ডের নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। বিশ্বের সব দেশে থাকা বাংলাদেশি পেশাজীবীদের একটি কার্যকর নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে সংগঠনটি কাজ করছে।

মমিনুল হক আরও বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সফল বাংলাদেশিদের অভিজ্ঞতা, পেশাগত দক্ষতা ও বিনিয়োগের শক্তিকে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগানো প্রয়োজন। প্রবাসীরা শুধু বাংলাদেশের প্রতিনিধি নন, দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২০ সালে এনআরবি ওয়ার্ল্ডের যাত্রা শুরু হলেও সংগঠনটির ধারণার সূত্রপাত প্রায় এক দশক আগে। ২০১৪ সালে সিঙ্গাপুরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে ‘ওয়ার্ল্ড বিজনেস সামিট’ আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ ধরনের একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১৭ সালে বাংলাদেশে, ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে এবং ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ল্ড বিজনেস সামিট অনুষ্ঠিত হয়।

পরবর্তীতে প্রবাসী ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী ও পেশাজীবীদের সঙ্গে দেশের নীতিনির্ধারকদের যোগাযোগ ও মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে ঢাকায় এনআরবি প্রফেশনাল সামিট আয়োজন করা হয়। এসব আয়োজনের মাধ্যমে প্রবাসীদের বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আরও কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

এবারের এনআরবি ওয়ার্ল্ড সামিটে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ১,০০০-এর বেশি অনাবাসী বাংলাদেশি অংশ নেবেন বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, কূটনীতিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণের কথা রয়েছে। সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে ব্যবসা, বিনিয়োগ, বাণিজ্য, উদ্যোক্তা, প্রযুক্তি এবং প্রবাসী সম্পৃক্ততাসহ বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। গোলটেবিল বৈঠক, আলোচনা সভা, নেটওয়ার্কিং মধ্যাহ্নভোজ ও নৈশভোজের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যবসায়িক যোগাযোগ, অংশীদারত্ব এবং বিনিয়োগের সুযোগ তৈরির উদ্যোগ থাকবে।

সামিটে কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রকাশনা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হবে। পাশাপাশি এনআরবি ওয়ার্ল্ড কমিটি ২০২৬-২০২৮-এর নির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়।

যুক্তরাজ্যে বসবাসরত সফল বাংলাদেশিদের অবদান তুলে ধরতে ‘যুক্তরাজ্যের ১০০ সফল বাংলাদেশি’ নামে একটি প্রকাশনা প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একইভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত সফল বাংলাদেশিদের নিয়ে ‘ইউরোপের ১০০ সফল বাংলাদেশি’ নামে তালিকা ও প্রকাশনা তৈরির কাজও চলছে। এ উদ্যোগে ইউরোপের প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

এনআরবি ওয়ার্ল্ডের প্রতিষ্ঠাতা এনামুল হক এনাম বলেন, এবারের সামিটের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। এতে দেশ-বিদেশের শিক্ষাবিদ, গবেষক ও বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তব্য দেবেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা ও সুযোগ নিয়েও আলোচনা হবে।

তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা বাংলাদেশি পেশাজীবী ও বিনিয়োগকারীদের দেশের উন্নয়নে সরাসরি যুক্ত করাই এনআরবি ওয়ার্ল্ডের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। প্রবাসী বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার পাশাপাশি তাদের বিনিয়োগকে নিরাপদ ও অর্থবহ করার ক্ষেত্রেও সংগঠনটি কাজ করতে চায়।

এনামুল হক এনাম আরও বলেন, ‘ব্রেইন ড্রেইন’কে ‘ব্রেইন গেইন’-এ পরিণত করাও এনআরবি ওয়ার্ল্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফল বাংলাদেশি ডাক্তার, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ ও অন্যান্য পেশাজীবীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দক্ষতাকে বাংলাদেশের উন্নয়নে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

দেশের তরুণদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সহায়তা করা এবং দেশীয় ব্যবসায়ী ও নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সফল বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞদের সংযোগ তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করার পরিকল্পনার কথাও তিনি জানান।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে বলা হয়, প্রবাসী বাংলাদেশিদের জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও বিনিয়োগ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হতে পারে। সরকার, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী ও নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশি পেশাজীবী ও বিনিয়োগকারীদের একটি কার্যকর সংযোগ তৈরির মাধ্যমে উভয় পক্ষই উপকৃত হবে বলে তারা আশা করছেন।

সংবাদ সম্মেলন থেকে যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত অনাবাসী বাংলাদেশিদের এনআরবি ওয়ার্ল্ড সামিট ২০২৬-এ অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনআরবি ওয়ার্ল্ডের এক্সিকিউটিভ মেম্বার নন্দিতা শারমিন।

রোনালদোর ১০০০তম গোলে অ্যাসিস্ট করতে চান ফেলিক্স

পোস্ট ডেস্ক :

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ক্যারিয়ারের ১০০০তম গোল নিয়ে এখন থেকেই ভাবতে শুরু করেছেন তাঁর আল-নাসর ও পর্তুগাল সতীর্থ জোয়াও ফেলিক্স। মাইলফলকের গোলটি নিজে অ্যাসিস্ট করার সুযোগ পেলে সেটিকে নিজের ক্যারিয়ারের বিশেষ মুহূর্ত হিসেবে দেখবেন চেলসির সাবেক এই ফরোয়ার্ড।

চলতি মাসের শুরুতে আবহার বিপক্ষে আল-নাসরের জয়ে গোল করে রোনালদো ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে ক্যারিয়ারের গোলসংখ্যা ৯৭৯-এ নিয়ে গেছেন। অর্থাৎ ১০০০ গোলের

মৌসুম শেষে লিগের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন ২৬ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড।

রোনালদোর সঙ্গে শিরোপা জয়ের অনুভূতিও বিশেষ বলে জানিয়েছেন ফেলিক্স। তাঁর মতে, ফুটবলে খুব কম খেলোয়াড়ই এমন অর্জনের কথা বলতে পারেন। জাতীয় দলের হয়ে শিরোপা জয়ের পর আল-নাসরের হয়েও সেই অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর।

শৈশব থেকেই রোনালদোকে আদর্শ হিসেবে দেখে বড় হয়েছেন ফেলিক্স। এখন তাঁর সঙ্গে একই দলে খেলে এমন মুহূর্ত ভাগ করে নেওয়াকে নিজের জন্য সম্মানের বলে মনে করেন তিনি। বিশেষ



মাইলফলক থেকে আর ২১ গোল দূরে ৪১ বছর বয়সী এই পর্তুগিজ তারকা। ডিয়ারিও এএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোনালদোর ১০০০তম গোলে অ্যাসিস্ট করার সম্ভাবনা নিয়ে ফেলিক্স বলেন, তিনি বিষয়টি নিয়ে ভেবেছেন। রোনালদো যখন মাইলফলক থেকে এক গোল দূরে থাকবেন, তখন বল পেলেই তাঁর দিকে তাকাবেন এবং সুযোগ পেলে পাস দেওয়ার চেষ্টা করবেন বলেও জানান তিনি। ফেলিক্সের ভাষায়, সেই গোল ফুটবল ইতিহাসে জায়গা করে নেবে এবং এর অংশ হতে পারা হবে দারুণ একটি মুহূর্ত।

আল-নাসরে নিজের প্রথম মৌসুমটিও দুর্দান্ত কেটেছে ফেলিক্সের। দলটির হয়ে তিনি ২০ গোল ও ১৩ অ্যাসিস্ট করেন। তাঁর পারফরম্যান্সে সৌদি প্রো লিগের শিরোপা জেতে আল-নাসর, সাত বছরের অপেক্ষারও অবসান ঘটে।

করে রোনালদো আল-নাসরে যোগ দেওয়ার পর যে লিগ শিরোপার অপেক্ষায় ছিলেন, সেটি জয়ে তাঁকে সহায়তা করতে পারা ফেলিক্সের কাছে ছিল বিশেষ অর্থবহ।

রোনালদোর ভবিষ্যৎ নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, চলতি মৌসুমের শেষ নাগাদ আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি ঘটেতে পারে। একই সঙ্গে ২০২৬-২৭ মৌসুমের পর ক্লাব ক্যারিয়ার চালিয়ে যাবেন কি না, সেটিও এখনো নিশ্চিত নয়।

তাই ফেলিক্সের মতে, রোনালদো যতদিন মাঠে আছেন, ততদিন তাঁর সঙ্গে পাওয়া মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে হবে। কারণ এই সময় চিরস্থায়ী নয়-তবে রোনালদো আল-নাসরে থাকাকালীন সতীর্থরা তাঁর সঙ্গে থাকার এবং সেই সময়টা উপভোগ করার চেষ্টা করবেন।

ম্যানসিটির ১১৪ নিয়ে আর্সেনালভক্ত মামদানির খোঁচা



পোস্ট ডেস্ক :

ফুটবল বিশ্বে এখন আলোচনার কেন্দ্রে ম্যানচেস্টার সিটির আর্থিক অনিয়মের মামলার রায়। সেই আলোচনায় এবার যোগ দিলেন নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এঞ্জে তিনি শুধু একটি সংখ্যা লিখেছেন-‘১১৪’। ব্যস, এতেই শুরু হয়েছে নতুন আলোচনা।

মামদানির এই পোস্টের অর্থ বুঝতে অবশ্য বেশি সময় লাগেনি ফুটবলপ্রেমীদের। প্রিমিয়ার লিগের আর্থিক নিয়ম ভাঙার অভিযোগে ম্যানচেস্টার সিটির বিরুদ্ধে করা ১১৫টি

অভিযোগের মধ্যে ১১৪টিতেই স্বাধীন প্যানেল দোষী সাব্যস্ত করেছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। ফলে মামদানির ‘১১৪’ পোস্টকে সিটির দিকে ব্যঙ্গাত্মক ইঙ্গিত হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

সিটির বিরুদ্ধে এই তদন্ত শুরু হয়েছিল কয়েক বছর আগে। অভিযোগগুলোর মধ্যে ছিল আর্থিক তথ্য যথাযথভাবে না দেওয়া, খেলোয়াড় ও কোচদের পারিশ্রমিকসংক্রান্ত তথ্য প্রকাশে অনিয়ম এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণবিধি মেনে না চলার মতো বিষয়। রায়ের পরও বিষয়টি পুরোপুরি শেষ হয়নি।



ইংল্যান্ডকে ‘শান্তি’ দিল স্পেন

পোস্ট ডেস্ক :

ওয়েশলিতে নাটকীয় এক ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ৩-২ গোলে হারিয়ে উয়েফা নেশন্স লিগের অভিযান শুরু করেছে স্পেন। স্বাগতিকদের অধিনায়ক হ্যারি কেইনের পেনাল্টি মিসের সুযোগ কাজে লাগিয়ে শেষ হাসি হাসে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ম্যাচে স্পেনের হয়ে জয়সূচক দুটি গোল করেন বদলি খেলোয়াড় অ্যালেক্স বায়েনা ও মিকেল ওইয়ারসাবাল।

ওয়েশলিতে শুরুটাই ছিল ইংল্যান্ডের জন্য দুঃস্বপ্নের। দ্বিতীয় মিনিটে মার্ক গেরির ভুলের সুযোগ নিয়ে বল কেড়ে নেন লামিনে ইয়ামাল। বক্সে ঢুকে গোলরক্ষক জেমস ট্র্যাফোর্ডকে পরাস্ত করেন ১৯ বছর বয়সী এই বার্সেলোনা তারকা। ওয়েশলিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কোনো দলের তৃতীয় দ্রুততম গোল এটি। প্রথমার্ধের শেষ দিকে অবশ্য দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করে ইংল্যান্ড। ৩৬ মিনিটে জুড বেলিংহামের কাছ থেকে বল পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে দারুণ শটে সমতা ফেরান অ্যাচুনি গডন।

চার মিনিট পর নিকো ও’রাইলির ক্রসে হ্যারি কেইনের হেড কুকুরেইয়ার গায়ে লেগে জালে জড়ালে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। বিরতির পর বেলিংহামকে বক্সে রদ্দি ফাউল করলে ভিডিও

পর্যালোচনার পর পেনাল্টি পায় ইংল্যান্ড। কিন্তু স্পট কিকে কেইনের শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। ২০২২ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে ম্যাচের পর ইংল্যান্ডের হয়ে এই প্রথম পেনাল্টি মিস করলেন তিনি।

এরপর বদলি খেলোয়াড়দের নৈপুণ্যে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয় স্পেন। ৫৫ মিনিটে মাঠে নামার চার মিনিট পরই দানি ওলমোর পাস থেকে জোরালো শটে সমতা ফেরান বায়েনা। ৭৪ মিনিটে বায়েনার পাস ধরে গোলরক্ষককে পরাস্ত করে স্পেনকে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে দেন ওইয়ারসাবাল। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধানই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে স্পেন। এই জয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে টানা ৩৯ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড গড়ল স্পেন। প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে তাদের সর্বশেষ হার ২০২৩ সালের মার্চে, ইউরো বাছাইয়ে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে।

এদিকে ৪১ বছর বয়সেও রেকর্ডের খাতা সমৃদ্ধ করে চলেছেন লুকা মদ্রিচ। তীব্র জ্বরে ম্যাচে খেলবেন কি না, তা নিয়েই ছিল অনিশ্চয়তা। ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনেও অংশ নেননি ক্রোয়েশিয়ার এই অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার। শেষ পর্যন্ত মাঠে নেমে শুধু খেলেননি,

গোল করে দলকে জয়ের পথেও এগিয়ে দেন। চেক প্রজাতন্ত্রের বিপক্ষে নেশন্স লিগের ম্যাচে ৪৭ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ে জোরালো শটে গোল করেন মদ্রিচ। এর মধ্য দিয়ে ক্রোয়েশিয়ার সবচেয়ে বেশি বয়সে গোল করা খেলোয়াড়ের রেকর্ড গড়েন তিনি। ২০২৪ ইউরোতেও ৩৮ বছর ২৮৯ দিন বয়সে ইতালির বিপক্ষে গোল করে ইউরোর ইতিহাসে সবচেয়ে বয়স্ক গোলদাতা হয়েছিলেন মদ্রিচ। তবে মদ্রিচের গোলের পর বেশিক্ষণ এগিয়ে থাকতে পারেনি ক্রোয়েশিয়া।

সাত মিনিট পর অ্যাডাম কারাবাক গোল করে চেক প্রজাতন্ত্রকে সমতায় ফেরান। শেষ দিকে ইভান পেরিশিচের তৈরি করে দেওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে মার্কো পাশালিচ গোল করলে ২-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত হয় ক্রোয়েশিয়ার। জয়সূচক গোলের কিছুক্ষণ আগেই মদ্রিচকে মাঠ থেকে তুলে নেওয়া হয়। প্রাগের দর্শকেরা দাঁড়িয়ে করতালিতে বিদায় জানান ৪১ বছর বয়সী এই তারকাকে। কয়েক ঘণ্টা আগেও যার মাঠে নামা ছিল অনিশ্চিত, শেষ পর্যন্ত সেই রাতই হয়ে উঠল মদ্রিচের জন্য আরেকটি স্মরণীয় অধ্যায়।

আর্থিক সংকটে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ

পোস্ট ডেস্ক :

আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লিউআই)। আর্থিক স্থিতিশীলতা ফেরাতে আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ক্রিকেটারদের রিটেনার ফি (বেতন) ২৫ শতাংশ কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়া স্থগিত করা হয়েছে নারীদের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট টি-টোয়েন্টি ব্লেজ ও আগামী বছরের উইমেনস সুপার-৫০।

সিডব্লিউআই-এর প্রধান নির্বাহী ক্রিস ডিয়ারিং এক বিবৃতিতে জানান, চরম আর্থিক সংকট কাটাতে বোর্ডকে বেশ কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে জাতীয় দলের চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটারদের ২৫ শতাংশ বেতন কমানোর পাশাপাশি ঘরোয়া ক্রিকেটারদের চুক্তি ১২ মাস থেকে কমিয়ে ৭ মাসে নামিয়ে আনা হয়েছে।

পরিচালন ব্যয়ের অতিরিক্ত চাপের কারণে নারীদের প্রধান ঘরোয়া প্রতিযোগিতা টি-টোয়েন্টি ব্লেজ এবং আগামী বছরের উইমেনস সুপার-৫০ প্রতিযোগিতা

স্থগিত রাখা হচ্ছে। স্থগিত টুর্নামেন্টের বিকল্প হিসেবে নারীদের জন্য আগামী বছর একটি ‘বেস্ট ভার্সেস বেস্ট’ ডেভেলপমেন্ট টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে। স্থগিত টুর্নামেন্টগুলোর পরিবর্তে ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের বাছাইপর্বকে সামনে রেখে পৃথক কোয়ালিফাইং টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হবে। তবে এর খরচ সিডব্লিউআই বহন করবে না। ক্যারিবীয় অঞ্চলের স্ব-স্ব দেশের ক্রিকেট ও অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এবং স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকদের এই ব্যয়ভার বহন করতে হবে।

সিডব্লিউআই প্রধান নির্বাহী জানান, ঘরোয়া দলগুলোর যাতায়াত, হোটেল এবং ম্যাচ ফির পুরো খরচ বোর্ডের একার পক্ষে বহন করা আর সম্ভব হচ্ছে না। গত ১৫ বছরে কেবল ঘরোয়া বিমান ভ্রমণের পেছনেই ৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি ব্যয় হয়েছে। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতি এবং ক্রিকেটাররা সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বোর্ডের সিদ্ধান্তে সম্মতি জানিয়েছে।



প্রশ্ন যখন সরকারের ‘অস্তিত্ব’

সাকিব আনোয়ার

গত কয়েক দিন ধরে দেশে যা ঘটছে, তাতে অনেকে বিদ্রোহ করে বলছেন-দেশে কি সরকার আছে? একের পর এক হামলা, ভাঙচুর, দখল আর প্রকাশ্যে চাঁদাবাজি ধীরে ধীরে সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। জনগণের মধ্যে আতঙ্কহীনতাও একইভাবে সংক্রামিত হচ্ছে। একটা বিপুল জনসমর্থনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সরকারের প্রতি জনগণের এই আস্থার সংকট রীতিমতো দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়েই প্রশ্ন সামনে আনছে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে সমাধান কোথায়!

শেখ হাসিনার শাসনামলে একটা কথা বলা যেত- ‘এটা জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার নয়। তারা গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল করেছে। গায়ের জোরে দখল, ভাঙচুর, চাঁদাবাজি তাই জনগণ মেনে নিয়েছিল।’ চক্রিশের গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সেই সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে মব, ভাঙচুর, হামলা ছিল পতিত স্বৈরাচারকে লক্ষ করে। হঠাৎ করে রাষ্ট্রের শাসনকাঠামো থেকে নিয়মশৃঙ্খলা, আইন-শৃঙ্খলাই হারিয়ে গিয়েছিল। প্রত্যাশা ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরে এলে, নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নিলে ভেঙে পড়া রাষ্ট্রকাঠামো পুনরুদ্ধার হবে। কিন্তু জনগণের সেই আকাঙ্ক্ষা ভুল প্রমাণ হতে এত কম সময় লাগবে, সেটা সম্ভবত আমরা কেউই ভাবতে পারিনি।

সবচেয়ে বড় আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, এসব হামলা, ভাঙচুর, ভীতি প্রদর্শন, দখল এবং চাঁদাবাজির সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের নেতা, এমনকি সংরক্ষিত এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নামও সামনে

আসছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততার অভিযোগও এসেছে। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে এসব অভিযোগ গায়ের জোরে উড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব না। যদিও সেই চেষ্টাও হচ্ছে। আরও বড় আশঙ্কার বিষয় হলো, এসব অভিযোগ নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হচ্ছে। সরকারি দলও অভিযোগগুলো আমলে নিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

গত ২-৩ দিনের ঘটনাগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীন দলের নেতা, এমপিদের নাম জড়িয়েছে। মিরপুরের রাড্ডা হাসপাতালের ১০ কাঠা জায়গা দখলের চেষ্টা হয়েছে প্রকাশ্যে আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর চোখের সামনে। যদিও হামলা, ভাঙচুর, পুরো একটি হাসপাতাল ভবন গুঁড়িয়ে দিয়ে নিজেদের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেওয়ার পুরো সময় তারা চোখ বন্ধ রেখেছিল। এমনকি দখলদারদের সাইনবোর্ড তিন দিন টাঙানো ছিল। গরিবের চিকিৎসাকেন্দ্র বলে পরিচিত এই হাসপাতাল দখলের সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের সংরক্ষিত নারী আসনের এক সংসদ-সদস্যের নাম দেশের মূলধারার প্রায় সব গণমাধ্যমে উঠে এলেও সেই ব্যাপারে সরকার এবং ক্ষমতাসীন দলের কোনো বিকার নেই।

ক্ষমতায় আসার আট মাস না পেরোতেই বড় প্রশ্নের মুখে বিএনপি। নির্বাচনের আগে দখল ও চাঁদাবাজির যে আশঙ্কার কথা প্রতিপক্ষ প্রচারে এনেছিল, ক্ষমতায় এসে বিএনপি যেন নিজেরাই সেই নির্বাচনি বাগ্যুদ্র সত্য প্রমাণ করতে মাঠে নেমে পড়েছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বর্তমান ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে প্রচারণা ছিল, ক্ষমতায় এলে বিএনপি আবারও চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলদারি এবং নৈরাজ্য শুরু করবে। ক্ষমতায় এসে সরকারি দল নিজেরাই বিরোধীদের সেই দাবিকে সত্য প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছে। মনে হচ্ছে বিএনপি নিজেদের ‘দখলদার ও চাঁদাবাজ’ প্রমাণ করতে এবং



সরকার নিজেদের অযোগ্য প্রমাণ করতে ব্যস্ত। রাড্ডার ঘটনার পর ধারাবাহিকভাবে আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে। আদাবরে একটি ভবন দখলের চেষ্টা, হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট, চাঁদা দাবি এবং মোহাম্মদপুর এলাকায় শতাধিক লোক নিয়ে জমি দখলের খবর সামনে এসেছে। ইসিবি চত্বর এলাকায় কনটেন্ট ব্রিগেটের সালমান মুক্তাদিরের স্টুডিওতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। রাড্ডা হাসপাতাল, আদাবর, মোহাম্মদপুর ও ইসিবিতে হামলার ঘটনায় যে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় ও রাস্ত্রযন্ত্রকে ব্যর্থ মনে হয়েছে, সেই পুলিশকেই জাসদ কার্যালয়ে ভিন্ন ভূমিকায় দেখা গেছে। বিএনপি ও যুবদলের নেতাকর্মীরা সেখানে থাকা ব্যক্তিদের রাজনৈতিক পরিচয় ও উদ্দেশ্য নিয়ে অভিযোগ তোলার পর পুলিশ অভিযান চালিয়ে শত শত মানুষকে আটক করে পরিচয় যাচাই করেছে, গ্রেফতার করেছে। জাসদ অফিসের ঘটনায় পুলিশ কার্যত বিএনপি ও যুবদলের প্রস্তুতি বাহিনী হিসাবে কাজ করেছে। আগে যেভাবে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মী-

ক্যাডাররা পুলিশের সহযোগিতায় যাচ্ছেতাই করার সাহস পেত, এখনো ঠিক একইভাবে পুলিশ বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের তাবদারি করছে। কেউ কেউ মনে করেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভূমিধস বিজয়ের পর পরবর্তী নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারেও বর্তমান ক্ষমতাসীনরা অনেক আত্মবিশ্বাসী। এর একটি বড় কারণ দেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের মতো একটি দলের অনুপস্থিতি, যারা প্রায় ৩৫ বছর বিএনপির প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল। আরেকটি কারণ হলো, প্রধান বিরোধী দল হিসাবে সংসদে জামায়াতে ইসলামীর ব্যর্থতা। কিন্তু একটি বিষয় ভুলে গেলে চলবে না যে, বাংলাদেশের জনগণ প্রয়োজনের মুহূর্তে বিকল্প খুঁজে নিয়েছে। বিএনপির জন্মও হয়েছিল জনগণের বিকল্প খুঁজে বের করার তাড়না থেকেই। এ কারণেই আওয়ামী লীগ, জাসদের মধ্য থেকে বিএনপি নামে নতুন দলের জন্ম হয়েছে। জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তি এবং আকাঙ্ক্ষাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো কারও জন্যই ভালো কিছু বয়ে আনেনি।

যদিও হামলা, ভাঙচুর, পুরো একটি হাসপাতাল ভবন গুঁড়িয়ে দিয়ে নিজেদের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেওয়ার পুরো সময় তারা চোখ বন্ধ রেখেছিল। এমনকি দখলদারদের সাইনবোর্ড তিন দিন টাঙানো ছিল। গরিবের চিকিৎসাকেন্দ্র বলে পরিচিত এই হাসপাতাল দখলের সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের সংরক্ষিত নারী আসনের এক সংসদ-সদস্যের নাম দেশের মূলধারার প্রায় সব গণমাধ্যমে উঠে এলেও সেই ব্যাপারে সরকার এবং ক্ষমতাসীন দলের কোনো বিকার নেই।



Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors

Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে
যে কোন আইনগত পরামর্শের
জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

Brexit referendum 'possible' in Labour election manifesto, says Burnham

Andy Burnham has said it is "possible" a future Labour election manifesto could promise a new in-out referendum on the European Union.

The prime minister told the BBC a referendum "wouldn't be the right thing to do right now" but the UK needed to "consider the options" for its relationship with the EU as "where we are isn't good enough".

It comes after he pledged in his Labour conference speech on Tuesday to explore closer ties with the bloc at a summit later this year.

The move could set up a huge dividing line at the next general election, with the Conservatives accusing Burnham of trying to "reopen old wounds by restarting the battles of the Brexit years".

As a candidate in the Makerfield by-election that propelled his return to Parliament, Burnham had promised not to "re-run" Brexit arguments and said he was "not proposing that the UK considers rejoining the EU".

In an interview with BBC political editor Chris Mason, Burnham was challenged over whether he was reopening divisive arguments about rejoining the EU, despite promising not to in May.

In response, the PM said: "No, I'm not proposing that, am I? I am saying that in a context when we're looking at a 10-year plan for Britain, Britain needs to consider the options as to where we will be."

"That is way before you even get to anything that's put before the public, this is about now just looking at what are the broad options for our relationship."

He suggested these options could include staying "exactly as we are", a closer relationship similar to that being discussed by the EU and Canada or rejoining the EU customs union.

However, Burnham stressed that "to leap back to a proposal and a referendum on it wouldn't be the right thing to do right now".

Pressed over whether including an in-out

referendum in a future Labour manifesto was a possibility, Burnham said: "Yes, things are possible. I think where we are isn't good enough."

BBC says Asked earlier on BBC Radio 4's Today if he wanted the UK to rejoin the EU, Burnham replied that he wanted to "look at the options".

The PM added that he had previously advocated such a move within his lifetime, whilst acknowledging it was "not necessarily the case that that is now".

French President Emmanuel Macron said it would be "very good news" if the UK wanted to rejoin the EU, while Spain's Prime Minister Pedro Sanchez said his country would welcome Britain back "with open arms".

Lib Dem leader Sir Ed Davey said his party had put forward "concrete plans to boost our economy, strengthen our defences and cut people's taxes by joining the single market and a customs union".

He added: "Talk is cheap. Burnham must stop with all

the 'maybes' and get negotiating that better deal for Britain today."

The party's Europe spokesperson Al Pinkerton said last week there is "no rejoin on the table", adding Britain would effectively be treated as a "fresh entrant state" if it wished to join the bloc again.

Reform UK deputy leader Richard Tice accused Burnham of "trying to sneak us back into Brussels via the back door".

Tice said: "He says Brexit has done more harm than good but what's done real harm is a Labour government that can't deliver growth, can't control migration and now wants to outsource the job to Brussels."

He added Reform would "never let this betrayal go unchallenged".

In his Labour conference speech on Tuesday, Burnham blamed Brexit for a loss of control over both immigration and the economy, telling delegates he did not believe the current relationship was "good enough".



He told activists he wanted to use the rescheduled summit later this year to lay out "different options" for the UK's long-term relationship with Europe. He promised to "find consensus" on an option to clarify the UK's position, although did not offer further detail of how this would be measured.

In response to Burnham's conference speech, Conservative deputy leader Alex Burghart said: "Labour cannot pin the blame for their disastrous economic decisions on a vote that happened over a decade

ago.

"Besides, they are already dragging us into the European Union via the back door with their EU reset."

Green Party leader Zack Polanski said: "All Andy Burnham offers on repairing our relationship with our biggest trading partner is a promise to keep our options open."

"The Green Party is very clear that we should rejoin the customs union to start reversing the damage, and full membership of the EU remains the best option for the UK."

Angela Rayner pledges to end 'injustice' of leasehold properties

Angela Rayner said she had "unfinished business", as she pledged to place a cap on administration fees for leaseholders.

The Housing Secretary told the Labour Party conference on Monday: "I have a bit of unfinished business – confronting the scandal faced by millions of leaseholders who have found their dream of home ownership turned into a nightmare."

It follows the government's latest housing plans including a new reduced deposit scheme for first time buyers and allowing local leaders to take over management of empty homes. Assuring that the government is "ending the injustice of fleecing", Rayner said: "Abolishing the sickening threats of



people's homes being snatched away by their landlord for the slightest breach, and we're finally dealing with ground rents."

She added: "Ground rents are not the only rip-off."

"I've heard of leaseholders being charged £250 for permission to own a pet, £400 for permission to change their own front door, and then a further £60 fee to put a doorbell on that door – just for the basic right to do what you want in your own home." Yet another example of how people feel powerless. Powerless against the vested interests that only take while giving nothing back in return, which is why we will also cap outrageous administration and permission fees for leaseholders. I'm taking every action to empower people in their own homes."

Rayner also explained more about her department's plans to tackle

homelessness with the scheme to allow local authorities to take over management of empty dwellings. She told Labour members: "For those homes that sit idle and unused, we will make it easier for councils to bring these homes back into use for desperate families who need them."

New 'Your First Home' scheme to help first time buyers get on the ladder

What is the triple lock on pensions?

"Sweeping away Tory barriers that hampered our local leaders from taking action. This is why I am also announcing more powers for local leaders to tackle homelessness and to ensure that they have the homes that their communities need. Our

councils will be able to refer local homeless households to other social housing providers to reduce reliance on temporary accommodation.

"We will stop social homes from being lost when providers sell them by making it easier for councils to buy, and at the same time, we will introduce a new duty on public services to work together to provide a wraparound support to prevent homelessness before families reach crisis point."

"When we say that we stand for more public control of housing, this is what we mean: giving power to those who know their areas and local people best, and who ultimately are accountable when families are left without a secure home." **Source: ITV**

Andy Burnham: A People's Prime Minister Steps Forward



By
Taz Choudhury

Some political speeches are quickly forgotten. Others stay with you.

After Andy Burnham delivered his first major Labour Party Conference speech as Prime Minister in Liverpool this week, I was left with a feeling that has become increasingly rare in British politics - hope.

It was not simply the policies he announced that caught my attention. It was the way he spoke about Britain, about ordinary people, about families, about those who care for others, and about the country we want to leave to the next generation.

For me, it felt like a People's Prime Minister speech.

And that is something I have rarely felt from a British Prime Minister over the past two decades.

A speech that felt different

Burnham began by making clear that he did not want to deliver the traditional conference speech full of political point-scoring.

Instead, he said he wanted to give the country "a real speech".

And he did.

He spoke about what he believes has gone wrong with Britain, but, importantly, he did not leave the country there.

His message was about moving forward.

He talked about a Britain with "belief again" and "hope again", and called for a new direction based on honesty, ideas and action.

What struck me most was that his speech did not feel as though it was aimed only at Labour members inside a conference hall.

It felt like he was speaking to the wider country.

To families. To workers. To pensioners. To young people. To carers. To NHS staff.

To communities that have sometimes felt forgotten by Westminster.

That is what made the speech different.

Putting people back at the centre

Perhaps the strongest part of Burnham's speech was his focus on social care.

He announced his intention to create a National Care Service, based on the principle of high-quality, person-centred care that would be free at the point of use, with no care charges taken from people's basic state pension.

This is not simply another government programme.

For millions of families, social care is deeply personal.

It is about parents and grandparents.

It is about people who have spent their lives working and contributing to Britain.

It is about families who suddenly find themselves trying to navigate a complicated care system when a loved one becomes vulnerable.

Burnham spoke personally about his own family experience of care and his grandmother's experience of having to sell her home to pay for care.

That personal connection was evident throughout the speech.

He also spoke directly to care workers, acknowledging the difficult work they do and the fact that many have been poorly rewarded for years.

And when he turned to NHS staff, his message was equally direct: a failing social-care system places enormous pressure on the NHS.

That is a point worth understanding.

If people cannot get the care they need outside hospital, hospitals inevitably carry more of the burden.

Burnham's argument is that Britain needs to fix both sides of that equation.

A message for Britain's elderly

For the British Bangladeshi community, this part of the speech deserves particular attention.

Many of our parents and grandparents came to Britain decades ago.

They worked hard. They built businesses. They raised families.

They paid taxes.

They contributed to the communities around them.

Now many are reaching retirement age.

Questions about pensions, social care, housing and healthcare are therefore becoming increasingly important within our own community.

And our community has a strong tradition of caring for elderly relatives within the family.

A properly designed National Care Service could provide meaningful support to those families.

But it must also understand the diversity of Britain.

Culturally sensitive care, language support and respect for religious and family traditions should be part of the conversation.

If Burnham's vision eventually becomes reality, Britain's diverse communities should have a voice in shaping how that care system works.

A country where young people can build a future

Burnham also placed housing and opportunity firmly on the political agenda.

For many young people, owning a home has become increasingly difficult.

A generation of young adults is asking whether they will ever be able to achieve what their parents and grandparents once considered a normal part of adulthood.

That is not sustainable.

A successful country should give young people the opportunity to work hard, build careers, establish families and eventually own a home.

Burnham's proposals on housing and social housing are therefore significant. The challenge will be turning those ambitions into homes that people can actually afford.

But again, I welcome the fact that the issue is being placed at the centre of the political conversation.

Public services should serve the public

Burnham's proposals for water and energy were another important part of his speech.

He announced plans to remove legal barriers to public ownership of water companies and begin what he described as a ten-year journey towards a very different water system.

He also outlined plans for a publicly backed Great British Grid.

The underlying principle is one that I believe deserves serious discussion:

But I am not using the phrase simply because I agree with every policy he announced.

I use it because of the way he spoke.

There was something human about the speech.

When he spoke about his father, who died only weeks ago, the emotion was impossible to miss.

He spoke about his grandparents, his family's journey and the opportunities that previous Labour governments helped create for his generation.

At one point, he struggled to hold back tears.

It was not the polished political performance we have become accustomed to.

It felt personal.

It felt real.

And, for me, that matters.

Politics is ultimately about people.



After years of political speeches that have often felt distant from ordinary people, Burnham's address felt remarkably human. For me, it was a rare example of a Prime Minister speaking directly to the people.

Britain and Europe: looking forward

Another part of Burnham's speech that particularly interested me was his approach to Europe.

He argued that Brexit had not delivered the level of control promised and said Britain needs to establish a new, long-term relationship with the European Union.

For me, this was not about reopening yesterday's arguments.

It was about recognising tomorrow's reality.

Britain is geographically, economically and historically connected to Europe.

We need a relationship that works for British businesses, workers, students and families.

After years of political division over Brexit, perhaps the time has come for Britain to discuss Europe with less anger and more maturity.

Why I called it a "People's Prime Minister" speech

I know that calling Andy Burnham a People's Prime Minister is a strong description.

Behind every statistic is a family.

Behind every policy is a human being.

Behind every government decision is someone's life.

A message to our community

As British Bangladeshis, we should listen carefully when any Prime Minister sets out a vision for Britain.

Not simply because of party politics.

But because Britain is our home.

Our children were born here.

Our businesses operate here.

Our parents built their lives here.

Our communities have grown here.

We have a stake in Britain's future.

We should therefore welcome ambition while continuing to ask questions.

Will young people be able to afford homes?

Will elderly people receive dignified care?

Will businesses be able to grow?

Will energy become more affordable?

Will public services improve?

Will Britain become more prosperous?

These are the questions that matter to

our families.

Hope after years of division

What stayed with me most after Burnham's speech was his message of hope.

Britain has experienced years of political division, economic uncertainty and public frustration.

It is easy to become cynical.

It is easy to believe that politics cannot change anything.

But Burnham challenged that idea.

His message was essentially that Britain can do better - and that government can still be a force for positive change.

I found that refreshing.

Of course, speeches are only the beginning.

The difficult work comes afterwards.

Policies have to be funded.

Promises have to be delivered.

Public services have to improve.

And people ultimately have to feel the difference in their everyday lives.

But every major political change begins with an idea and the courage to articulate it.

This week, Andy Burnham gave Britain his idea of where the country should go next.

The real test now

History will not judge Burnham's speech by the applause he received in Liverpool.

It will judge it by what follows.

Can he build the National Care Service he has promised?

Can he strengthen public services?

Can he improve housing opportunities?

Can he make essential utilities work better for the public?

Can he rebuild confidence in politics?

Can he establish a more constructive relationship with Europe?

Those are enormous challenges.

But I came away from his speech with something that I have not felt often enough from British political leadership in recent years:

Hope

For me, this was more than a Labour conference speech.

It was a statement of belief in Britain.

A belief that politics can once again be about people rather than political games.

A belief that government can be ambitious.

A belief that difficult problems can be confronted rather than postponed.

And perhaps most importantly, a belief that Britain can still change for the better.

That is why I believe Andy Burnham's speech will be remembered - not simply for what he promised, but for how he made people feel about the possibility of a better Britain.

After two decades in which political speeches have often left me cold, this one made me stop and listen.

It sounded, quite simply, like a Prime Minister speaking to his people.

**Taz Choudhury - Columnist,
Chief Editor, Bangla Post**

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA & ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ

Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.

Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357



Welfare



Orphanage



Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra

Fidya Kaffara Qurbani

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to
Generate Permanent Income for
Madrasah & Orphanage

33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund

one off payment £700.00 x 313 Donor

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com

Online: www.shahbagjamia.com

Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:

Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust

HSBC Bank

Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608

B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U

IBAN-GB98HBUK40210551625608

For further information please contact:

Maulana Abdul Hafiz, Principal

Mobile: 0798 335 7324

e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

সারাদেশে চলছে ব্যাপক চাঁদাবাজি-দখলদারিত্ব ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের রামরাজত্ব

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :

সামনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন। আগামী বছরের জানুয়ারি মাসেই শুরু হবে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। সরকার পরিচালনায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আসন্ন স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে ক্ষমতাসীন বিএনপিপন্থীদের স্থানীয় সরকারে আসা যখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ; তখন বিএনপির নাম ভাঙিয়ে সারাদেশে চলছে ব্যাপক চাঁদাবাজি-দখলদারিত্ব। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে সারাদেশে চলছে ছিনতাই, চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব। অপরাধীদের তা-বে ভেঙে পড়ছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। ফুটপাথ থেকে শুরু করে শপিংমল, কাঁচাবাজার থেকে মাছবাজার, লেগুন ও সিএনজি স্ট্যান্ড, অটোরিকশার গ্যারেজ, বাস ও লঞ্চ টার্মিনাল, এমনকি শিল্প কারখানা-সবখানেই চলছে চাঁদাবাজি ও দখলদারিত্ব। এতে করে ক্ষমতাসীন



বিএনপির ভাবমর্যাদা প্রশ্নবদ্ধ হয়ে উঠেছে। আবার 'ঘর পোড়া আগুনে আলু পোড়া খাওয়ার' মতো জামায়াত-এনসিপি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে বিএনপিকে গণবিচ্ছিন্ন করার মিশন নিয়ে মাঠে নেমেছে। এসব অপরাধকারে-র সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের নাম

থাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের গ্রেফতার করতে বা অপরাধ ঠেকাতে সাহস পাচ্ছেন না। এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যৌথ অভিযানের বিকল্প নেই। আর এ ধরনের সিদ্ধান্ত সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে না এলে তা কার্যকর হবে না। অন্তর্বর্তী সরকারের

সময় ২০২৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে 'অপারেশন ডেভিল হান্ট' পরিচালনা করা হয়েছিল। কিন্তু সাবেক প্রধান উপদেষ্টার আন্তরিকতার অভাবে সেটা তেমন সফলতা পায়নি। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত সরকারের সময়ে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে 'অপারেশন ক্লিন হার্ট' চালিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সফল হয়েছিলেন। জনগণের প্রতি বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক কমিটমেন্ট থাকায় 'অপারেশন ক্লিন হার্ট' এ চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব জড়িত বিএনপির বিপুল সংখ্যক স্থানীয় নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। রাজনৈতিক ও অপরাধ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিএনপির ইমেজ রক্ষা এবং আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জনগণের ভোট পেতে চাইলে --১৭ পৃষ্ঠায়



নিরাপত্তা ঝুঁকিতে ইরাক

পোস্ট ডেস্ক :

দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় পর ইরাক থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক জোট ও মার্কিন বাহিনীর সৈন্য প্রত্যাহার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এ উপলক্ষে ইরাক সরকার চার দিনের জাতীয় 'সারভোমত্ব দিবস' ঘোষণা করে উদযাপনে মেতে উঠলেও, নেপথ্যে উঁকি দিচ্ছে তীব্র নিরাপত্তা ঝুঁকি ও কূটনৈতিক ভারসাম্যের নতুন চ্যালেঞ্জ।

রুধবার ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন

আইএস-বিরোধী 'অপারেশন ইনহেরেন্ট রিজলভ'-এর অধীন অবশিষ্ট কয়েকশ সেনা প্রত্যাহারের চূড়ান্ত সময়সীমা। এই সেনা প্রত্যাহারের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের সামরিক নিয়ন্ত্রণের এক বড় অধ্যায়ের ইতি টানলো ওয়াশিংটন। তবে এ ঘটনা ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আলী আল-জাইদীর জন্য এক জটিল সামরিক ও রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি করেছে। সম্প্রতি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে (ইউএনজিএ) প্রদত্ত --১৭ পৃষ্ঠায়

গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখে দাঁড়িয়ে থাকলে ১৫০ পাউন্ড জরিমানা

পোস্ট ডেস্ক :

ব্রিটেনের ওয়েলসে গাড়ি পার্ক করে ইঞ্জিন চালু রেখে দাঁড়িয়ে থাকলে এখন সর্বোচ্চ ১৫০ পাউন্ড পর্যন্ত জরিমানা গুনতে হতে পারে। নতুন অ্যান্টি-আইডলিং বিধিমালা রুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে বলে জানিয়েছে দ্য সান।

নতুন নিয়মে

গাড়ির ইঞ্জিন

অপ্রয়োজনে

চালু রেখে পার্ক

করে রাখার

ক্ষেত্রে ৭৫

থেকে ১৫০

পাউন্ড পর্যন্ত

জরিমানা করা

যেতে পারে।

এর আগে এ ধরনের অপরাধে জরিমানার পরিমাণ ছিল ২০ পাউন্ড। হাইওয়ে কোডের রুল ১২৩ অনুযায়ী, কোনো চালক পাবলিক রোডে গাড়ি পার্ক করে ইঞ্জিন চালু অবস্থায় গাড়িকে অথবো রেখে যেতে পারবেন না। একই সঙ্গে গাড়ি স্থির অবস্থায় অপ্রয়োজনে ইঞ্জিন চালু রাখাও নিষিদ্ধ। তবে দ্য সানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,



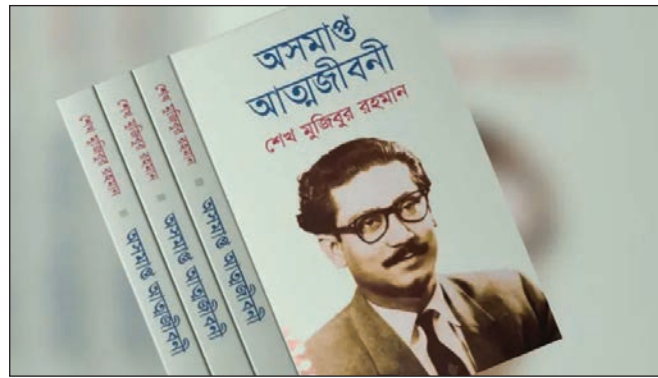
দীর্ঘদিন ধরে এই নিয়ম চালু থাকলেও অনেক চালক জানেন না যে গাড়ির ইঞ্জিন অপ্রয়োজনে চালু রেখে দাঁড়িয়ে থাকা একটি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ওয়েলশ সরকার জানিয়েছে, গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখে দাঁড়িয়ে থাকলে বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ বাড়ে। বিশেষ করে

স্কুল, হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের আশপাশে ইঞ্জিন থেকে নির্গত ধোঁয়া শিশু ও শারীরিকভাবে

ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে বলে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

নতুন জরিমানার নিয়ম চালুর বিষয়টি তুলে ধরতে নিউপোর্টের মার্শফিল্ড গ্রামীণার স্কুল পরিদর্শন করেন গ্রামীণ স্থিতিস্থাপকতা ও টেকসই উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রী লির গ্রিফিথ। এ সময় শিক্ষার্থীরা গাড়িচালকদের ইঞ্জিন --১৭ পৃষ্ঠায়



বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বিক্রিতে বাধা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বই বিক্রিকে কেন্দ্র করে প্রকাশনা সংস্থা ও ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের (ইউপিএল) বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্রে তালা দেওয়া হয়েছে। এ সময় বিক্রয়কেন্দ্রের দুই কর্মীকে তুলে

নিয়ে আটকে রাখার অভিযোগও উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, পরে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬) বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। সূত্রাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিউর রহমান প্রথম --১৭ পৃষ্ঠায়

কানাডা থেকে ৩৪০ বাংলাদেশি বহিষ্কার, দেশত্যাগের অপেক্ষায় আরো ১৩৬৮

পোস্ট ডেস্ক :

কানাডা থেকে চলতি বছরের প্রথম আট মাসে (জানুয়ারি থেকে আগস্ট) ৩৪০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। আরো ১ হাজার ৩৬৮ জন বাংলাদেশি দেশত্যাগের চূড়ান্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে (রিমুভাল-ইন-প্রোগ্রেস) রয়েছেন। কানাডা বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সির (সিবিএসএ) সর্বশেষ পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য জানা গেছে। সিবিএসএ-এর তথ্য অনুযায়ী, গত ৩১ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত কানাডা বিশ্বব্যাপী মোট ১৪ হাজার ৮৯৭ জন বিদেশি নাগরিককে ফেরত পাঠিয়েছে। এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ভারত (৪,২২৭ জন) এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মেক্সিকো (২,২৮২ জন)। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের থেকে ৬০১ জন, কলম্বিয়ার ৫৮০ জন, হাইতির ৫৩৫ জন, রোমানিয়া ৪৩৩ জনকে ফেরত পাঠিয়েছে দেশটি।

চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসের হিসাবে ২২৭ জন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠানোর মাধ্যমে শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ সপ্তম স্থানে উঠে এসেছিল, যা আগস্ট শেষে ৩৪০ জনে দাঁড়ায়। অপসারণের কারণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল অভিবাসন আইন না মানার ঘটনা। আর এই কারণেই আশ্রয়ের আবেদন করা সত্ত্বেও ১২ হাজার ৫ জনকে নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে সিবিএসএ। --১৭ পৃষ্ঠায়

এনআরবি ওয়ার্ল্ড সামিট ২০২৬:

দেশ ও প্রবাসের সেতুবন্ধনে ঢাকায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন

স্টাফ রিপোর্টার, লন্ডন: 'দেশ ও প্রবাসের সেতুবন্ধন'-এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আগামী ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর ২০২৬ ঢাকার শেরাটনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এনআরবি ওয়ার্ল্ড সামিট ২০২৬। এবারের সম্মেলনের মূল শ্লোগান 'বাংলাদেশ নিয়ে ভাবুন'। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এনআরবি ওয়ার্ল্ডের নেতারা এসব তথ্য জানান। সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের লক্ষ্য, কার্যক্রম এবং আসন্ন সামিটের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। সংগঠনের কনভেনর মমিনুল হক বলেন, এনআরবি ওয়ার্ল্ড যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক ও দেশসেবামূলক সংগঠন। বিশ্বের বিভিন্ন



দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি পেশাজীবীদের মেধা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও বিনিয়োগকে বাংলাদেশের উন্নয়নের

সঙ্গে যুক্ত করাই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে --১৭ পৃষ্ঠায়

আল-আকসা মসজিদে শত শত ইসরাইলির নাচ-গান

পোস্ট ডেস্ক :

অধিকত পূর্ব জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে রুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকালে শত শত ইসরাইলি প্রবেশ করেছে। ইহুদিদের ধর্মীয় উৎসব সুক্কোট উপলক্ষে তারা সেখানে যায় বলে জানিয়েছেন জেরুজালেমের ইসলামিক ওয়াকফের এক কর্মকর্তা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তা আনাদোলুকে বলেন, ইসরাইলি পুলিশের কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে শত শত ইসরাইলি আল-আকসা --১৭ পৃষ্ঠায়

